বাল্যক্ষেত্র ভৈষজ্য ।

শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত ।

উৎসর্গ পত্র।

এই অভিনব বাল্যক্ষেত্র-ভৈষজ্য নামক, ডাক্তার ও বৈদ্য মত বালক বালিকাদিগের চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক-খানি, মহামান্য, বিবিধ জ্ঞানসম্পন্ন, পরমহিতৈষী, গুণগ্রাহী, শ্রীমান্ মহারাজ, সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই, মহোদয়ের কর-কমলে সদসদ্বিচার প্রার্থনায় অর্পণ করিলাম। মহারাজ, দয়ার্দ্রচিত্তে গ্রহণ করিলেই চিরবাধিত হইব।

বরিশাল
২২শে মাঘ, ১৩১২

মহারাজের নিয়তানুগত
শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৩	প্রকার	প্রকারে
৪	১৬	প্রয়োজন বশত	প্রয়োজন বশতঃ
৫	১	লিগোচর	লিগেচর
৭	১৪	পীড়া বশত	পীড়া বশতঃ
২৬	১৫	২ স্বল্প ভাগ্যাদি	১ স্বল্প ভাগ্যাদি
২৬	১০	১ বৃহদ্ ভাগ্যাদি	২ বৃহদ ভাগ্যাদি
৩২	১৬	সিম্পিল	সিম্পল
৫২	২	এরণ্ড তেল	এরণ্ড তৈল
৯৮	১০	মাখম	মাখন

৪৮ পৃষ্টায় "নিদান শাস্ত্রে পাণ্ডু রোগ পাঁচ প্রকার নির্দ্দিষ্ট" এই লাইনের উপর "পাণ্ডু রোগের দেশীয় চিকিৎসা" এই হেডিংটী পতিত হইয়াছে, অতএব উহাকে পূর্ব্বোক্ত লাইনের উপর বসাইয়া পাঠ করিবেন।

ভূমিকা।

অনেক বিখ্যাত বিচক্ষণ চিকিৎসক মহাশয়েরা নানাবিধ চিকিৎসোপযোগী পুস্তকসকল বঙ্গ-ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে শিশুগণের চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তকের অসদ্ভাব বিবেচনায় চিকিৎসা বিদ্যা বিশারদ হেনেরি গুডিব সাহেব কর্ত্তৃক ম্যানেজমেণ্ট অফ্ চিলড্রেন নামক যে একখানি ইঁউরোপীয় মত শিশুগণের চিকিৎসার পুস্তক প্রণীত হইয়াছে, তৎপ্রভৃতি কএক খানি ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে শিশুদিগের স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ বিবরণ, ও চিকিৎসা প্রকরণ প্রভৃতি সঙ্কলিত করিয়া বঙ্গ ভাষায় সংক্ষেপে অনুবাদপূর্ব্বক পুস্তক খানির নাম (বাল্যক্ষেত্র-ভৈষজ্য) রাখিয়া প্রকটিত করিলাম। এই পুস্তক খানি অবিকল অনুবাদ নহে কোন কোন বিষয় পরিত্যক্ত, পরিবর্ত্তিত, ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অধিকন্তু উল্লিখিত রোগ সমূহের দেশীয় চিকিৎসা সকল, সংস্কৃত চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পুস্তক মধ্যে সন্নি-বেশিত ও স্থানে স্থানে নিদানোক্ত বচন ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, পুস্তকস্থ

ইংরাজি নামাঙ্কিত রোগ সমূহের লক্ষণ সকলের সহিত নিদানোক্ত লক্ষণ সমূহের অধিকাংশ ঐক্য থাকা প্রযুক্ত ঐ রোগ সমূহের নিদানোক্ত বচন প্রমাণ লক্ষণসকল, গ্রন্থবাহুল্যভয়ে সর্ব্বত্র লিখিত হইল না। রাসায়নিকবিদ্যাবিচক্ষণ শ্রীযুক্ত কানাই লাল দে রায় বাহাদুর, সি, আই, ই, প্রভৃতি কতিপয় বিজ্ঞতম ডাক্তার মহাশয়েরা পুস্তকস্থ রোগ সকলের সমস্ত ইংরাজি মত গুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সংশোধিত করিয়াছেন ও আয়ুর্বেদজ্ঞ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত প্রভৃতি কতিপয় বিজ্ঞবর বৈদ্য মহাশয়েরা যাবতীয় দেশীয় চিকিৎসা প্রকরণাদি যত্ন সহকারে সংশোধিত করিয়াছেন। সম্প্রতি দোষত্যাগী, গুণগ্রাহী, চিকিৎসক মহাশয়েরা, রোগ নিরূপণ করিয়া ব্যাধি বিহিত ভৈষজ্য সকল, ব্যবস্থা করিলেই শ্রম সফল, বোধ করিব।

যেহেতু। দৃষ্টংকিমপিলোকেঽস্মিন ন নির্দোষং ননির্গুণং। আবৃণুধ্বমতোদোষান বিবৃণুধ্বং গুণান্ বুধাঃ।

সূচীপত্র।

বাল্যক্ষেত্র ভৈষজ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা জানিতে হইলে আদৌ স্বাস্থ্যরক্ষা, ব্যাধি, লক্ষণ, কারণ, অবগত হইয়া চিকিৎসা প্রকরণাদি জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

প্রথম স্বাস্থ্যরক্ষা। সুস্থাবস্থার নিয়মিত পালন করাকে স্বাস্থ্যরক্ষা বলা যায়। ইহা জন্মগ্রহণ হইতে জীবনাবধি করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় ব্যাধি। শারীরিক ক্লেশ, চিত্তচাঞ্চল্য ও স্বভাবতঃ মলমূত্রাদি পরিষ্কার না হওয়া ইত্যাকার ঘটনাকে ব্যাধি বলা যায়। ব্যাধি স্থানিক ও সর্ব্বাঙ্গিক হওয়াতে দুই প্রকার হইয়া থাকে। যথা শরীরের কোন অংশে স্ফোটকাদি জন্মিলে স্থানিক আর জ্বর প্রভৃতি কতকগুলি রোগ উপস্থিত হইলে সর্ব্বাঙ্গিক বলা যায়।

তৃতীয় লক্ষণ। যাহার দ্বারা শরীরস্থ রোগ সকলকে নিরূপণ করা যায়, তাহাকে লক্ষণ বলা যায়।

চতুর্থ কারণ। যে নিমিত্ত রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাকে কারণ বলা যায়। কারণ তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। যথা প্রথম পূর্ব্ব লক্ষিত কারণ; ইহা রোগ প্রকাশ পাইবার দূরে অবস্থিতি করে। দ্বিতীয় উদ্দীপক কারণ; যে কারণ রোগের অব্যবহিত পূর্ব্বে অবস্থিতি করে, তাহাকে উদ্দীপক কারণ বলা যায় এবং উষ্ণ স্থানস্থ লোক সহসা শীতল স্থানে আসিলে অথবা শীতল স্থানস্থ ব্যক্তি উষ্ণস্থানে উপস্থিত হইলে উদ্দীপক কারণ হয়। যষ্টি প্রস্তরের আঘাতকেও উদ্দীপক কারণ বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় সন্নিহিত কারণ। পূর্ব্ব লক্ষিত ও উর্দ্দীপক কারণে যে পীড়ার উৎপত্তি হয়, তাহাকে সন্নিহিত কারণ বলা যায়। যেমন সমস্ত রাত্রি জাগরণানন্তর আহারাদির অত্যাচার দ্বারা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমস্ত রাত্রি জাগরণকে পূর্ব্বলক্ষিত কারণ ও আহারাদির

অত্যাচারকে উদ্দীপক কারণ এবং পীড়ার উৎপত্তিকে সন্নিহিত কারণ বলা যায়।

পঞ্চম চিকিৎসা। ইহা দুই প্রকার বিভক্ত হয়। প্রথম ঔষধ চিকিৎসা। কেবল ভৈষজ্য সেবন দ্বারা রোগের প্রতিকরণেচ্ছাকে ঔষধ চিকিৎসা বলা যায়। ঔষধ চিকিৎসা স্থানিক ও সর্ব্বাঙ্গিক ভেদে দুই প্রকার হয়। স্থানিক বেদনাদি নিবারণ জন্য বাহ্যস্থলে কোনরূপ ঔষধ প্রয়োগ কয়াকে প্রথম স্থানিক ঔষধ চিকিৎসা আর জ্বরাদিরোগের শান্তি করণ নিমিত্ত কোন প্রকার ঔষধ সেবন করাণকে দ্বিতীয় শারীরিক ঔষধ চিকিৎসা বলা যায়।

দ্বিতীয় অস্ত্র চিকিৎসা। কোন স্থান কাটিয়া কিম্বা বিঁধিয়া রোগাপনয়নের অভিলাষকে অস্ত্র চিকিৎসা বলা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইয়ুরোপীয় মত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম।

নবপ্রসূত শিশুগণের নাভিস্থল হইতে উর্দ্ধ এক

ইঞ্চের উপর নাভিনাড়ীকে নিগোচর বা রেশমী সূত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিবেন, সেই বন্ধন হইতে ঊর্দ্ধ এক ইঞ্চের উপরিভাগে নিগেচর দ্বারা পুনরায় দ্বিতীয় বন্ধন দিবেন। ঐ উভয় বন্ধনের মধ্যভাগ কাঁচির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ছেদ করিবেন।

অনন্তর উষ্ণ জলে শিশুর সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার পূর্ব্বক ফ্লানেল বস্ত্রদ্বারা আবৃত রাখিয়া উপযুক্ত মাত্রায় এরণ্ড তৈল সেবন প্রায় প্রচলিত আছে, কিন্তু প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বিরেচকের কার্য্য করে বলিয়া, অনেক চিকিৎসক মহাশয়েরা এরণ্ড তৈল সেবন বিষয়ে নিষেধ করিয়া থাকেন। প্রসূতির স্তনদুগ্ধ প্রসবের দুই তিন দিন পরে জন্মাইতে আরম্ভ হয়। তন্নিমিত্ত উক্ত তৈল বিরেচনার্থ সেবন করান অত্যাবশ্যক।

প্রথম এক দিন এরণ্ড তৈল সেবন করাইলে দুই তিন দিন পরে প্রয়োজন বশত পুনরায় পান করান যাইতে পারে।

সামান্য অবস্থাতে সর্ব্বদা বিরেচক ভেষজ সেবন না করাইয়া সাবান অথবা স্থইট অইল মিশ্রিত উষ্ণ জলের পিচকারি মলদ্বারে প্রদান

করা বিধেয় কিম্বা দেশীয়মতে বকুল বীজের শস্য কিঞ্চিৎ জলসংযোগে পিষিয়া অথবা মুক্ত-বর্শীপত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক মলদ্বারে লাগাইয়া অথবা পানের বোঁটা মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া বিরেচন করাইবেন। সর্ব্বদা বিরেচক ভেষজ প্রদান অপেক্ষা এ প্রকার ব্যবস্থা অতি প্রশস্ত।

উদরের কামড় ও স্ফীততা অধিক হইলে উক্ত তৈলের সহিত একবিন্দু এনিসিড্ অয়েল বা মৌরির তৈল ও দুই বিন্দু স্যালভলেটাইল মিশাইয়া দিবেন। অথবা এরণ্ড তৈল ডিল্ ওয়াটর ও এনিসিড্ অয়েল এই তিনখানি দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় মিশাইয়া পান করাইবেন। আর উদরাধ্মান নিবারণ নিমিত্ত উদরের উপর পুরাতন ঘৃত অথবা সাবানের জল ও শার্ষপ তৈল সমভাগে একত্র মিশাইয়া মর্দ্দন করিবেন কিম্বা এক তোলা সোরা কিঞ্চিৎ জলসংযোগে পিষিয়া নাভিস্থল বেষ্টনপূর্ব্বক প্রলেপ দিবেন। যদি মল থলথলে সৌজবর্ণ ও অম্লবিশিষ্ট হয়, তবে এরণ্ড তৈলের পরিবর্ত্তে রিউবার্ব্ব ৩ গ্রেণ, ম্যাগ্নে-সিয়া ৩ গ্রেণ, স্যাল্ভলেটাইল ৩ বিন্দু, পিপার্মেণ্ট

মিশ্রিত জল ৩ ড্রাম, একত্র মিশাইয়া এক চা চামচ পরিমাণে দিবসের মধ্যে দুই তিনবার পান করাইবেন। ইহাকে রেড মিকশ্চার বলা যায়।

শিশুর বয়ঃক্রম অধিক হইলে সেনাসিরপ সেবন করান যাইতে পারে। আর বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে সর্ব্বদা বিরেচক ভেষজ দিবেন না। বিশেষ পীড়া না হইলে পারদঘটিত ভেষজ সেবন করাইবেন না কিন্তু সময়ানুসারে সিকি গ্রেণ হাইড্রাজ্ কম্‌ক্রিটা সিকি গ্রেণ ইপিকেক ওয়ানহা চূর্ণের সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে, আর সামান্য বিরেচক ভেষজে শিশুদিগের উদর কামড় ও অস্বস্থতা নিবারণ না হয় এবং পূর্ব্বোক্ত রেড মিকশ্চার ব্যবহারের পর দুই তিন দিন পর্য্যন্ত মল সবুজ বর্ণ ও থলথলে থাকে। তবে বয়স বিবেচনাপূর্ব্বক সিকি গ্রেণ অথবা ১ গ্রেণ হাইড্রাজ কম্‌ক্রিটা সিকি গ্রেণ জেম্মপাউডরের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিলে নিঃশেষরূপ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। সামান্য জ্বর থাকিলেও এ ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

যদি বালকেরা উদরাধ্মানপ্রযুক্ত চিৎকার

করিতে থাকে। তবে ২ বিন্দু হইতে ৩ বিন্দু পর্য্যন্ত ডল্বিজ কার্মিনেটিব ঔষধ বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। ইহা এক বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুগণকে ৫ পাঁচ কিম্বা ১০ দশ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত একমাত্রা এরণ্ড তৈলের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি ইহাতে উপকার না দর্শে, তবে দুই ঘণ্টা পরে পুনরায় উক্ত ভেষজ সেবন করাইবার বাধা নাই।

বালকদিগের কলিকরোগ উপস্থিত হইলে উক্ত প্রকার নিয়মে উক্ত ভেষজ অবস্থাভেদে দিন মধ্যে তিনবার সেবন করাইবেন। ডল্বিজ কার্মিনেটিব ভেষজ সেবনে শিশুগণ ক্ষণমাত্র সুস্থ থাকাতে ধাত্রীগণ এ ঔষধ মহোপকারী বোধ করিয়া পীড়া বশত শিশু সকল ক্রন্দন করিবামাত্র বার-ম্বার পান করাইয়া থাকেন। যদিও ডল্বিজ কার্মিনেটিব মিকশ্চার প্রকৃত বিষাক্ত নহে, তথাপি উক্ত ভৈষজ্য প্রভাবে বালকবৃন্দের পাকশক্তির ও স্নায়ু সমূহের বিশেষ হানি জন্মাইতে পারে। বহুদর্শী চিকিৎসক ও বিজ্ঞতমা ধাত্রী এবং সুবিজ্ঞ পিতা মাতার হস্তে ডল্বিজ মিকশ্চার উত্তম ভেষজ

বটে কিন্তু কখন সামান্য ধাত্রীগণের হস্তে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

আহারের অত্যাচার বালকগণের পীড়ার প্রধান কারণ হওয়াতে অনেক শিশু নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে শমন সদনে গমন করিয়াছে। প্রসবান্তে যে কয়েকদিন প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ না জন্মে সে পর্য্যন্ত তরল এরোরুট ও বার্লি অথবা দুগ্ধ পাক করিয়া ফিডিং বটল দ্বারা পান করাইয়া শিশুগণের পোষণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবেন।

মাতৃ স্তনে দুগ্ধ জন্মিলে শিশুগণ তদবধি পান করিবেন যদবধি একটী কি দুইটী দন্ত বহির্গত না হয়।

প্রসূতি স্তনে প্রচুর দুগ্ধ জন্মিলে শিশুগণকে অন্যান্য আহার দিবেন না। যদি মাতৃদুগ্ধ না থাকে তবে শিশু সকলের স্তনপান নিমিত্ত দুগ্ধবতী ধাত্রী নিযুক্ত করিবেন।

আট কি দশমাস অতীত হইলে পর বালকগণকে দিনমানে দুই ঘণ্টা পরে স্তনদুগ্ধ পান করাইবেন।

ইহাতে অল্পকাল মধ্যে এ প্রকার নিয়মিত স্তনদুগ্ধ পান অভ্যাস হইয়া যায়। এ নিয়মে ধাত্রী সকল শিশুদিগকে স্তনদুগ্ধ পান করাইলে, পরস্পর শারীরিক স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারে। এরূপ প্রতিপালিত বালকবৃন্দকে রাত্রিকালে তিন চারি ঘণ্টা পরে স্তনদুগ্ধ পান না করাইয়া একবার রাত্রি দশ ঘটিকার সময়, দ্বিতীয়বার রাত্রি পাঁচ ঘটিকার সময় পান করাইলে রাত্রি মধ্যে আর পান করাইতে হয় না। ধাত্রীকে পৃথক শয্যায় শয়ন করাইয়া স্তনপানের এ প্রকার অভ্যাস করান যাইতে পারে।

বালকগণের দুইটী দন্ত বহির্গত হইলে নিয়-মিত আহারের অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণে আহারীয় বস্তু—যথা সাগুদানা, এরোরুট, বার্লি সুজি ইত্যাদি দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া দিনের মধ্যে দুইবার দেওয়া কর্ত্তব্য। নবম কিম্বা দশম মাসের পর চারিটী দন্ত উঠিলে কোমল ছাগ মাংসের যূষ অথবা রুটি দিবা রাত্র মধ্যে একবার দিবেন। আর সমস্ত দন্ত বহি-র্গত হইলে মধ্যাহ্নকালে ভোজনের সময়

মাংস দেওয়া কর্ত্তব্য। যাবৎ ষোড়শ কিম্বা সপ্তদশ মাসীয় শিশুগণের শেষ চারিটী চর্ব্বণ দন্ত ব্যতিরেকে সমস্ত দন্ত বহির্গত না হয়, তাবৎ তাহাকে স্তন-দুগ্ধ পান করান বিধেয় কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কাল পর্য্যন্ত স্তনপান করান অকর্ত্তব্য।

কখন কখন অষ্টম অথবা নবম মাসীয় বালকেরা স্তন-দুগ্ধ ত্যাগ করিলেও যে তাহা-দিগকে সুস্থ ও বলবান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি স্বল্প জানিবেন।

অনেক বহুদর্শী ব্যক্তিগণ অবশ্য দৃষ্ট করিয়া থাকিবেন। যে অল্প সময়ের মধ্যে স্তন-দুগ্ধ ত্যাগ করাইলে উদর পীড়া, আক্ষেপক রোগ ও শরীর শুষ্ক ইত্যাদি অপকার ঘটিয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় বালককে স্তন ধরাইবার চেষ্টা পাইবে। যদি বালক স্তন-দুগ্ধ পান না করে ও তাহার বয়ঃক্রম ছয় মাসের অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে এক পোয়া হইতে অর্দ্ধ সের পর্য্যন্ত পরিমাণ গর্দ্দভী-দুগ্ধ দিনমধ্যে তিন চারিবার পান করান কর্ত্তব্য। গর্দ্দভীর

দুগ্ধ পান করাইবার সময় তাহাতে এক চা চামচ পরিমিত চূণের * জল মিশাইলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সদুপায়ে কত শত শিশু স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে বলা যায় না। কোন কোন শিশুর এক ধাত্রীর দুগ্ধ সহ্য না হইলে অপর দুগ্ধবতী ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দিবেন, কিন্তু বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে ধাত্রী পরিবর্ত্তন করিবেন না।

শিশুগণের পরিধেয় বসনাদির বিবরণ।

গ্রীষ্মকালে পাতলা পরিষ্কৃত বসনে ও শীতকালে মোটা বস্ত্রে শিশুদিগের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত রাখিবেন, কিন্তু দিবাভাগে তাহাদের মস্তক অনাচ্ছাদিত রাখা কর্ত্তব্য।

গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে সূতার ও শীতকালে রেশমি মোজা পরাইয়া রাখিবেন।

---

* চূণের জল প্রস্তুত করণ। পরিষ্কৃত চূণ ১ ছটাক, পরিষ্কৃত জল ১॥০ দেড় পোয়া, একত্র মিশাইয়া রাখিবেন; ক্ষণকাল বিলম্বে উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ গ্রহণ করিবেন।

বালকদিগের অঙ্গে ফ্লানেল বস্ত্র দিবেন না, কিন্তু সর্দ্দি ও উদর সংক্রান্ত পীড়া আক্ষেপক রোগ উপস্থিত হইলে, পাতলা ফ্লানেলের বেনিয়ান কিম্বা আজানুলম্বিত কোরৃতা প্রস্তুত করাইয়া পরাইবেন।

নবকুমারদিগকে বায়ু সঞ্চারিত গৃহে অবস্থিতি করাইয়া জানালা প্রভৃতি খুলিয়া রাখিবেন, কিন্তু শিশুগণের মুখে প্রবলবেগে বায়ু সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতে থাকে এপ্রকার স্থলে শিশু সকলকে শয়ন করাইবেন না।

গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে উষ্ণ বায়ু নিবারণ জন্য গৃহের সার্শি প্রভৃতি আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। বেলাবসানে গৃহের দ্বার ও জানালা খুলিয়া দিবেন। গ্রীষ্ম দ্বারা বালকের কষ্ট বোধ হইলে পাকার বাতাস করিবেন।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে পাতলা সূতার বস্ত্র দ্বারা শিশুগণের গাত্র আবৃত রাখিবেন। নির্ম্মল বায়ু সেবন ও আলোকময় স্থানে অবস্থান ও নিয়মিত শ্রম এই সকল নিয়ম স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায় বলিতে হইবে।

আর জন্মগ্রহণের এক সপ্তাহ পরে প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে ধাত্রীরা শিশু সকলকে ক্রোড়ে করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাইবে।

বালকগণের গমন সামর্থ্য হইলে বাটীর বহির্ভাগস্থ ময়দানে ভ্রমণ করিতে অনুমতি দিবেন। আর ক্রোড়ে কিম্বা গাড়িতে লইয়া ভ্রমণ করান অপেক্ষা শিশুগণকে পদব্রজে চলিতে দেওয়া প্রশস্ত। বালক সকল বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অশ্বারোহণ করান বিধেয়। শিশুগণের কোন প্রকার পীড়া না থাকিলে প্রত্যহ একবার স্নান করান কর্ত্তব্য। যদি তাহাদের প্রতিদিন স্নান সহ্য না হয় তবে সপ্তাহে একবার কি দুইবার স্নান করাইবেন। আর অত্যল্প বয়স্ক শিশু হইলে উষ্ণজলে স্নান করান কর্ত্তব্য কিন্তু পীড়িত ও দুর্ব্বল শিশুগণকে সর্ব্বকালে উষ্ণজলে স্নান করাইবেন। কোন কোন শিশুর শারীরিক দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত সামুদ্রিক জল স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। সামুদ্রিক জল অভাবে ব্ল্যাক্‌সল্ট বা কাললবণ /১ একসের, জল ।৪ সের একত্র মিশাইয়া শিশুকে স্নান করাইবেন। লবণ মিশ্রিত জল বলকর

হওয়াতে স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা দূরীভূত হইতে পারে।

দেশীয়মত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম।

এ প্রদেশে শিশুসকল নবপ্রসূত হইবামাত্র দেশীয় ধাত্রীরা তাহাদের মুখমধ্যে তর্জ্জনী অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া তথাকার লালা সকলকে বহির্গত করিয়া নাভিস্থল হইতে ঊর্দ্ধে এক ইঞ্চের উপর নাভিনাড়ীকে শুভ্রসূত্রদ্বারা দৃঢ়রূপ বন্ধন করিয়া এক খানিধারাল বাঁশের চেঁচাড়ী দ্বারা নাভিনাড়ীকে ছেদ করিয়া থাকে। মেডিকেল কলেজের ধাত্রীরা বলিয়া থাকেন যে, চেঁচাড়ী দ্বারা নাভি-নাড়ীকে ছেদ করিলে, ধনুষ্টঙ্কাররোগ উদ্ভব হওয়া সম্ভব, অতএব কাঁচিদ্বারা উহা ছেদ করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর দেশীয় ধাত্রীরা কিঞ্চিৎ জলদ্বারা শিশুর গাত্র ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত বসনে আচ্ছা-দিত করিয়া রাখেন। তৎপরক্ষণেই তাহারা শিশুকে শীঘ্র গো-দুগ্ধ পান করাইয়া স্তন ধরাই-বার চেষ্টা পাইতে থাকে।

আর ঐ ধাত্রীরা সূতিকাগারে অবিলম্বে আম্র-কাষ্ঠদ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া কিঞ্চিৎ শার্ষপ-

তৈল উভয় করতলে মর্দ্দনপূর্ব্বক উত্তাপিত করিয়া শিশুর সর্ব্বাঙ্গে তাপ দিয়া পরিশেষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ঐ তৈল লাগাইয়া প্রদীপের শিখায় উত্তাপিত করিয়া শিশুর নাভিস্থলে ও মলদ্বারে তাপ দিয়া থাকেন। এপ্রকার তাপ একবিংশতি দিন পর্য্যন্ত দেওয়া আবশ্যক। শিশুসকল অধিক দিন তাপ সহ্য করিতে না পারিলে অন্ততঃ চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত ইহা দেওয়া আবশ্যক।

জন্মদিন ব্যতিরেকে দিবাভাগে তাপের প্রয়োজন নাই, ঐ দিবস হইতে সূতিকাগারে চারি দিন পর্য্যন্ত দিবারাত্র অগ্নি রাখা কর্ত্তব্য। পঞ্চম দিবস হইতে সূতিকাগৃহস্থ অগ্নি দিবাভাগে নির্ব্বাপিতপূর্ব্বক ঐ গৃহের শয্যা ও বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তিত করিয়া নবকুমারকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইবেন।

পঞ্চম দিবস হইতে সূতিকাগারে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অগ্নি জ্বালাইয়া সমস্ত রাত্রি রাখিয়া রাত্রির প্রথম প্রহরে ও শেষ প্রহরে শিশুর সর্ব্বাঙ্গে উক্ত নিয়মে তাপ দিবেন। যদি প্রসবান্তে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া মূর্চ্ছাগত হয়,

তবে কতকগুলি মরিচ মুখে চর্ব্বণ করিয়া শিশুর মুখে ও কর্ণকূহরে ফুৎকার প্রদান করিবেন, যাবৎ চৈতন্য না হয়। প্রসূত শিশুর দিবা রাত্র মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উচ্ছেপত্র রস ৩০।৬০ বিন্দু অথবা ৫।১৫ বিন্দু মাত্রায় এরণ্ড তৈল কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পান করাইবেন। উদরের বেদনা ও কামড় থাকিলে লবণের মৃত্তিকা ১।২ রতি পরিমাণে স্তনদুগ্ধানুপানে অথবা কালমেঘের রস ৩০।৬০ বিন্দু পরিমাণে পান করাইবেন। বালকের নাভি কর্ত্তনের ক্ষত শুষ্ক না হইলে ছাগ-লের নাদি ভস্ম করিয়া ক্ষতের উপর লাগাইলে পঞ্চম কি সপ্তম দিবসের মধ্যে শুকাইয়া যায়।

প্রসূতির কোন বিশেষ পীড়া থাকিলে অথবা স্তনদুগ্ধের অভাব হইলে, অপর দুগ্ধবতী ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া বালকের পোষণক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবেন। দিবাভাগে শিশুকে প্রহরে প্রহরে গো-দুগ্ধ পান করাইবেন, কিন্তু রাত্রিকালে সন্ধ্যার পর একবার, রাত্রি দশ ঘটিকার সময় দ্বিতীয়বার দুগ্ধ পান করাইলে রজনীযোগে পুনরায় পান করাইতে হয় না।

শিশুগণের সাত আট মাস বয়ঃক্রম হওয়াতে একটী কি দুইটী দন্ত উঠিলে স্বাভাবিক আহারের অপেক্ষা অপর আহারীয় দ্রব্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত। তন্নিমিত্ত সুজি কি পাল, দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া আহার করাইবেন। এক বৎসরের শিশু হইলে মৎস্যের যূষ, মৎস্য, আলু, রুটি ও নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য ভক্ষণ করাইতে চেষ্টা পাইবেন। আর অষ্টাদশ মাস অতীত হইলে প্রতিদিন আহারকালে অন্নভোজন করাইবেন। ইহা অপেক্ষা অল্প বয়সে স্তন ছাড়াইয়া অন্ন ধরাইলে অঙ্গবৈবর্ণ্য, শারীরিক কৃশতা ও উদরাময় প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

আর স্বাভাবিক দুর্ব্বল শিশুদিগকে প্রতিদিন ছাগ-দুগ্ধ ও মাখন প্রভৃতি বলকর দ্রব্য খাওয়াইবেন। সুস্থ শিশুদিগকে শীতল জলে সপ্তাহে দুই বার স্নান করাইবেন কিন্তু শীত ও গ্রীষ্মকালে অতি শিশু অথবা দুর্ব্বল বালকগণকে উষ্ণজলে সপ্তাহে একবার স্নান করান বিধেয়। বালকেরা চলিতে পারিলে বেলাবসানে দাস দাসীর সঙ্গে কোন রম্যস্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করাইতে পাঠাই-

বেন। অধিকন্তু তনয়গণকে উত্তম বসন পরাইতে ও উত্তম স্থানে বাস করাইতে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবেন। এপ্রদেশে উপরিউক্ত নিয়ম সকল বহুকালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এই সদুপায়ে শিশুগণের নিরাপদে স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফিবর বা জ্বর।

ত্বকের উষ্ণতা, নাড়ীর চাঞ্চল্য ও স্বাভাবিক ক্লেদের হ্রাস, এই তিন লক্ষণ যখন দেহে এককালীন প্রকাশ পায়, তখন জ্বর বলা যায়। ইণ্টরমিটেণ্ট ফিবর বা সবিচ্ছেদ জ্বর ইহাতে ইণ্টরমিসন্ বা জ্বরের কিয়ৎকাল বিচ্ছেদ আছে বলিয়া ইণ্টরমিটেণ্ট ফিবর বলা যায়।

সবিচ্ছেদ জ্বর তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। যথা কোটিডিয়ন্ বা ঐকাহিক। যে জ্বর প্রতিদিন বা চব্বিশ ঘণ্টায় প্রাতঃকালে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় টার্স্যন্ বা দ্ব্যহিক। যে জ্বর দুই দিবসে বা প্রতি আট চল্লিশ ঘণ্টায় মধ্যাহ্নকালে প্রকাশ পায়।

তৃতীয় কোয়ার্ট্যন্ বা ত্র্যহিক। যে জ্বর তিন দিনে বা প্রতি বাওয়াত্তর ঘণ্টায় সায়াহ্ণে আইসে।

ইহা ব্যতিরেকে সবিচ্ছেদ জ্বর অন্যান্য রূপ হইয়া থাকে। যথা ডবল কোটিডিয়ন্,—ইহাতে প্রত্যহ ছুইবার করিয়া জ্বর আইসে অর্থাৎ দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার হয় কিম্বা রাত্রিতে ছুইবার হয় দিবাভাগে হয় না, অথবা দিনমানে ছুইবার হয় রাত্রিতে হয় না; ইহাকে দ্বৌকালীন জ্বর বলা যায়। ডবল টার্স্যান্। ইহাতে প্রত্যহ জ্বর আইসে কিন্তু প্রথম দৈনিক জ্বর দ্বিতীয় দিবসীয় জ্বরের সহিত প্রভেদ হইয়া তৃতীয় দিবসীয় জ্বরের সঙ্গে ঐক্য হয়। এইরূপ দ্বিতীয় দিবসীয় জ্বরের সহিত চতুর্থ দৈনিক জ্বরের ঐক্য হইয়া থাকে। ডবল কোয়ার্ট্যান্,—ইহাতে প্রথম ছুই দিবস উপর্য্যুপরি জ্বর আইসে, তৃতীয় দিবসে জ্বর সম্পূর্ণ বিরাম থাকে কিন্তু চতুর্থ দিবসীয় জ্বর প্রথম দৈনিক জ্বরের সহিত এবং পঞ্চম দিবসীয় জ্বর দ্বিতীয় দৈনিক জ্বরের সহিত ঐক্য হইয়া থাকে।

সবিচ্ছেদ জ্বরের তিন প্রকার অবস্থা আছে।

প্রথম শীতলাবস্থা, দ্বিতীয় উষ্ণাবস্থা, তৃতীয় সুস্থাবস্থা।

শীতলাবস্থার লক্ষণ। দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, শ্রান্তি, শরীর শুষ্ক ও শীতল, কম্প, অঙ্গবেদনা, মুখ-মালিন্য, দাঁতকপাটি, আস্বাদের বৈলক্ষণ্য, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, প্রস্রাবের অল্পতা ও আরক্ততা, বমনেচ্ছা ও বমন, ঘন ঘন শ্বাস, প্রশ্বাস সর্ব্বদা জৃম্ভা উঠিতে থাকে, নাড়ী বেগবতী ও ক্ষুদ্র ইত্যাদি চিহ্ন সকল অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

উষ্ণাবস্থার লক্ষণ। মুখমণ্ডল ভার, চক্ষু আরক্তিম, শিরঃপীড়া, শ্বাস প্রশ্বাসের ঘন ঘন বহন ও উষ্ণতা, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, নাড়ী বেগবতী ও রক্তপূর্ণা, গাত্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধ, মূত্র অত্যল্প ও রক্তবর্ণ, প্রবল পিপাসা, প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। এই অবস্থা ৩।৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবস্থান করে।

সুস্থাবস্থার লক্ষণ। প্রথম কপালদেশে পরে অন্যান্য স্থানে ঘর্ম্ম হওয়াতে শীরঃপীড়া ও ত্বকের উষ্ণতা দূরীভূত হইয়া জ্বর মগ্ন হইলে রোগী স্বাস্থ্য বোধ করে। তৎকালে নাড়ীর গতি স্বাভাবিক, জিহ্বা পরিষ্কার, চিত্তপ্রফুল্ল ইত্যাদি লক্ষণ সকল

ব্যক্ত হইলে জ্বরের মগ্নাবস্থা বলা যায়। এরূপ অবস্থা ৮।১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। সবিচ্ছেদ জ্বরের ফল। এ জ্বর দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া থাকিলে প্লীহাযকৃৎ ও উদরাময় ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

সবিচ্ছেদ জ্বরের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

তিন চারি বৎসরের শিশুর এরূপ জ্বর হওয়াতে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এরণ্ড তৈল ৩ ড্রাম অথবা *গ্রেগরিস্ পাউডর ১০ গ্রেণ সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবেন। অনন্তর জ্বরাতিশয্য সময়ে ঘর্ম্মকর ও মূত্রকর ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করিবেন। তজ্জন্য লাইকোয়ার এমোনিয়া এসিট্যাটিস্ অর্দ্ধ ড্রাম, নাইট্রিক ইথর ৯ বিন্দু, পরিষ্কৃত জল ৩ ড্রাম, একত্র মিশাইয়া এক চা চামচ পরিমাণে প্রত্যেক দুই ঘণ্টায় পান করাইবেন, যদবধি জ্বর মগ্ন না হয়। জ্বর মগ্ন হইলে ১ গ্রেণ পরিমিত কুইনাইন দিনমধ্যে দুই তিনবার খাওয়াইবেন।

* গ্রেগরিস্ পাউডার। রেউচিনি চূর্ণ ২ ড্রাম, কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ৬ ড্রাম, শুণ্ঠীচূর্ণ ১ ড্রাম, একত্র মিশাইয়া লইবেন।

জ্বরের আগমন বন্ধ হইলেও উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন পর্য্যন্ত অর্দ্ধ বা এক গ্রেণ কুইনাইন সেবন করাইলে জ্বর নিঃশেষরূপে আরোগ্য হইতে পারে, এবং স্যালাসিন, বিবিরিন্ ও বার্ক, প্রত্যেক চূর্ণ জ্বর মগ্ন কালে ২।৫ গ্রেণ পরিমাণে সেবন করাইলেও সবিচ্ছেদ জ্বরের শান্তি হইতে পারে।

পথ্য নিমিত্ত এরারুট, সাগুদানা ইত্যাদি দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া দেওয়া উচিত।

স্ববিচ্ছেদ জ্বরের দেশীয় চিকিৎসা।

এই জ্বরকে বৈদ্যগণ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর বলিয়া থাকেন। ইহার নিদানোক্ত লক্ষণ।—লিপ্ততিক্তা স্যতা তন্দ্রা মোহঃ কাসোরুচি স্তৃষা, মুহুর্দাহো মুহুঃ শীতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ॥ মুখেরতিক্ততা শ্লেষ্মদ্বারা লিপ্ত, নিদ্রার ন্যায় ক্লান্তি, মূর্চ্ছা, কাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত ইত্যাদি। আর পুস্তক মধ্যে যে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভেষজ লিখিত হইয়াছে তাহা বালক বালিকাদিগের বয়স, বল, অগ্নি ও বায়ু, পিত্ত, কফের ন্যূনাধিক্য ইত্যাদি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবস্থা বিধেয়।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর শিশুকে আক্রমণ করিলে প্রথমে রসের পরিপাক জন্য বিল্বপত্র রস সিকি কাঁচ্চা, অর্দ্ধ বা এক রতি মরিচ চূর্ণের সহিত পান করান কর্ত্তব্য। অনন্তর কণ্টকার্য্যাদি পাচনের (১) ক্বাথ সিকি কাঁচ্চা হইতে এক কাঁচ্চা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া প্রাতে ও স্বায়ংকালে পান করাই-বেন। আর বিরেচন করাইতে হইলে মৌরি চারি আনা, দ্রাক্ষা চারি আনা, সোণামুখী আট আনা, শুণ্ঠী চারি আনা, বীজরহিত হরিতকী

---

(১) কণ্টকার্য্যাদি পাচন। কণ্টকারি, বামনহাটি, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মুথা, পটোল-পত্র, কটুকী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সাড়ে চোদ্দ রতি, পাকার্থ জল দেড় পোয়া, শেষ দেড় ছটাক।

কণ্টকার্য্যাদি পাচন প্রভৃতি সকল প্রকার পাচনের পরিমাণ নিমিত্ত পরিভাষোক্ত বচন। যথা দশরক্তিক মানেন গৃহিত্বা তোলকদ্বয়ম্। দত্বাম্বু ষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাব শেষিতম্। ইমাং মাত্রাং প্রকুর্ব্বন্তি বাঢ়ীয়াঃ পাচনাদিষু। বাঢ়ীয় বিজ্ঞ বৈদ্য সকল সমস্ত পাচনাদি বিষয়ে দশ রতিতে মাষা হয়, এই পরিমাণে তোলকদ্বয় অর্থাৎ ১৬০ রতি মসলা সকল গ্রহণপূর্ব্বক পিষিয়া ষোড়শ গুণ অর্থাৎ ৩২ তোলা জল দ্বারা মন্দানলে পাক করিয়া পাদাবশেষ অর্থাৎ ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া থাকেন।

আট আনা, এই পাঁচ দ্রব্য দেড় পোয়া জলে পাক করিয়া শেষ দেড় ছটাক থাকিতে নামাইয়া উপ-যুক্ত মাত্রায় পান করাইবেন এবং মৃত্যুঞ্জয় (২) কিম্বা চন্দ্রশেখর রস (৩) সিকি রতি হইতে অর্দ্ধ রতি পরিমাণে তুলসীপত্র আদ্রক অথবা পানের রস কিম্বা মধু অনুপানে দুই বেলা পান করাইবেন।

জ্বর কম্প দিয়া আসিলে, হিঙ্গুলেশ্বর (৪) বটি কারসিকি রতি হইতে অর্দ্ধরতি পরিমাণে উচ্ছেপত্র আদ্রক ও পানের রস কিম্বা মধু অনুপানে দুই-বেলা সেবন করান উচিত। সবিচ্ছেদ জ্বরের মগ্না-

---

(২) মৃত্যুঞ্জয়। শোধিত কাষ্ঠ বিষ অর্দ্ধ তোলা, মরিচ অর্দ্ধ তোলা, পিপ্পলী বীজ চূর্ণ ১ তোলা, শোধিত গন্ধক অর্দ্ধ তোলা, সোহাগার খই অর্দ্ধ তোলা হিঙ্গুল এক তোলা, পানের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক বটিকা এক রতি প্রমাণ করিবেন।

(৩) চন্দ্রশেখর রস। কর্জ্জলী অর্দ্ধ তোলা, মরিচ চারি আনা, সোহাগার খই চারি আনা, চিনি এক তোলা, রোহিত মৎস্য-পিত্তের ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে খলে মর্দ্দন-পূর্ব্বক দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

(৪) হিঙ্গুলেশ্বর। শোধিত হিঙ্গুল, শোধিত কাষ্ঠ বিষ, মরিচ, প্রত্যেক সম ভাগ লইয়া জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

বস্থায় নাটাফলের শস্যচূর্ণ এক হইতে দুই রতি কিম্বা ক্ষেত্রপর্পটী, চিরাতা ও নিমছাল ইহাদিগের প্রত্যেকের ক্বাথ অথবা স্বরস সিকি কাঁচ্চা পরিমাণে পান করাইলেও এ জ্বর আরোগ্য হইতে পারে। নবজ্বরী বালকদিগকে স্নান, তৈল মৰ্দ্দন, অন্ন ভক্ষণ ও শীতলবায়ু সেবন করিতে নিষেধ করিবেন। জ্বরান্তে লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত।

এ জ্বর একবিংশতি দিবসের মধ্যে আরোগ্য না হইয়া স্থায়ী হইলে পুরাতন জ্বর বলা যায়। পুরাতন জ্বর সপ্তদিন, দশদিন অথবা দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদক্রমে অবস্থিতি করিলে সন্তত-বিষম জ্বর বলা যায়। যদি জীর্ণ জ্বর দিবারাত্র মধ্যে দুইবার হয় অর্থাৎ দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার হয় কিম্বা দিবাতে দুইবার হয় রাত্রিতে হয় না অথবা রাত্রিতে দুইবার হয় দিবাতে হয় না, তবে ইহাকে দ্বৌকালীন বা সতত-বিষম জ্বর কহে। আর জীর্ণজ্বর দিবারাত্র মধ্যে এককালে হয় অর্থাৎ প্রত্যহ একবার আইসে, তাহাকে অন্যেদ্যুষ্ক কহে। উক্ত জ্বর তৃতীয় দিবসে হইলে অর্থাৎ একদিন পরে একদিন হইলে

তৃতীয়ক জ্বর বলা যায়। আর এ জ্বর চতুর্থ দিবসে অর্থাৎ দুই দিবস অন্তর একদিন প্রকাশ পাইলে চতুর্থ জ্বর বলা যায়।

শিশুগণের পুরাতন জ্বর উপস্থিত হইলে স্বল্পভাগ্যাদি (১) অথবা বৃহদ্ভাগ্যাদি (২) পাচনের ক্বাথ সিকি কাঁচ্চা হইতে এক কাঁচ্চা পরিমাণ দুই বেলা পান করাইবেন। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে বিরেচক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। আর চন্দনাদি লৌহ (৩) সিকি রতি হইতে এক রতি

---

(১) বৃহদ্ভাগ্যাদি পাচন। বামনহাটি, হরিতকী, কটুকী, কুড়, ক্ষেত্রপর্পটী, মুথা, পিপ্পলী, শালপানী, চাকুলে, কণ্টকারী, গোক্ষুরি, বৃহতী, বিল্ব ছাল, সোণা ছাল, গাম্ভারি ছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারি ছাল, শুণ্ঠী, প্রত্যেক ৯ রতি, পাকার্থ জল দেড় পোয়া শেষ দেড় ছটাক।

(২) স্বল্পভাগ্যাদি পাচন। বামনহাটি, মুথা, ক্ষেত্রপর্পটী, ধন্যা, দুরালভা, শুণ্ঠী, চিরাতা, কুড়, বৃহতী, শুলঞ্চ, প্রত্যেক ষোল রতি পাকার্থ জল দেড় পোয়া শেষ দেড় ছটাক।

(৩) চন্দনাদি লৌহ। রক্ত চন্দন, বালা, আকনাদি মূল, বেণার মূল, পিপ্পলী, হরিতকী, শুণ্ঠী, উৎপল অর্থাৎ শুঁধি পুষ্প, আমলা, মুথা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক সমভাগ এই সকল দ্রব্যের সমভাগ লৌহ, জলে মর্দ্দনপূর্ব্বক দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

কিম্বা জ্বরাশনি রস (১) অর্দ্ধ রতি অথবা মহা-জ্বরাঙ্কুশ রস (২) সিকি রতি হইতে এক রতি মাত্রায় শেফালিকা পত্র রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক প্রাতে ও সায়ংকালে সেবন করাইবেন। গুলঞ্চ, ক্ষেত্রপর্পটী ও শেফালিকা পত্র এই তিনখানি দ্রব্য সমভাগে কুটিয়া কদলীপত্র বেষ্টনপূর্ব্বক অগ্নিতে অল্প দগ্ধ করিয়া রাখিবেন। পরদিন প্রাতে তাহার রস ২০।৩০ বিন্দু পরিমাণে কিঞ্চিৎ

(১) জ্বরাশনি রস। পারা, গন্ধক, বিষ, তাম্র, মরিচ, সৈন্ধব প্রত্যেক ১ মাষা, লৌহ ও অভ্র ৬ মাষা, নিশিন্ধাপত্র রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক তিন রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

(২) মহা জ্বরাঙ্কুশ। কর্জ্জলী ১ তোলা, তাম্র ভস্ম, শোধিত হরিতাল, হিঙ্গুল ও স্বর্ণমাক্ষি, লৌহ, বঙ্গ, সোহাগার থই, থপ্পর, মনছাল, শোধিত কাষ্ঠবিষ, অভ্র গেরিমাটি, দন্তীবীজ প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ তোলা, গোঁড়ানেবু, কাঁচা তেতুল ও তুলসী পত্র ইহাদিগের রস, চিতা ও সিদ্ধির ক্বাথ দ্বারা ক্রমশঃ ভাবনা দিবেন এবং উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

ভাবনার নিয়ম। যে কোন শুষ্ক দ্রব্যকে কোন বস্তুর রসে অথবা কাথে প্রত্যহ ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইবেন ও খলে মাড়িবেন এরূপ সপ্তাহ করিলে ভাবনা বলা যায়।

মধু মিশাইয়া পান করাইলেও জীর্ণ জ্বর আরোগ্য হয়। আর বৃহলাক্ষাদি তৈল (১) ও অঙ্গারক তৈল (২) অধিক বয়স্ক জীর্ণ জ্বরিত বালকগণের মস্তক ব্যতিরেকে সর্ব্বাঙ্গে কিছুদিন মর্দ্দন করাইলেও জ্বর আরোগ্য হয়। কফ হীন পুরাতন জ্বরে দুগ্ধ পথ্য অতি প্রশস্ত। শিশু সকল জল পানের উপযুক্ত হইলে পীড়িতাবস্থায় উষ্ণ জল ব্যবস্থা করা উচিত।

(১) বৃহল্লাক্ষাদি তৈল। মূর্চ্ছিত তিল তৈল /৪ সের, লাক্ষা /৮ সের, পাকার্থ জল ১॥৪ সের, পাদাবশেষ ।৬ সের, দধির মাৎ ।৬ সের, কল্ক নিমিত্ত শলুফা, হরিদ্রা, কুড়, মুর্গামূল, রেণুক, কটুকী, যষ্ঠিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুথা, রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা গ্রহণ করিয়া পাক করিবেন। পাক সিদ্ধ হইলে নখী, কর্পূর ও শীলারস প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবেন।

(২) অঙ্গারক তৈল। মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, বৎসরাতীত কাঁজি।৬ ষোল সের, কল্ক নিমিত্ত মুর্গামূল, লাক্ষা, দারু হরিদ্রা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখাল সসা, ব্যাকুড়, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, জটামাংসী, শতমূলী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক পাঁচ তোলা। বৃহল্লাক্ষাদি তৈলের ন্যায় পাক ও গন্ধদ্রব্য জানিবেন। ইহা মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ জ্বর বিনাশ পায়।

রেমিটেণ্ট ফিবর বা স্বল্পবিরাম জ্বর।

ইহাতে রিমিস্যন্ বা স্বল্পবিরাম আছে বলিয়া রেমিটেণ্ট ফিবর বলা যায়। সবিচ্ছেদ জ্বরের ন্যায় ইহার তিন প্রকার অবস্থা আছে, কিন্তু ইহার শীতলাবস্থা প্রায় অনুভব করিতে পারা যায় না।

এ জ্বর মৃদুতা ও প্রবলতারূপে আক্রমণ করিয়া থাকে। যখন মৃদুভাবে আক্রমণ করে, তখন শিশুর পিতা মাতাও রোগসঞ্চারের নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করিতে পারেন না।

লক্ষণ। শিরঃপীড়া, মস্তকভার, অসুস্থতা, ক্ষুধামান্দ্য, বিমর্ষতা, অতিশয় পিপাসা, সামান্য কাস, কম্প, অস্থিরতা, চমকিয়া উঠা, চক্ষু রক্তিমাবর্ণ, রাত্রিকালে নিদ্রার অভাব, চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক; কখন অতিশয় ঘর্ম্ম হয়, তাহাতেও শিশু সুস্থতা পায় না। এ জ্বরের প্রথমাবস্থায় অল্প অল্প বিরেচন বারম্বার হয়, যদি তাহাও না হয়, তবে বিরেচক ভিন্ন সামান্য ভেষজ ব্যবস্থা করিলেও বারম্বার মল নিঃসরণ হয়। কখন কখন প্রথমাবস্থা হইতে কোষ্ঠ বদ্ধ

হইয়া থাকে। কোন কোন সময়ে তরল দুর্গন্ধ আলকাৎরার ন্যায় মল নিঃসরণ হইয়া থাকে।

তন্দ্রা, জিহ্বা শুষ্ক তাহার উভয় পার্শ্বে ও অগ্রভাগে কাঁটার ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদর চাপিলে নরম ও উদরস্থ অন্ত্র সকল বায়ু পূর্ণ থাকে; কখন উদর স্পর্শনে বেদনা বোধ হয় না। কখন কখন ১০।১২ দিনের মধ্যে কটির দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিলে বেদনা বোধ হয়। এ জ্বরের প্রথমাবস্থা হইতে নাড়ীর দ্রুত গতি কখন কখন এত অধিক হয়, যে, চর্ম্মের উষ্ণতা নাড়ীর চাঞ্চল্যের সহিত পরস্পর ঐক্য থাকে না এবং নাড়ীর দ্রুতগতি এক মিনিটে এক শত চল্লিশবার প্রবাহিত হয়। এ জ্বরের বিরাম চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবার কি দুইবার হয়। তৎকালে কতক লক্ষণের হ্রাস হয়। পরে রাত্রিযোগে ব্যক্তলক্ষণ সকল অব্যক্ত লক্ষণের সহিত প্রবল হওয়াতে শিশু আচ্ছন্ন ও শয্যাগত থাকে এবং জ্বরকালে কখন কাহার শারীরিক যন্ত্রে রক্তাধিক্য হয়। প্রথম সপ্তাহে উত্তমরূপ নিদ্রা হয় না। দ্বিতীয় সপ্তাহে কিছুমাত্র হয় না। প্রবল

পিপাসা, প্রলাপ, বর্ণ ফেকাসে। দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে রক্তিমাবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন সকল প্রকাশ পায়। এ পীড়া আরোগ্য হইতে আরম্ভ হইলে, দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে, তৃতীয় সপ্তাহের আরম্ভে, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল হ্রাসতা পাইতে আরম্ভ হয়। তৎকালে কোষ্ঠ পরিষ্কার, মলের স্বাভাবিক বর্ণ, জিহ্বা পরিষ্কার ও আর্দ্র, পিপাসা শান্তি, সন্ধ্যার সময় জ্বরের ভোগ ও লক্ষণাদি ন্যূন হইয়া আইসে। দিন দিন প্রফুল্লতা, মুখের আকৃতি পরিষ্কার ইত্যাদি সুলক্ষণ দৃষ্ট হয়। তিন সপ্তাহের ন্যূন এ রোগের মুক্তি হয় না।

এরূপ জ্বরযুক্ত শিশুরা অতিশয় দুর্ব্বল ও অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া থাকে।

কারণ। প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের অভাব, দন্তোত্থিত সময় স্তন-দুগ্ধ পরিত্যাগ, ক্রিমিরোগ, অজীর্ণতা ও বাল্যাবস্থা ইত্যাদি।

স্বল্পবিরাম জ্বরের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে ডাক্তার গুডিভ ও ডাক্তার বার্চ সাহেবের ব্যবস্থানুসারে সোণামুখী ১ ঔন্স,

শুণ্ঠী অৰ্দ্ধ ড্রাম, লবঙ্গ অৰ্দ্ধ ড্রাম, উষ্ণ জল ১০ ঔন্স, অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবেন, পরে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া ৪ ড্রাম পরিমাণে ছুই বৎসরের বালককে পান করাইবেন। বালকের ১০।১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ১ ড্রাম, ইন্‌ফিউজন সেনা ১ ঔন্স, উভয় একত্র মিশাইয়া দিবেন। আর এক বৎসরের শিশু হইলে বিরেচন জন্য সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ২০ গ্রেণ, সিরাপ জিঞ্জার ১ ড্রাম, পিপারমেণ্ট ওয়াটার ৩ ড্রাম, একত্র মিশইয়া দেওয়া উচিত। কিম্বা উক্ত বয়স্ক বালককে এক চা চামচ পরিমিত এরণ্ড তৈল দেওয়া যাইতে পারে।

জ্বরকালে ঘৰ্ম্ম ও মূত্র করণ জন্য লাইকার এমোনিয়া এসিটেটিস ৪ ড্রাম, নাইট্রেট্ অফ পটাস ২০ গ্রেণ, নাইট্রিক ইথর ১ ড্রাম, সিম্পিল সিরাপ ১ ড্রাম ও পরিষ্কৃত জল ৩ ঔন্স, একত্র মিশাইয়া ৬ মাসের শিশুকে এক চা চামচ পরিনাণে ২ কি ৩ ঘণ্টা পরে উষ্ণ অবস্থায় পান করাইবেন।

এই ঘৰ্ম্মকর ঔষধ সেবনে কপালে বিন্দু

বিন্দু ঘর্ম্ম হওয়াতে জ্বর মগ্ন হইলে ৬ মাসের বালককে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইয়া ও সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সিকি গ্রেণ হইতে অর্দ্ধ গ্রেণ পরিমিত কুইনাইন, প্রত্যেক তিন ঘণ্টায় সেবন করাইবেন। অথবা কুইনাইন ৪ গ্রেণ, নেবুর রস ৪ বিন্দু কিম্বা সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ ডাই-ল্যুট্ ৪ বিন্দু, সিম্‌পল্‌সিরাপ ২ ড্রাম, জল ১ আউন্স, একত্র মিশাইয়া ৮ ভাগের এক ভাগ, ৬ মাসের শিশুকে আর এক বৎসর অথবা দুই বৎসরের শিশুকে ৪ ভাগের এক ভাগ, তিন ঘণ্টা পরে দেওয়া যাইতে পারে।

আর এ জ্বর, ঘর্ম্ম, মূত্র ও বিরেচন দ্বারা মগ্ন না হইয়া দশ বা দ্বাদশ দিবস থাকিয়া টাইফায়েড ফিবরের লক্ষণ উপস্থিত হইলে প্রলাপ, অস্থিরতা, অতিশয় ব্যাকুলতা, জিহ্বা শুষ্ক ও কাঁটা বিশিষ্ট, দন্ত, ওষ্ঠ ক্লেদযুক্ত, দেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ কণ্ডু সকল নির্গত হয়। উহা উদরদেশে বিশেষ প্রকাশ পায়। আর উদরাময় ও অন্ত্রের বিকার জন্মে।

শৈশবাবস্থায় এরূপ জ্বর উপস্থিত হইলে

ইন্‌ফেন-টাইল্ রেমিটেণ্ট ফিবর বা শৈশবীয় স্বল্প বিরাম জ্বর কহে। এ প্রকার জ্বরাবস্থায় উত্তেজক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা কর্ত্তব্য অতএব ডাই-লুট্ হাইড্রো ক্লোরিক্ এসিড্ ১৬ বিন্দু, স্পিরিট ক্লরোফরম ১০ বিন্দু ও ক্যাম্ফর মিক্শ্চর ১ আউন্স, একত্র মিশাইয়া এক চা-চামচ পরিমাণে দুই কি তিন ঘণ্টা পরে পান করাইবেন কিম্বা কার্ব্বনেট্ অফ্ এমোনিয়া ১২ গ্রেণ, স্পিরিট ক্লরোফরম্ অর্দ্ধ ড্রাম, লবঙ্গের ফাণ্ট ৪ আউন্স, একত্র মিশা-ইয়া এক চা-চামচ পরিমাণে দিবসে তিনবার সেবন করাইবেন।

ঐ জ্বরের আরম্ভ সময় হইতে মস্তক ভার থাকিলে অথবা চক্ষুতে কোন প্রকার আলো সহ্য না হইলে শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া মস্তকের উপর সংস্থাপিত করিবেন। যদি মস্তক ভার পেশী সকলের আকর্ষণ ও নিদ্রার ন্যায় ক্লান্তি যুগবৎ প্রকাশ পায় তবে গ্রীবাদেশে ব্লিষ্টর লাগাইয়া উপযুক্ত মাত্রায় ক্যালমেল সেবন করাইবেন। আর মস্তক ভার ও প্রলাপ থাকিলে মস্তকের উপর একখানি ব্লিষ্টর প্রদান

কর্ত্তব্য। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এরণ্ড তৈল, রেউ-চিনি, অথবা সল্ট দ্বারা বিরেচন করাইবেন। তিন চারি বার জ্বর আসাতে শিশু অতিশয় দুর্ব্বল হইলে ৫ বিন্দু ব্রাণ্ডি অথবা এক চা চামচ পরিমিত ওয়াইন্ বা আসব কুইনাইনের সহিত মিশাইয়া দিবেন। জ্বর মুক্তির তৃতীয় দিবসে এরারুট, বার্লি ও সাগুদানা ইত্যাদি লঘু পথ্য ব্যবস্থেয়। আর এ প্রকার জ্বর-রোগে শারীরিক যন্ত্রে রক্তাধিক্য অথবা প্রদাহ হওয়াতে ক্রমশঃ কোল্যাপ্স বা হিমাঙ্গ উপস্থিত হইলে উষ্ণকর ভৈষজ্য সকলের ব্যবস্থা করি-বেন। তজ্জন্য স্পিরিট এমোনিয়া, এরোমেটিক ১৫ বিন্দু, ব্রাণ্ডি ১৫ বিন্দু, ক্লরিক ইথর ১২ বিন্দু, ক্যাম্ফর মিক্শ্চার ৩ ড্রাম, একত্র মিশাইয়া ১ ড্রাম পরিমাণে ৩।৪ বৎসরের শিশুকে অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা পরে পান করা-ইবেন ও মাংসের যূষ, দুগ্ধ ইত্যাদি বলকর পথ্য দিবেন।

স্বল্পবিরাম জ্বরের দেশীয় চিকিৎসা।

স্বল্পবিরাম জ্বর নিদানশাস্ত্র মতে লক্ষণানুসারে বাতশ্লেষ্মিক ও ত্রিদোষিক এই দুই প্রকার হইয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্মিক অবধারিত হইলে নিদানোক্ত লক্ষণ। স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাং ভেদো নিদ্রা গৌরব মেবচ, শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ স্বেদাপ্রবর্ত্তনং। সন্তাপোমধ্য বেগশ্চ বাতশ্লেষ্ম জ্বরাকৃতিঃ॥ আর্দ্র বস্ত্র আচ্ছাদিতের ন্যায় অনুভব গ্রন্থি সকলের বেদনা, নিদ্রা, শরীর ভারাক্রান্ত, মস্তক বেদনা, মুখ ও নাসিকা হইতে জল স্রাব, কাস, অতিশয় ঘর্ম্ম, শরীর তাপযুক্ত, নাড়ীর গতি মধ্যম।

বালক বলিকাগণের বাতশ্লেষ্মিক জ্বর উপস্থিত হইলে এরণ্ড পত্রদ্বারা বালুকার পুঁটুলি উষ্ণপূর্ব্বক মস্তকে মুহুর্মুহুর তাপ দিবেন। অনন্তর পঞ্চকোল (১) পাচনের অথবা

(১) পঞ্চকোল পাচন। পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা, শুণ্ঠী প্রত্যেক ৩২ রতি, পাকার্থ জল দেড় পোয়া, শেষ দেড় ছটাক।

দশমূল (১) পাচনের ক্বাথ, এক কাঁচ্ছা হইতে দুই কাঁচ্ছা পরিমাণে অল্প মরিচচূর্ণের সহিত মিশাইয়া দিন মধ্যে দুইবার পান করাইবেন। আর উদর কামড় কিম্বা কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে আরগ্বধাদি(২) পাচনের ক্বাথ উপযুক্ত মাত্রায় পান করান বিধেয়। আর সৌভাগ্যচিন্তামণিরস (৩)

(১) দশমূল পাচন। শালপাণি, চাকুল্যা, কণ্টকারি, গোক্ষুরী, বৃহতী, বিল্ব ছাল, সোনা ছাল, গাম্ভারি ছাঁল, পারুল ছাল, গণিয়ারি ছাল, প্রত্যেক ১৬ রতি পাকার্থ জল দেড় পোয়া শেষ দেড় ছটাক।

(২) আরগ্বধাদি পাচন। সোঁদালের আটা, পিপুল মূল, মুথা, কটুকী, হরিতকী, প্রত্যেক ৩২ রতি পাকার্থ জল দেড় পোয়া শেষ দেড় ছটাক।

(৩) সৌভাগ্য চিন্তামণি। শুণ্ঠী, বিট, সচল, সাম্ভার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, শোধিত কাষ্ঠবিষ, জীরা, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, আমলা, বহেড়া, হরিতকী, অভ্র, প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে খলে মর্দ্দনপূর্ব্বক ১ তোলা কজ্জলী মিশাইয়া নিশিন্দা পত্র, শেফালিকা পত্র, বাসক পত্র, অপামার্গ, এই সকল দ্রব্যের রসে প্রত্যেক তিন বার করিয়া ভাবনা দিবেন।

অর্দ্ধ রতি হইতে দুই রতি কিম্বা মৃত্যুঞ্জয় (১) সিকি রতি হইতে এক রতি তুলসী পত্র রস, আদ্রক রস, কিম্বা মধু অনুপানে দুই বেলা সেবন করাইবেন। ইহাতে জ্বরের উপশম না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে বেতাল রসের (২) এক রতির তৃতীয় ভাগের এক ভাগ হইতে এক

---

(১) মৃত্যুঞ্জয়ের প্রস্তুত করণ। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাধিকারে দ্রষ্টব্য। কজ্জলী করিবার নিয়ম। শোধিত পারা ও শোধিত গন্ধক, প্রত্যেক সমভাগ লইয়া মৃদুভাবে খলে মর্দ্দন করিবেন। যখন ঘোর কজ্জলের ন্যায় হইবে তখন প্রস্তুত জানিবেন।

(২) বেতাল রস। শোধিত কাষ্ঠবিষ, মরিচ, শোধিত হরিতাল, প্রত্যেক ।০ চারি আনা আদার রসে উত্তমরূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক অর্দ্ধ তোলা পরিমিত কজ্জলী মিশাইয়া ১ রতি হইতে ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

পারদ শোধন বিধি। পারা যত পরিমাণে হউক, তাহাতে রসোনের রস পারার পরিমাণ দিয়া কোমল হস্তে খলে মর্দ্দনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুকাইবেন। রসোনের রস শুষ্ক হইলে পারা বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবেন। গন্ধক শোধন বিধি। জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর হাতা চড়াইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও গন্ধক দিবেন। গন্ধক অগ্নি সন্তাপে যত গলিতে থাকিবে, ততই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবেন, পরে রৌদ্রে শুকাইয়া লইবেন।

হরিতাল শোধন বিধি। অগ্নির উপর হাতা অথবা চাটু স্থাপিত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া হরিতালকে ভাজিয়া

রতি মাত্রায় আদ্রক রস ও মধু অনুপানে দুই বেলা দিবেনও সুপথ্য ব্যবস্থা করিবেন।

স্বল্পবিরামজ্বর লক্ষণানুসারে ত্রিদোষিক অবধারিত হইলে তাহার নিদানোক্ত লক্ষণ—"ক্ষণে দাহঃ, ক্ষণে শীত মস্থি সন্ধি শিরোরুজা। সাশ্রাবে কলুষে রক্তে নির্ভুগ্নে চাপি লোচনে॥ সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ কণ্ঠঃ শূকৈ রিবাবৃতঃ। তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসো রুচিভ্র মঃ॥ পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বা শ্রস্তাঙ্গতাপরং। ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোন্মিশ্রিতস্যচ॥ শিরসো লোচনং তৃষ্ণা নিদ্রানাশো হৃদিব্যথাস্বেদমূত্র-পুরীষাণাং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ॥ কৃশত্বং নাতি গাত্রাণাং প্রততং কণ্ঠকূজনং। কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনং॥ মূকত্বং স্রোতসাং পাকো

লইবেন। হিঙ্গুল শোধন বিধি। হিঙ্গুলকে আমরুল শাকের অথবা নেবুর রসে চারি প্রহর খলে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইলে শোধিত হইয়া থাকে। কাষ্ঠবিষ শোধন বিধি। কাষ্ঠবিষকে গো-মূত্রে দিবারাত্র ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয়, পরে তাহার উপরিস্থ ত্বকসকলকে দূরীভূত করিয়া অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড রূপে ছেদপূর্ব্বক শুকাইবেন।

গুরুত্ব মুদরস্য চ। চিরাৎ পাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাতো জ্বরাকৃতিঃ ॥” ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত, অস্থি, সন্ধি স্থল ও মস্তক বেদনাযুক্ত, চক্ষু আরক্তিম কলুষ বর্ণ ও অশ্রু পূর্ণ হয়। কখন কখন চক্ষু স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় দেখায়, কর্ণদ্বয় বেদনা ও শব্দবিশিষ্ট কণ্ঠ, ধান্যাদির অগ্র ভাগ দ্বারা আবৃত বোধ হয় এবং তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম অর্থাৎ চক্রারুঢ়ের ন্যায় ভ্রমদ্বস্তুর দর্শন, জিহ্বা দগ্ধের ন্যায় ও গো-জিহ্বার ন্যায় হইয়া থাকে। কফ মিশ্রিত রক্তপিত্তের নিষ্ঠীবন মস্তক চালনা, তৃষ্ণা, নিদ্রা হয় না। হৃদয়ে বেদনা, ঘর্ম্ম, মূত্র ও মল অনেক বিলম্বে অল্প অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লেষ্মাদির আধিক্য থাকাতে শরীর কৃশ দেখায় না। অবিরত কণ্ঠধ্বনি, শ্যাব ও রক্ত বর্ণ মণ্ডলাকার চিহ্ন সকল দেহ মধ্যে প্রকাশ পায়। রোগী বোবা কখন অল্প ভাষী শ্রোতসের পাক অর্থাৎ শ্রোতবহা নাড়ী সকল শুষ্ক হইয়া যায়। উদরের ভার অনেক বিলম্বে দোষের পাক হইয়া থাকে ; এই সকল লক্ষণ সান্নিপাতিক জ্বরে ঘটিয়া থাকে।

ত্রিদোষিক জ্বর শিশুকে আক্রমণ করিলে বাতশ্লৈষ্মিকজ্বরের ন্যায় বালুকা স্বেদের ব্যবস্থা করিবেন। অনন্তর অষ্টাদশাঙ্গ (১) পাচনের ক্বাথ এক কাঁচ্চা হইতে দুই কাঁচ্চা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া দিন মধ্যে দুইবার পান করাইবেন। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এই পাচনের ক্বাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় তেউড়ী চূর্ণ মিশাইয়া দিবেন এবং রোগীর বক্ষঃস্থল ও গল-দেশের অভ্যন্তরে সঞ্চিত শ্লেষ্মা অথবা কাস থাকিলে অষ্টাঙ্গাবলেহেরচূর্ণ(২) মধু কিম্বা আদার রসের সহিত বারম্বার অবলেহ করাইবেন।

চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে তুলসী পত্র রস দুই তিন বিন্দু অথবা মনসা পাতার অঞ্জন করিয়া চক্ষু মধ্যে দিবেন। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরাধিকারে

---

(১) অষ্টাদশাঙ্গ পাচন। চিরাতা, দেবদারু, শালপাণি, চাকুল্যা, কণ্টকারি, গোক্ষুরী, বৃহতী, বিল্ব ছাল, সোনা ছাল, গাম্ভারি ছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারি ছাল, শুণ্ঠী, মুথা, কটুকী, ইন্দ্রযব, ধন্যা, গজপিপ্পলী, প্রত্যেক ৯ রতি পাকার্থ জল দেড় পোয়া শেষ দেড় ছটাক। প্রক্ষেপ মধু চল্লিশ বিন্দু।

(২) অষ্টাঙ্গাবলেহচূর্ণ। কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা এই ৮ দ্রব্য সমভাগে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবেন।

মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি যে সকল ভৈষজ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে সেই সকল ভৈষজ্য ত্রিদোষিক জ্বরে উল্লিখিত নিয়মে উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবস্থেয়। শিশুদিগের বাতশ্লৈষ্মিক অথবা ত্রিদোষিক জ্বরে শ্লেষ্মাধিক্য বোধ হইলে গোরোচনা মহোপকারী বলিয়া অনেক চিকিৎসক মহাশয়েরা তাহার অর্দ্ধ রতি হইতে ১ রতি পরিমাণে কালমেঘের রসের সহিত সেবন করাইয়া থাকেন। কখন কখন উপরিউক্ত দুই প্রকার জ্বরে মকরধ্বজ কিম্বা মৃগনাভি উপযুক্ত মাত্রায় মধু দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

আর অধিক বয়স্ক বালক বালিকাদিগের বাতশ্লৈষ্মিক অথবা ত্রিদোষিক জ্বর অন্যান্য জ্বরঘ্ন ঔষধ দ্বারা নিবৃত্ত না হইয়া বৃদ্ধি পাইলে কিম্বা তাহাতে নাড়ীর কোন দোষ থাকিলে উপযুক্ত মাত্রায় সুচিকা ভরণ (১) ডাব নারিকেলের জল

(১) সুচিকা ভরণ। কজ্জলী দ্বিভাগ, খপ্পর, অভ্র, কাষ্ঠবিষ, সর্পবিষ, প্রত্যেক সমভাগ। মৎস্য, মহিষ, বরাহ, ময়ূর, ছাগ, ইহাদিগের পিত্তের ভাবনা দিয়া শর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিবেন অনুপান ডাব নারিকেলের জল।

সর্পবিষ শোধন বিধি। দ্বিভাগ বিশুদ্ধ শার্ষপ তৈলে সর্পবিষ নিক্ষেপপূর্ব্বক রৌদ্রে শুকাইবেন।

দিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক সেবন করাইবেন। অনন্তর ঔষধের গুণাগুণ বিবেচনাপূর্ব্বক রোগীর কণ্ঠদেশে ও তালু প্রদেশে কিঞ্চিৎ শার্ষপ তৈল লাগাইবেন ও মধ্যে মধ্যে অল্প মাত্রায় ডাব নারিকেলের জল পান করাইবেন। এই উপায়ে কত শত রোগী মৃত্যু মুখ হইতে নিস্তার পাইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্প্লীনাইটিস্ বা প্লীহারোগ।

প্লীহাতে পুরাতন প্রদাহ সচরাচর হয়। এ রোগ আবাল বৃদ্ধকে আক্রমণ করে কিন্তু বাল্যাবস্থায় অধিকাংশ ঘটিয়া থাকে।

লক্ষণ। বাম কক্ষ দেশ চাপিলে বেদনা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল রক্তের প্রধানাংশ শ্বেত কণা সকল ও রক্তবর্ণ কণা সমস্ত অল্প হইয়া রক্ত পাতলা হওয়াতে রোগী রক্তহীন সিতাভ অর্থাৎ ফেকাসে বর্ণ হয়, ইহার সহিত পালা জ্বর থাকে। কারণ—বাল্যাবস্থা, মেলেরিয়া বায়ু, পালাজ্বর ইত্যাদি।

পীড়ার ফল। এ রোগ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া থাকিলে শরীর অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ও আমাশয়, রক্তামাশয়, শোথ এবং প্রদাহ প্লীহার অন্ত্রাবেষ্টনে থাকিলে উদরী রোগ জন্মে।

প্লীহার ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

২।৩ বৎসরের বালকবালিকাগণের এ রোগ উপস্থিত হইলে বলকর, মৃদুবিরেচক ও জ্বরঘ্ন ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করিবেন। তজ্জন্য হিরাকস ১ গ্রেণ, রেউ চিনি চূর্ণ ৩ গ্রেণ, কুইনাইন ৩ গ্রেণ, শুণ্ঠী চূর্ণ ৩ গ্রেণ, একত্র মিশাইয়া তিনটি পুরিয়া করিবেন। এক একটি পুরিয়া জ্বরমগ্নকালে দিন মধ্যে দুই তিন বার দিবেন। যদি ইহার দ্বারা দিবারাত্র মধ্যে দুই বারের অধিক বিরেচন হয় তবে রেউ চিনি রহিত করিয়া দিবেন। আর প্লীহা স্থানে হাইড্রো পটাসের অথবা আইওডিনের মলম দুইবার মর্দ্দন করিবেন।

এ প্রকার চিকিৎসা দুই তিন সপ্তাহ অথবা মাসাবধি করিলে উপকার দর্শে। প্লীহা বড়

হইলে পারদ ঘটিত ভেষজ কদাচ ব্যবহার করি-
বেন না, ইহাতে জীবন বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

অনেক চিকিৎসক মহাশয়েরা প্লীহা রোগে এট্কিন্ সিরপ্ কিম্বা সিরপ্ ল্যাক্টেট্ অফ আইরন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

প্লীহারোগের দেশীয় চিকিৎসা।

প্লীহারোগাক্রান্ত শিশুদিগকে গুড়পিপ্পলী(১) ৫ রতি হইতে ১০ রতি কিম্বা লোকনাথ রস(২) সিকি রতি হইতে এক রতি পরিমাণে মধু

---

(১) গুড়পিপ্পলী প্রস্তুত করণ। বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, বিট-সৈন্দব, করকচ, স্বায়ম্ভর, সচল, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, যবক্ষার, সমুদ্র ফেণা, চিতামূল, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, কুমাণ্ডলতা, ক্ষার, তাল মোচক্ষার, অপামার্গক্ষার, তেঁতুলছালক্ষার, এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে যে ওজন হইবে সেই পরিমিত পিপ্পলীচূর্ণ হইবে। উভয়ের তুল্য পুরাতন গুড় লইয়া ঐ সমস্ত চূর্ণসহকারে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবেন। ভক্ষণ ৪ চারি মাষা, বালকের পক্ষে এক আনা। অনুপান নেবুর রস। ইহা সেবনে দারুণ প্লীহা, কামলা, পাণ্ডুরোগ, জীর্ণজ্বর নাশ হয়। ইহা বালকের প্লীহার মহৌষধ জানিবেন।

(২) লোকনাথ রস। কজ্জলী ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, কড়ি ভস্ম ৩ তোলা, তাম্বল রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবেন।

অনুপানে দুই বেলা সেবন করাইবেন। বালকের কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি সর্ব্বদা মনোযোগ রাখিবেন। অনেকে গোমূত্র অথবা গাণ্ডারের মূত্র অল্প মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতে পান করাইয়া থাকেন। কেহ কেহ শোধিত মূলতানি হিঙ্গু সিকি রতি হইতে অর্দ্ধ রতি মাত্রায় সেবন করাইয়া থাকেন।

জণ্ডিস্ বা পাণ্ডুরোগ।

লোকে ইহাকে সচরাচর নেবা বলিয়া থাকে। কখন কখন বালকবালিকাগণ জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই হরিদ্রা বর্ণ হয়। ইহা চক্ষুর শুভ্রাংশে বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। নবপ্রসূত বালকবালিকাদিগের অন্ত্রের উপরি ভাগস্থ শ্লৈষ্মিকঝিল্লী সকল একত্রীভূত হইয়া পিত্তনালীকে রোধ করাতে এ রোগ উৎপন্ন হয়। কোন কোন বিচক্ষণ ডাক্তার মহাশয়েরা অধিক বয়স্ক বালক, যুবা ও বৃদ্ধের পাণ্ডুরোগের অবস্থা এ প্রকার নিরূপিত করিয়াছেন। যে

যকৃৎ হইতে উৎপন্ন যে পিত্ত তাহা শোষক শিরা দ্বারা শোষিত হইয়া শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়। ঐ পিত্ত মিশ্রিত রক্ত সকল সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হওয়াতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সমুদয় পাণ্ডু বর্ণ হইয়া থাকে।

লক্ষণ। ত্বক্, চক্ষু, নখ ও মূত্র হরিদ্রা বর্ণ, পিত্তের অভাব জন্য মল ফ্যাকাশে বর্ণ হয়। এ ব্যাধির উপশম হইলেও ত্বক্, চক্ষু ও নখ হরিদ্রা বর্ণ থাকে। কেননা চক্ষু ও নখ স্বাভাবিক শুভ্র বর্ণ, ইহারা কোন কারণ বশতঃ বর্ণান্তরিত হইলে শীঘ্র স্বাভাবিক বর্ণ হয় না। এ রোগাক্রান্ত শিশু সকল কখন কখন দৃশ্য বস্তু সকল হরিদ্রা বর্ণ দেখিয়া থাকে। আর পাণ্ডু রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে ব্লিষ্টর লাগাইলে সেই ক্ষত হইতে নির্গত রসাদিও হরিদ্রা বর্ণ দেখা যায়। সর্ব্বদাই আলস্য ও আবল্য, উদর ভার, দক্ষিণ কক্ষদেশে বেদনার সঞ্চার, ক্ষুধা মান্দ্য, বমনেচ্ছা, ত্বকের উপর চুলকায় ইত্যাদি।

কারণ। শীতলতা, দীর্ঘকাল উষ্ণসেবা, তেজস্কর বস্তু ভোজন, যকৃতে প্রদাহ, মন্দ বায়ু,

পিত্তাশয়ে পিত্তাধিক্য, স্থূলান্ত্রমধ্যে কঠিন মলের সংস্থিতি ইত্যাদি।

পাণ্ডুরোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

তিন চারি বৎসরের শিশুগণ পাণ্ডুরোগাক্রান্ত হইলে লাইকোয়ারট্যারাকসিকম্ ১৫ বিন্দু, ডাইলুট নাইট্রো মিউরেটিক এসিড্ ১৫ বিন্দু, ভাইনম্ ইপিকেক ওয়ানহা ৯ বিন্দু, ইন্‌ফিউজন কলম্ব ৩ ড্রাম, একত্র মিশাইয়া এক চা চামচ পরিমাণে দিন মধ্যে দুই তিন বার পান করাইবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে হাইড্রাজ কমক্রিটা অর্দ্ধ গ্রেণ, ইপিকেক ওয়ানহাচূর্ণ ১ গ্রেণের ৬ ভাগের ১ ভাগ, বাইকার্ব্বনেট অফ সোডা ১ গ্রেণ, একত্র মিশাইয়া রজনীযোগে শয়নকালে সেবন করাইয়া পরদিন প্রাতে পরিমিত মাত্রায় এরণ্ড তৈল পান করাইবেন। অনন্তর বেঞ্জয়িক এসিড ২।৩ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করান কর্ত্তব্য। ইহাতে উপশম না হইলে যকৃতের উপর একখানি ব্লিষ্টর সংলগ্ন করিয়া থাকেন।

নিদান শাস্ত্রে পাণ্ডুরোগ পাঁচ প্রকার নির্দ্দিষ্ট

আছে। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, এবং মৃদভক্ষণ জনিত।

"নিদানোক্তপাণ্ডুরোগের কারণ।" তীক্ষ্ণ, অম্ল, ও লবণাদি রস বিশিষ্ট দ্রব্যসেবন দ্বারা এবং দিবা নিদ্রা, মদ্যপান ও ব্যায়াম দ্বারা দুষ্টদোষ রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বক্‌কে পাণ্ডু বর্ণ করে। এ রোগাক্রান্তশিশু সকলকে ফলত্রিকাদিপাচনের (১) অথবা অমৃতাদিপাচনের (২) কাথ এক কাঁচ্চা হইতে দুই কাঁচ্চা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া দিন মধ্যে দুই তিনবার পান করাইবেন। আর ঘলঘসিয়াঘাসেররসেঅঞ্জন করিয়া চক্ষুতে লাগাইলে চক্ষুর পাণ্ডুরতা দূরীভূত হয়, এবং

(১) ফলত্রিকাদিপাচন। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গুলঞ্চ, বাসকছাল, শুণ্ঠী, চিরাতা, নিমছাল প্রত্যেক বিংশতি রত্তি পাকার্থ জল দেড় পোয়া শেষ দেড় ছটাক।

(২) অমৃতাদি পাচন। গুলঞ্চ, বাসকছাল, পলতা, মুথা, দাড়িম ছাল, খদির কাষ্ঠ, শ্যামালতা নিম্ পাতা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, প্রত্যেক ১৬ রত্তি, পাকার্থ জল দেড় পোয়া শেষ দেড় ছটাক।

ত্রিকত্রয়াদিলৌহ (১) দুই তিন রতি মাত্রায় মধু অনুপানে দুই বেলা সেবন করাইবেন ও লঘু পথ্য দিবেন।

অসাধ্য লক্ষণ। যাহার চক্ষু, দন্ত, ও নখ পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং দৃশ্যপদার্থ সকল পাণ্ডুবৎ দর্শন হয় সে পাণ্ডুরোগীর নিশ্চয় মৃত্যু হয়।

হেপাটাইটিস বা যকৃৎপ্রদাহ।

ইহা নূতন ও পুরাতন অবস্থাভেদে দুই প্রকার হয়।

নূতনযকৃৎপ্রদাহের লক্ষণ। দক্ষিণ কক্ষদেশ

(১) ত্রিকত্রয়াদিলৌহ। শুদ্ধমণ্ডুর, গব্যঘৃত, চিনি, মধু, প্রত্যেক ৮ তোলা। পিপ্পল, শুঠি, মরিচ, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, কান্তি লৌহ, প্রত্যেক ১ তোলা।

পাকের নিয়ম। ঘৃত, চিনি ও মণ্ডুর লৌহপাক-পাত্রে চড়াইয়া চিনির পাক কিঞ্চিৎ শক্ত হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া অবশিষ্ট দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ তাহাতে দিবেন। পরে মধু মিশাইয়া নাড়িতে নাড়িতে সন্দেশের ন্যায় কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে পাক সিদ্ধি জানিবেন। যুবা প্রভৃতির পক্ষে দশরতি, অনুপান মধু। বালকের পক্ষে দুই চারি রতি ব্যবস্থেয়।

চাপিলে বেদনা, প্রবলজ্বর, নাড়ী, দ্রুতগতি ও কঠিনা, বমনেচ্ছা, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, আলস্য শিরোবেদনা, কাস, রোগী বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না, কখন কখন দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা যকৃৎপ্রদাহের সহিত পাণ্ডুরোগ বর্ত্তমান থাকিতে পারে তাহা চক্ষুর শুভ্রাংশে হরিদ্রাবর্ণ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। তৎকালে মূত্রও হরিদ্রাবর্ণ দৃষ্ট হয়। যকৃৎপ্রদাহ পুরাতন হইলে নূতন অবস্থার লক্ষণ সকল হ্রাস পাইয়া থাকে।

কারণ। শীতলতা, উষ্ণতা, যকৃৎস্থলে গুরু-তর আঘাত, কখন কখন আমাশয় ও রক্তা-মাশয় আদি রোগের সহবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী হইতে পারে।

নূতনযকৃৎপ্রদাহের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

এ রোগে ৩। ৪ বৎসরের বালকবালিকা-দিগের কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে হাইড্রাজকমক্রিটা সিকিগ্রেণ, বাইকার্ব্বনেটঅফসোডা ১ গ্রেণ, ইপিকেকওয়ানহাচূর্ণ ১ গ্রেণের ৬ ভাগের এক ভাগ, একত্র মিশাইয়া রজনীযোগে শয়নকালে

সেবন করাইয়া পরদিন প্রাতে ৩ ড্রাম পরিমিত এরণ্ডতেল কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পান করাইবেন। অনন্তর যকৃতের উপর উষ্ণ জল স্বেদ কিম্বা মসিনার পুল্‌টিস্‌ দিবেন। এ উপায়ে যকৃতের প্রদাহ খর্ব্ব হইলে তথায় টিঞ্চর-আইওডিন অথবা ব্লিষ্টরের ব্যবস্থা করিবেন। আর জ্বরমগ্নকালে কুইনাইন ৩ গ্রেণ, ডাইলুট্‌ নাইট্রোমিউরেটিক এসিড্‌ ৬ বিন্দু, মিউরেট্‌ অফ এমোনিয়া ৬ গ্রেণ, টিঞ্চর সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড ৯ বিন্দু, পরিষ্কৃত জল ৩ ড্রাম, একত্র মিশাইয়া একচাচামচ পরিমাণে তিন ঘণ্টা পরে পান করাইবেন ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন। অনেকে এ রোগে পারদ ঘটিতঔষধ ও ট্যারাক্‌সিকম ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

যকৃৎপ্রদাহ পুরাতন হইলে উপযুক্ত ভৈষজ্য দ্বারা প্রতীকার করিবেন।

যকৃৎপ্রদাহ বা যকৃদ্রোগের দেশীয় চিকিৎসা।

৩। ৪ বৎসরের বালকবালিকাগণের এ রোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিরেচকভৈষজ্য দ্বারা

কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইবেন ও যকৃতের উপর উষ্ণজলস্বেদ দিবেন।

অনন্তর লোকনাথরস (১) অথবা যকৃদরিলৌহ (২) সিকিরতি হইতে অর্দ্ধ রতি পরিমাণে পানের রস কিম্বা মধু অনুপানে দুই বেলা সেবন করাইবেন ও সুপথ্য ব্যবস্থা করিবেন।

ডিস্পেপ্সিয়া বা অজীর্ণ রোগ।

এ রোগ কোন আহারীয়দ্রব্য পরিপাক না হইলে জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ। শিশুসকল স্তনদুগ্ধপানের জন্য সর্ব্বদা রোদন করে। যত স্তনদুগ্ধপান করিতে থাকে তাহা পরিপাক না হওয়াতে রোগের বৃদ্ধি

---

(১) লোকনাথ রস। প্লীহাধিকারে দৃষ্ট করিবেন।

(২) যকৃদরি লৌহ। লৌহ, অভ্র, প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃততাম্র ২ তোলা, পাতিনেবুবৃক্ষের মূলেরছাল চূর্ণ ও মৃগচর্ম্মভস্ম প্রত্যেক ৮ তোলা, একত্র মিশাইয়া জলে মর্দ্দনপূর্ব্বক নবগুঞ্জা প্রমাণ বটিকা করিবেন। অনুপান চূনের জল।

হয়। কখন বমনোদ্রেক কখন অজীর্ণ ও পাতলা মল নির্গত হইতে থাকে। উদরের কামড় ও স্ফীততা নাড়ীর গতি কখন প্রবল কখন মৃদু, ক্ষুধামান্দ্য কখন ভোজনের প্রতি অতিশয় আকাঙ্ক্ষা কখন অতিশয় দুর্গন্ধ উদ্গার উঠিতে থাকে।

কারণ। দূষিতস্তনদুগ্ধপান, কুভক্ষ্যভোজন, অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ, অন্যান্য যন্ত্রের সহিত পাকস্থলীর-সংযোগ, ক্রিমিরোগ, ও অম্লদোষ ইত্যাদি।

অজীর্ণ রোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

৩। ৪ বৎসরের বালক বালিকারা এ রোগাক্রান্ত হইলে বলকর ও আগ্নেয় ঔষধ দ্বারা প্রতীকার করিবেন অতএব কলম্ব চূর্ণ ৬ গ্রেণ, বাইকার্ব্বনেটঅফসোডা ৩ গ্রেণ, রেউচিনি চূর্ণ ৩ গ্রেণ ও এরোমেটিকপাউডর ৩ গ্রেণ একত্র মিশাইয়া তিনটী পুরিয়া করিবেন এক একটী পুরিয়া দিনমধ্যে দুই কি তিন বার সেবন করাইবেন। আর অম্লদোষে এ রোগ উৎপন্ন হইলে পেপসিনচূর্ণ ৬ গ্রেণ, ট্রিট-নাইট্রেটঅফবিসমথ ২ গ্রেণ ও অইল

এনিসিড ২ বিন্দু, একত্র মিশাইয়া দুইটী পুরিয়া করিবেন এক একটী পুরিয়া দিন মধ্যে দুই বার সেবন করাইবেন। ক্রিমি জন্য এ রোগ উপস্থিত হইলে ক্রিমিনাশক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য স্যাণ্টোনাইন সিকি গ্রেণ হইতে অর্দ্ধ গ্রেণ পরিমাণে কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া সেবন করাইবেন ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন।

অজীর্ণ রোগের দেশীয় চিকিৎসা।

নিদানোক্ত অজীর্ণ রোগের কারণ। "অত্যম্বুপানাৎ বিষমাশনাচ্চ সংধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ। কালেঽপিসাত্ম্যং লঘুচাপি ভুক্তমন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য॥" অধিক জলপান বিষমাশন অর্থাৎ ক্ষীরমৎস্যাদিভক্ষণ মলমূত্রাদির বেগ ধারণ দিবা নিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ হইতে মনুষ্যগণের নিয়মিত সাময়িক এবং লঘু আভ্যাসিক আহার ও পরিপাক হয় না।

তিন চারি বৎসরের বালকবালিকাদিগের এ রোগ উপস্থিত হইলে হিঙ্গ্বষ্টকবটিকা (১)

---

(১) হিঙ্গ্বষ্টক। শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, বনযমানী

অথবা অগ্নিকুমারবটিকা (১) সিকি রতি হইতে অর্দ্ধ রতি পরিমাণে জল কিম্বা নেবুর রসের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক সেবন করাইবেন। আর ধান্যশুণ্ঠী (২) পাচনের কাথ সিকি কাঁচ্ছা হইতে অর্দ্ধ কাঁচ্ছা পরিমাণে পান করাইলেও উপকার হইতে পারে। যদি অন্নদোষ প্রযুক্ত এ রোগ উৎপন্ন হয় তবে কড়িভস্ম কিম্বা শঙ্খভস্ম ২। ৪ রতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া সেবন করাইবেন ও সুপথ্য দিবেন।

সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শোধিতহিঙ্গু, প্রত্যেক সমভাগ সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া পাতিনেবুর রসে চারি প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

(১) অগ্নিকুমাররস। সোহাগারখই ১ তোলা কজ্জলী ২ তোলা শোধিতকাষ্ঠবিষ, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, প্রত্যেক ৩ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পাতিনেবুর রসে একত্র চারি প্রহর মর্দ্দন করিয়া গুঞ্জা প্রমাণ বটিকা করিবেন।

(২) ধান্যশুণ্ঠী পাচন। ধন্যা, শুণ্ঠী, প্রত্যেক ২ তোলা পাকার্থ জল দেড় পোয়া শেষ দেড় ছটাক।

ওয়ারমস্ বা ক্রিমি সকল।

ইহারা ত্বগ্‌জ ও অন্তরস্থ ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে।

প্রথম ত্বগ্‌জ ক্রিমি। ইহারা শরীরের বহির্ভাগে জন্মে। যেমন উকুন ইত্যাদি ইহাদিগের বিবরণ অনাবশ্যক দ্বিতীয় অন্তরস্থ ক্রিমি ইহারা উদরস্থঅন্ত্রাদিতে থাকে ও নামানুসারে চারি প্রকারে বিভক্ত হয়। প্রথম এস্কেরিডিস। ইহারা অতিক্ষুদ্র প্রায় সর্ব্বদা মল দ্বারে অবস্থান করে ও বাল্যাবস্থায় অধিক জন্মে। দ্বিতীয় লম্ব্রি সাই। ইহাদিগের আকৃতি মৃত্তিকাস্থিত কিঞ্চুলিকার ন্যায় ইহারা কিঞ্চিৎকাল, দীর্ঘ ও স্থূল এবং সচরাচর অন্ত্রে অবস্থিতি করে কখন উদর, গলনলী ও গলার উপরেও আসিয়া থাকে। এ প্রকার ক্রিমিসকল সিকম্ বা অন্ধান্ত্রেতে সর্ব্বদা অবস্থান করে। চতুর্থ টিনিয়া। ইহাকে ইংরাজি ভাষায় টেপ্‌ওয়ারম কহিয়া থাকে। ইহারা দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। প্রথম টিনিয়া সোলিয়ম। ইহারা অধিক লম্বা হইয়া থাকে ইহাদিগের দেহমধ্যে গ্রন্থি সকল দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় টিনিয়া লেটা। ইহারা টিনিয়া সোলিয়ম জাতীয় সকলের ন্যায় দীর্ঘ হয় না কিন্তু ইহাদিগের দীর্ঘতা ১২ হইতে ১৫ ফিট পর্য্যন্ত হইতে পারে।

কারণ। অপরিষ্কৃতজলপান, মন্দবায়ু, দুর্ব্বলতা, বাল্যাবস্থা, কুৎসিতভোজন ইত্যাদি।

লক্ষণ। স্বাভাবিকবর্ণের বৈলক্ষণ্য হইয়া কিঞ্চিৎ পাণ্ডাস বর্ণ হয়, শরীর কৃশ, উদর কামড়, ক্ষুধামান্দ্য, বমন ও বমনেচ্ছা, মলদ্বার ও নাসিকার কণ্ডুয়ন, মুখমধ্যে জল উঠে, অস্থিরতা, নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠা, দন্ত কিড়মিড়, অনিয়মিতজ্বর, উদরকামড়, নাড়ীর চাঞ্চল্য ইত্যাদি।

ক্রিমি রোগের ইয়রোপীয় চিকিৎসা।

এ রোগ নিবারণজন্য ক্রিমিনাশক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করিবেন। তজ্জন্য স্যাণ্টোনাইন সিকি গ্রেণ হইতে এক গ্রেণ পরিমাণে কিঞ্চিৎ চিনির সহিত সেবন করাইবেন। অথবা ওয়ারম বনবনের অর্দ্ধাংশ বা একটী, বয়স বিবেচনা পূর্ব্বক ভক্ষণ করাইবেন। কেহ কেহ এরণ্ডতৈল ২ ড্রাম ও টার্পিনতৈল ১ ড্রাম উভয় একত্র মিশাইয়া

দুগ্ধ বা জলের সহিত বয়স বিবেচনা পূর্ব্বক পান করাইয়া থাকেন। আর যে সকল শিশুগণের ক্রিমির ধাতু অর্থাৎ স্বভাবতই ক্রিমি জন্মিয়া থাকে তাহাদিগের পক্ষে কার্ব্বনেট অফ আই-রণ বিশেষ উপকারী হয়। যদি ফীতার ন্যায় ক্রিমি হয় তবে দাড়িম্বমূলের ছালের ক্বাথ(১) সিকি কাঁচ্ছা পরিমাণে দিবে।

ক্রিমি রোগের দেশীয় চিকিৎসা।

ক্রিমিরোগের নিদানোক্তকারণ। "অজীর্ণ ভোজী মধুরাম্লনিত্যো দ্রবপ্রিয়ঃ পিষ্ঠগুড়োপভোক্তা। ব্যায়াম বর্জী চ দিবা শয়ানো বিরুদ্ধ ভুক সংলভতে ক্রিমীংশ্চ।" যে ব্যক্তি আহা-রীয়দ্রব্যসকল উত্তমরূপ জীর্ণ না হইলে ভোজন করে ও প্রত্যহ মধুর ও অম্ল দ্রব্য-ভোজন করে পিষ্ঠক্ ও গুড়ভক্ষণেরত এবং যে ব্যক্তি কোন শ্রমজনক কার্য্য না করে ও দিবা নিদ্রা গিয়া থাকে এবং ক্ষীরসহ মৎস্যাদি আহার করে ইত্যাদি কারণে ক্রিমি উৎপন্ন হয়।

(১) দাড়িম্বমূলেরছাল ১ তোলা, জল ।।০ পোয়া পাক করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইবে।

বালকগণের ক্রিমি রোগে বিড়ঙ্গাদি পাচনের ক্বাথ এক কাঁচ্ছা মাত্রায় পান করাইবেন। আর নিম্নলিখিত মুষ্ঠিযোগ দ্বারা ক্রিমি রোগের দমন হইতে পারে। পালিধাপত্ররস চারি আনা ১০ বিন্দু মধু প্রক্ষেপ অথবা খেজুর পত্ররস এক কাঁচ্ছা এক রতি লবণ প্রক্ষেপ অথবা আনারসপত্ররস এক কাঁচ্ছা কিঞ্চিৎ চূণেরজলপ্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবেন। আর সোমরাজ, পলাশপাপড়া ও বিড়ঙ্গ ইহা-দিগের মধ্যে প্রত্যেক দ্রব্য সেবন করিলে এ রোগের উপশম হইতে পারে। ক্রিমিরোগ পুরাতন হইলে বিড়ঙ্গাদিঘৃত (২) এক আনা হইতে দুই আনা পরিমাণে দুগ্ধের সহিত প্রতি দিন প্রাতে পান করাইবেন।

---

(১) বিড়ঙ্গাদিপাচন। বিড়ঙ্গ, সোমরাজ, পলাস প্যপড়া, ইন্দ্রযব, চিরাতা, কটুকী প্রত্যেক ২৭ রতি পাকার্থ জল দেড় পোয়া শেষ দেড় ছটাক।

(২) বিড়ঙ্গাদিঘৃত। ত্রিফলা প্রত্যেকে ১৬ পল, বিড়ঙ্গ ১৬ পল পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতামূল, শুণ্ঠী এই পাঁচখানি দ্রব্য প্রত্যেক ৩ পল, ২ তোলা, ৩ মাষা। দশমূল প্রত্যেক ১২ তোলা, ৬ মাষা, পাকার্থ জল ১৷৷৪ সের, শেষ ।৬ সের।

ডায়ারিয়া বা অতীসার।

ক্ষুদ্রান্ত্রদিগের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী উত্তেজিত হইলে অতীসার উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ। জলবৎ মল বারম্বার নির্গত হয়, তাহা পরিমাণে অল্প কখন অধিক কখন আম ও ফেণযুক্ত কখন শুভ্র ও শাকবর্ণ কখন মৃত্তিকা ও হরিদ্রা বর্ণ হয়। উদরের কামড়, বেদনা, স্ফীততা, দৌর্ব্বল্য, পিপাসা, কৃশতা ইত্যাদি।

কারণ। কুভক্ষ্য ভোজন, ঋতুপরিবর্ত্তন, দন্তোত্থিতসময়, ক্রিমিরোগ, কুস্থানেবাস, বাল্যাবস্থা ইত্যাদি।

এ রোগে তিন চারি বৎসরের শিশুর জলবৎ ভেদ বারম্বার হইলে শোধিতখড়িমৃত্তিকা চূর্ণ, এরেবিকগঁদচূর্ণ ও বিস্মথ্, এই তিনখানি দ্রব্য প্রত্যেক ১ গ্রেণ পরিমাণে মিশাইয়া প্রত্যেক দুই ভেদের পর সেবন করাইবেন।

ঘৃত ৩২ পল, কল্কার্থ সৈন্ধব ১৬ পল, পাক সিদ্ধি হইলে চিনি ৮ পল প্রক্ষেপ দিবেন। বৈদ্য মতে ৮ তোলায় পল ও ৬৪ তোলায় /১ সের হয়।

অথবা চকমিক্‌শ্চার(১) ১ আউন্স, টিঞ্চর কাইনো ১ ড্রাম, এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশাইয়া এক-চা চামচ পরিমাণে উক্ত নিয়মে পান করাইবেন। ইহাতে রোগের উপশম না হইলে এসেন্স ক্যাম্ফর ২ বিন্দু অথবা ৩।৪ বিন্দু ক্লরো-ডাইন কিঞ্চিৎ জলের সহিত প্রত্যেক দুই ভেদের পর পান করাইবেন ও এরারুট জলের সহিত পাক করিয়া পথ্য দিবেন। অনেকে অতীসার রোগে পল্বক্রিটাএরোমেটিক্, পল্বক্রিটাএরোমে-টিককম ওপিয়াই, ডোবর্সপাউডর, গ্যালিক এসিড ও কম্পাউণ্ডপাউডরকাইনো, উপযুক্তমাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যদি বিবিধঔষধ সেবনে রোগের উপশম না হইয়া জলবৎ ভেদ সর্ব্বদা হইতে থাকে তবে ফটকিরি অর্দ্ধ ড্রাম, লডেনম ৬ বিন্দু, জল ২ আউন্স, একত্র মিশাইয়া মলদ্বারে পিচকারি দ্বারা দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রয়োজনবশতঃ

(১) চকমিক্‌শ্চার। শোধিতখড়িমাটি অর্দ্ধ আউন্স, মিছিরি ৩ ড্রাম, এবেবিকগঁদেরপানীয় ১॥ আউন্স, ওযাটর অফ সিনেমন্ অর্থাৎ দালচিনিব আরক ১৮ আউন্স একত্র মিশাইয়া লইবে।

পুনরায় দেওয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ পঞ্চম-বর্ষীয় বালকবালিকাগণের পুরাতনঅতীসাররোগে অক্সাইড অফ জিঙ্ক সিকি গ্রেণ, ইপিকেকওয়ানহা চূর্ণ সিকি গ্রেণ ও দালচিনি চূর্ণ ১ গ্রেণ, একত্র মিশাইয়া দিন মধ্যে দুই তিন বার সেবন করাইয়া থাকেন।

অতীসার রোগের দেশীয় চিকিৎসা।

অতীসারের নিদানোক্ত কারণ। "গুরু, অতি স্নিগ্ধ, অতিরুক্ষ, অত্যুষ্ণ, অতিদ্রব, অতিস্থূল ও অতি শীতল দ্রব্য সেবন, বিরুদ্ধ আহার, অধ্যসন অর্থাৎ ভোজনোপরি ভোজন, অজীর্ণকর আহার, বিষমভোজন, অকালে ভোজন, বিষপ্রয়োগ, ভয় এবং শোক ইত্যাদি কারণে অতীসার রোগ জন্মিয়া থাকে।"

শিশুদিগের অতীসার রোগ উপস্থিত হইলে সোহাগারখই অর্দ্ধরতি হইতে একরতি মাত্রায় পানের রস অনুপানে দিন মধ্যে দুই তিন বার সেবন করাইবেন। ইহাতে রোগের উপশম না

হইলে বালা পাচনের (১) কাথ এক কাঁচ্ছা পরিমাণে দুই বেলা পান করান কর্ত্তব্য আর লবঙ্গ চতুঃসম বটিকা (২) অর্দ্ধ রতি হইতে এক রতি মাত্রায় ছাগীদুগ্ধ অথবা মধু অনুপানে দিন মধ্যে দুইবার সেবন করাইবেন। কিম্বা ধাতুক্যাদি চূর্ণ (৩) দুই রতি হইতে চারি রতি পরিমাণে মধু কিম্বা স্তনদুগ্ধ দিয়া সেবন করাইবেন।

যদি এরূপ চিকিৎসায় উপশম না হইয়া জলবৎ ভেদ বারম্বার হয় তবে জীরাধারকের বটিকা (৪) সিকি রতি হইতে এক রতি মাত্রায়

(১) বালাপাচন। ধন্যা, বালা, বেলশুঠা, মুথা, প্রত্যেক ৪০ রতি, পাকার্থ জল দেড় পোয়া শেষ দেড় ছটাক।

(২) লবঙ্গ চতুঃসম। জায়ফল, জীরা, লবঙ্গ, সোহাগার খই প্রত্যেক সমভাগ লইয়া ছাগী দুগ্ধে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

(৩) ধাতুক্যাদি চূর্ণ। ধাইফুল, বেলশুটা, মুথা, লোধ-কাষ্ঠ, ধন্যা, ইন্দ্রযব, বালা প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া একত্র মিশাইয়া লইবে।

(৪) জীরাধারকের বটিকা। জীরা, জায়ফল, সোহাগারখই বালা, লোধকাষ্ঠ, বেলশুঠা, শ্বেতধূনা, আফিঙ্গ

মধু দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক বয়স বিবেচনা করিয়া সেবন করাইবেন।

অতীসারের সহিত জ্বর থাকিলে জ্বরাতীসার বলা যায়। এরূপ অবস্থায় শিশুগণকে বৃহৎপঞ্চমূল্যাদি (১) পাচনের ক্বাথ সিকি কাঁচ্চা হইতে দুই কাঁচ্চা ও আনন্দভৈরবরস (২) সিকিরতি হইতে একরতি মাত্রায় ভাজাজীরা চূর্ণ ও মধু অনুপানে কিম্বা সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস (৩) অর্দ্ধ রতি হইতে এক রতি মাত্রায়

এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ লইয়া জলে মর্দ্দনপূর্ব্বক এক রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন। অনুপান ভাজাজীরা চূর্ণ ও মধু, রক্তাতীসারে ছাগী দুগ্ধ।

(১) বৃহৎপঞ্চমূল্যাদি পাচন। শোণাছাল, পারুলছাল, বিল্বছাল, গাম্ভারিছাল, গণিয়ারিছাল, বেড়েলা, বেলশুঠা, গুলঞ্চ, মুথা, শুণ্ঠী, আকনাদি চিরাতা, ইন্দ্রযব, কুটজছাল, প্রত্যেক সাড়ে দশ রতি, পাকার্থ জল দেড় পোয়া শেষ দেড় ছটাক।

(২) আনন্দভৈরব রস। শোধিত কাষ্ঠবিষ, শোধিত হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগারথই, পিপ্পলীবীজ চূর্ণ, প্রত্যেক সমভাগ লইয়া জলে মর্দ্দনপূর্ব্বক এক রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

(৩) সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস। শোধিত পারা, শোধিত গন্ধক,

মুথাররস অনুপানে দুই বেলা সেবন করাইবেন। এ উপায়ে উপকার না হইলে কনকসুন্দররস (১) সিকি রতি হইতে এক রতি মাত্রায় মুথাররস অনুপানে প্রাতে ও সায়ংকালে দিবেন ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন।

অতীসার রোগ আরোগ্য না হইয়া মাসাবধি ব্যাপিয়া থাকিলে গ্রহিণী নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গ্রহিণী রোগের নিদানোক্ত সম্প্রাপ্তি কহিতেছেন। "অতীসারে নিবৃত্তেঽপি মন্দাগ্নে রহিতাশিনঃ। ভূয়ঃ সংদূষিতো বহ্নিগ্র্হিণীমভি দূষয়েৎ।" অতীসাররোগ নিবৃত্ত হইয়া পক্বাশয়স্থ অগ্নি পুনরায় প্রদীপ্ত হইবার পূর্ব্বে কুপথ্য করিলে

অভ্র প্রত্যেক ৪ মাষা সর্জিকাক্ষার, সোহাগার খই, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যমানী, শোধিত হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ, শলুফা, প্রত্যেক এক মাষা, জলে মর্দ্দন করিয়া দশরতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

(১) কনকসুন্দররস। শোধিত হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগারখই, শোধিতকাষ্ঠবিষ, কণকধূস্তূরবীজ, শোধিত গন্ধক, পিপ্পলী বীজ প্রত্যেক সমভাগ গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধিপত্রক্কাথে চারিপ্রহর মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবেন।

ঐ অগ্নি পুনরায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গ্রহিণী নামক নাড়ীকে দূষিত করে, সেই দূষিত গ্রহিণী নাড়ী অতি বর্দ্ধিত পৃথক অথবা মিলিত দোষের দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে গ্রহিণী নামক ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

গ্রহিণী রোগের অসাধ্য লক্ষণ। মলদ্বারের অসম্বরণ, অবিরত হিক্কা, ক্ষীণতা, শ্বাস ও তৃষ্ণা হয়, সে গ্রহিণী রোগীর শীঘ্র মৃত্যু জানিবেন।

গ্রহিণী রোগাক্রান্ত শিশুগণকে মহাগন্ধক-বটিকা (১) অর্দ্ধ রতি হইতে এক রতি ও নৃপবল্লভবটিকা (২) অর্দ্ধ রতি হইতে দুই

(১) মহাগন্ধক। হিঙ্গুলোত্থ দ্বিভাগ পর্প্পটী, জায়ফল, জৈত্রী, নিম্বপত্র, লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ একত্র আতপ তণ্ডুলোদকে উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া যুগ্মঝিনুকে পূরণ করিবেন। পরে তাহার উপর কর্দ্দমের লেপন দিয়া করীষাগ্নি দ্বারা মৃদুভাবে পাক করিবেন। বটিকা করিবার ন্যায় হইলে উত্তোলন করিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা করিবেন। অনুপান ছাগীদুগ্ধ অথবা আতপতণ্ডুলোদক, মধু এই ঔষধ বালকের পক্ষে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

(২) নৃপবল্লভ। মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, মুথা দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগারথই, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী,

রতি মাত্রায় ছাগী দুগ্ধ অথবা মুথার রস অনুপানে সেবন করাইবেন। শিশু সকল জল পানের যোগ্য হইলে মহাগন্ধকসেবনকালে উষ্ণ জল পান করান কর্ত্তব্য। শিশু দুগ্ধপোষ্য হইলে দুগ্ধ ও জল সমভাগে একত্র পাক করিয়া পথ্য দিবেন। আর বালকেরা অন্নভোক্তা হইলে ক্ষুদ্র মৎস্যের যূষ ও পোরেরঅন্ন ব্যবস্থা করিবেন।

গ্রহিণীরোগাবস্থায় শিশুগণের হস্তপদাদি স্ফীত হইলে যথোপযুক্ত পর্প্পটী পরিমিত মাত্রায় দুগ্ধ অনুপানে ক্রমাগত একচল্লিশ দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবেন ও তাহার মাত্রা প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর রোগের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইলে পর

শুণ্ঠী, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেক এক তোলা, কজ্জলী ২ তোলা, একত্র ছাগীদুগ্ধ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া এক অথবা দুইরতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

হিঙ্গুশোধন বিধি। অগ্নির উপর কোন পাত্র রাখিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত দিবেন, ঘৃত দ্রবীভূত হইলে তাহাতে হিঙ্গু দিয়া ভাজিয়া লইবেন।

পর্প্পটীর মাত্রার খর্ব্বতা করিয়া দেওয়া উচিত। এ ঔষধসেবনকালে শিশু দুগ্ধপোষ্য হইলে নির্জ্জল গোদুগ্ধ উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবেন। আর বালক অন্ন ভোক্তা হইলে লবণ ও জল রহিত করিয়া নির্জ্জলদুগ্ধান্ন পথ্য দিবেন। এই সদুপায়ে বালকেরা শোথ ও উদরাময় হইতে আরোগ্য হইলে পর বৃদ্ধ বৈদ্যের উপদেশানুসারে লবণ ও জল সহ্য করাইবেন।

কলেরা বা বিসূচিকা।

এরোগ কখন কখন দেশ ব্যাপক হইয়া থাকে। ইহা দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। প্রথম, সামান্য অজীর্ণ পীড়ার ন্যায় অল্প অল্প মল নিঃসরণ হইয়া থাকে। তাহা নিবৃত্ত না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রকৃতবিসূচিকা উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়, ইহা আরম্ভ হইতে বারেক দুইবার অধিক পরিমাণে ভেদ হওয়াতে বৈষম্যরূপে প্রকাশ পায়।

লক্ষণ। শুভ্রবর্ণ জলবৎ ভেদ ও বমন, হস্তপদাদির শেষভাগ শীতল, উদর ও হস্তপদা-

দির পেশীসকলের আক্ষেপ, নাড়ী সূক্ষ্ম, মুখ ফেকাসেবর্ণ, অভ্যন্তরগতনেত্র, জিহ্বা শীতল, ঘর্ম্ম, হৃদয়ের ক্রিয়া অতি মৃদু, অস্থিরতা, মূত্রাভাব, ত্বক ও নখ নীলবর্ণ ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে।

কারণ। শীতলস্থান হইতে উষ্ণস্থানে গমন, দূষিতজলপান, অজীর্ণতা, গ্রীষ্ম ঋতুর প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি অনেকে অনেকপ্রকার কারণ অবধারিত করিয়াছেন বটে কিন্তু অদ্যাপি ইহার নিগূঢ় কারণ কেহই স্থির করিতে পারেন নাই।

বিসূচিকা রোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

৪। ৫ বৎসরের বালকবালিকাগণের এরোগা-রম্ভে বিচক্ষণ ডাক্তার গুডিবসাহেবের মতা-নুসারে ক্যালমেল সিকি গ্রেণ, লডেনম ২ বিন্দু, ব্র্যাণ্ডি ৫ বিন্দু, একত্র মিশাইয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত পান করাইবেন। প্রয়োজনবশতঃ প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টায় দেওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে অনেকে এরোগের আরম্ভে এসেন্স-ক্যাম্ফর তিন বিন্দু কিম্বা ক্লোরোডাইন ৪।৫ বিন্দু পরিমাণে জলের সহিত পান করাইয়া থাকেন। প্রয়োজনানুসারে দুই তিন বার দেওয়া

যাইতে পারে। কেহ কেহ বিখ্যাত ডাক্তার রুবিনিসাহেবের স্পিরিটক্যাম্ফর ২।৩ বিন্দু মাত্রায় কিঞ্চিৎ চিনির সহিত সেবন করাইয়া থাকেন।

অনন্তর ঔদরিক উত্তেজনা নিবারণ নিমিত্ত পাকস্থলীর উপর মষ্টার্ডপ্ল্যাষ্টর ১০।১৫ মিনিটকাল পর্য্যন্ত সংস্থাপিত করিয়া রাখিবেন। বমন ও পিপাসা শান্তিজন্য মধ্যে মধ্যে বরফ দিবেন। হস্তপদাদির আক্ষেপ নিবারণ জন্য শার্ষপতৈল ও টার্পিনতৈল সমভাগে মিশাইয়া আক্ষেপকস্থলে মর্দ্দন করাইবেন। এরোগে মূত্রোৎপাদকগ্রন্থিতে রক্তাধিক্য হওয়াতে মূত্ররোধ হইলে নাইট্রিকইথর কিম্বা স্পিরিটঅফজুনিপর ৪।৮ বিন্দু কিঞ্চিৎ জলের সহিত ৪।৫ বৎসরের বালককে পান করাইবেন। প্রয়োজনবশতঃ দুই তিন বার দেওয়া যাইতে পারে।

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে বরফজলে এক খণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া মস্তকের উপর সংস্থাপিত করিবেন। এ সদুপায়ে রোগের উপশম না

হইয়া বৃদ্ধি পাওয়াতে নাড়ী ক্ষীণ, অথবা নিমগ্ন হইলে উষ্ণকর ভৈষজ্যের ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য স্পিরিটএমোনিয়াএরোমেটিক ৪ বিন্দু, ক্লরিক-ইথর ২ বিন্দু, ব্র্যাণ্ডি ৫ বিন্দু একত্র মিশাইয়া কিঞ্চিৎ বরফজলের সহিত প্রত্যেক অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টায় পান করাইবেন, যাবৎ শরীর উষ্ণ ও নাড়ী বলবতী না হয়। কখন কখন টিঞ্চর মস্ক ও সল্ফিউরিকইথর উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ-কর মিক্শ্চরের সহিত ব্যবহৃত হয়।

কখন কখন মূত্রের বিষাক্ত অংশ মস্তিষ্কে চাপিয়া থাকাতে রোগী অচৈতন্য হয়। এরূপ সংকটাবস্থায় রোগীর গ্রীবাদেশে ব্লিষ্টার প্রদান পূর্ব্বক বরফ দ্বারা মস্তককে সুশীতল করিয়া রাখিবেন। অনন্তর টিঞ্চরক্যান্থারাইডিস অর্দ্ধ বিন্দু হইতে ১ বিন্দু মাত্রায় উষ্ণকর মিক্-শ্চরের সহিত পান করাইবেন। প্রয়োজন বশতঃ বারম্বার দেওয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ উক্তাবস্থায় হোমিওপ্যাথিকমতে ক্যান্থারাই-ডিসের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

বিসূচিকা রোগের দেশীয় চিকিৎসা।

নিদানোক্তবিসূচিকারোগেরউৎপত্তি। যথা—"সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সংতিষ্ঠতেঽনিলঃ। যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচীতিনিগদ্যতে॥" যে রোগে বায়ু, অজীর্ণহেতু কুপিত হইয়া সূচী-বিন্ধনের ন্যায় শরীরকে ব্যথিত করিয়া অবস্থিতি করে তাহার নাম বিসূচিকা।

অসাধ্য লক্ষণ। যে বিসূচিকা রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ শ্যাববর্ণ হয় আর অনবরত বমন, ক্ষীণস্বর, ও সন্ধিসমূহের শৈথিল্য হয় সে রোগীর অবশ্য মৃত্যু জানিবেন।

বালকদিগের বিসূচিকারোগের আরম্ভে ধারক ও পাচক ভৈষজ্য দ্বারা প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য লবঙ্গবটিকা (১) অর্দ্ধ রতি হইতে

(১) লবঙ্গ বটিকা। লবঙ্গ, জায়ফল, কর্পূর, সোহাগার খই, বিটলবণ, শঙ্খভস্ম প্রত্যেক এক তোলা শোধিত হিঙ্গুল ২ তোলা একত্র গন্ধভাদুলিয়াপত্র রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

১ রতি অথবা কর্পূররস(১) সিকিরতি হইতে ১ রতি মাত্রায় বয়স বিবেচনা পূর্ব্বক আতপ-তণ্ডুলোদকে মর্দ্দনপূর্ব্বক সেবন করাইবেন; প্রয়োজন বশতঃ দুই বার দেওয়া যাইতে পারে। হস্ত-পদাদির আক্ষেপনিবারণজন্য সর্ষপতৈলে জায়ফল ঘর্ষণপূর্ব্বক পীড়িতস্থলে মর্দ্দন করাইবেন।

বমন নিবারণ নিমিত্ত শসাবীজের শস্য, বড়এলাইচবীজ, ও কোলমজ্জা প্রত্যেক /০ এক আনা একত্র চন্দনপীড়িতে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবেন, পশ্চাৎ তাহার সহিত এক রতি পরিমিত মকরধ্বজ ও কিঞ্চিৎ মিছরিচূর্ণ মিশাইয়া বালককে বারম্বার অবলেহ করাইবেন, অথবা বরফজল পান করাইবেন। এ রোগে নাড়ী ক্ষীণ অথবা নিমগ্ন হইলে মৃগনাভি অর্দ্ধ রতি ও মকরধ্বজ অর্দ্ধরতি উভয় একত্র মধু দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক বয়স বিবেচনা করিয়া সেবন করাইবেন। অধিক বয়স্ক বালকের এরূপ

(১) কর্পূররস। কর্পূর, জায়ফল, মুথা, সোহাগার খই, আফিঙ্গ, শোধিত হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগ লইয়া জলে মর্দ্দনপূর্ব্বক একরতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

সংকটাবস্থায় সূচিকাভরণ প্রভৃতি রসায়ন ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করিবেন। আর এ রোগে মূত্ররোধ হইলে সোরা ২।১০ রতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশাইয়া দিনমধ্যে দুই তিনবার পান করাইবেন।

ডিসেণ্টরি বা রক্তামাশয়।

স্থূলান্ত্রদিগের শ্লৈশিকঝিল্লী প্রদাহযুক্ত হইলে এ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা নূতন ও পুরাতন অবস্থা ভেদে দুই প্রকার হয়।

নূতনাবস্থার লক্ষণ। মলের সহিত আম ও রক্ত নির্গত হয়, ঐ রক্ত কখন অল্প বা অধিক পরিমাণে মলের পার্শ্বে দৃষ্ট হয়। কখন কেবল রক্ত নির্গত হয়, বিরেচনকালে কুন্থন, কখন উদর চাপিলে ট্রান্সবর্ষকোলনের বা অনুপ্রস্থ বৃহদন্ত্রের মধ্যে ব্যথা বোধহয়, অতিশয় জ্বরের প্রকোপ নাড়ী বেগবতী, ত্বক্ শুষ্ক ও উত্তপ্ত, পিপাসা, গাত্রদাহ ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

এরোগ কিছুদিন স্থায়ী হইলে পুরাতন হইয়া থাকে। পুরাতন অবস্থায় নূতন অবস্থার লক্ষণ

সকল নিস্তেজ হয়। কখন কাহারও অন্ত্র মধ্যে পূঁজ উৎপন্ন হওয়াতে জ্বর কম্প দিয়া আসিয়া থাকে, তাহাকে ইংরাজি ভাষায় হেক্‌টিক্ ফিবর বা পূয়জ জ্বর কহে। এ রোগের সহিত সর্ব্বদা যকৃৎ ও প্লীহা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

কারণ। শীতলতা, উষ্ণতা, অজীর্ণ দোষ, মন্দবায়ু ও কুভক্ষ্য ভোজন ইত্যাদি।

রক্তামাশয়ের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

এক কি দুই বৎসরের বালকবালিকাদিগের এরোগ উপস্থিত হইলে ট্রিট্ নাইট্রেট্ অফবিসমথ অর্দ্ধ গ্রেণ, গমএকেসিয়া চূর্ণ অর্দ্ধ গ্রেণ, ইপিকেক-ওয়ান্‌হা চূর্ণ ১ গ্রেণের ৮ ভাগের ১ ভাগ, একত্র মিশাইয়া প্রত্যেক দুই ভেদের পর সেবন করাইবেন। অথবা পরিষ্কৃত খড়িমাটি অর্দ্ধ গ্রেণ, গমএকেসিয়াচূর্ণ অর্দ্ধ গ্রেণ, ইপিকেকওয়ানহা চূর্ণ ১ গ্রেণের ৮ ভাগের এক ভাগ, একত্র মিশাইয়া উক্ত নিয়মে দিবেন। আর ৬। ৭ বৎসরের বালকগণের এরোগ প্রবলতারূপে কিছু দিন

স্থায়ী হইলে সুগর অফলেড্ ১ গ্রেণ, অহিফেণ সিকি গ্রেণ একত্র মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবেন। প্রয়োজন বশতঃ দুইবার দেওয়া যাইতে পারে।

এ পীড়া অতিশয় কঠিন হইলে সল্‌ফেট অফকপর ও আফিঙ্গ প্রত্যেক ১ গ্রেণের ৬ ভাগের এক ভাগ একত্র মিশাইয়া সেবন করাইবেন। আর উক্ত বয়স্ক বালকগণের পুরাতন অতীসার ও রক্তামাশয় রোগে পরিষ্কৃত খড়িমাটি ও ডোভর্সপাউডর প্রত্যেক ২ গ্রেণ দগ্ধ রেউচিনিচূর্ণ অর্দ্ধ গ্রেণ, ইপিকেকওয়ানহাচূর্ণ এক গ্রেণের ৬ ভাগের ১ ভাগ এই চারি খানি দ্রব্য উত্তমরূপে মিশাইয়া প্রত্যেক ৪।৫ ঘণ্টায় সেবন করাইবেন, তৎকালে অন্য কোন ঔষধ দিবেন না। শিশুগণের আহারের বিশেষ নিয়ম না হইলে যে কোন মহৌষধ সেবন করান হউক কিছুতেই উপকার দর্শে না। অতএব প্রতি-দিন সুপথ্য ব্যবস্থা করিবেন। আর দুগ্ধপোষ্য শিশু সকলের এ রোগ উপস্থিত হইলে কেবল স্তনদুগ্ধ পান করাইয়া রাখিবেন। তাহার অভাবে

এরারুট কিম্বা সাগুদানার সহিত ছাগীদুগ্ধ অথবা গোদুগ্ধ অল্প মাত্রায় মিশাইয়া পান করাইবেন।

অনেক বালকগণ কেবল ধাত্রীর দুগ্ধপান কিম্বা তিন কাঁচ্ছা পরিমিত গাধার দুগ্ধ, প্রত্যেক দুই ঘণ্টায় পান করিয়া উদারময় হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন। কখন কখন ধাত্রী পরিবর্ত্ত করিলেও এরোগ আরোগ্য হইয়া যায়। যে সকল শিশুকে স্তন দুগ্ধ পান করান যায় না, তাহাদিগের আহারার্থ এরারুট, সাগুদানা অল্প দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া পথ্য দিবেন।

দন্ত উঠিবার জন্য এরোগ উপস্থিত হইলে দন্তমাঢ়ি ছেদ করা কর্ত্তব্য। পুরাতন রক্তামাশয় ও অতীসার রোগের পক্ষে জলপথ-ভ্রমণে ও বায়ুপরিবর্ত্তনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। আর ম্যাঙ্গোষ্টিন নামক ফলের ছাল এক আনা হইতে চারি আনা পরিমাণে জলে মর্দ্দনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া পান করাইলে পুরাতন রক্তামাশয়ের উপকার হইতে পারে।

রক্তামাশয়ের দেশীয় চিকিৎসা।

এ রোগের নিদানোক্তকারণ। "পিত্তকৃন্তি যদাত্যর্থং দ্রব্যাণ্যশ্নানি পৈত্তিকে তদোপজায়তে-ঽভিক্ষ্ণং রক্তাতীসার উল্বনঃ।" পিত্তকর বস্তু সকল নিয়ত অতিশয় ভক্ষণ করিলে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া উক্ত রোগ উৎপন্ন হয়। শিশুগণ এ রোগাক্রান্ত হইলে জামপাতার রস ও ছাগীদুগ্ধ প্রত্যেক সিকি কাঁচ্ছা মাত্রায় মিশাইয়া দিন মধ্যে দুইবার পান করাইবেন।

আর তেলাকুচা পাতার রস অথবা বিসল্ল করলী পাতার রস প্রত্যেক সিকি কাঁচ্ছা মাত্রায় দিনমধ্যে দুইবার পান করাইবেন। ইহাতে মলের রক্ত দূরীভূত হইতে পারে এবং দগ্ধ বেলের শস্য এরোগের পক্ষে হিতকর হয়। ইহাতে রোগের উপশম না হইলে লবঙ্গচতুঃসম (১) অথবা আমরাক্ষসী (২) প্রত্যেক অর্দ্ধ রতি হইতে

(১) লবঙ্গচতুঃসম। অতীসারাধিকারে দ্রষ্টব্য।

(২) আমরাক্ষসী। লবঙ্গ, কর্পূর, জায়ফল, ইন্দ্রযব, মুথা, শোধিতহিঙ্গুল প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ লইয়া জলে মর্দ্দনপূর্ব্বক এক রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

এক রতি এবং কর্পূররস (১) ও নারায়ণবটিকা (২) প্রত্যেক সিকি রতি হইতে অর্দ্ধ রতি পরিমাণে মধু কিম্বা ছাগীদুগ্ধ অথবা দাড়িম্বপত্র রসের সহিত দিনমধ্যে দুই তিনবার সেবন করাইবেন।

উশীরাদি (৩) ও কুটজাষ্টক (৪) পাচনের কাথ এক কাঁচ্ছা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া দিনমধ্যে দুইবার পান করাইলে এরোগের

---

(১) কর্পূররস। কর্পূর, জায়ফল, ইন্দ্রযব, মুথা, আফিং, শোধিতহিঙ্গুল প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ লইয়া জলে মর্দ্দনপূর্ব্বক এক রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

(২) নারায়ণ বটিকা। জাম ছাল, কুরচি ছাল, দাড়িম্ব ফলের ছাল, বরাহ ক্রান্তা ইন্দ্রযব, বালা, লোধকাষ্ঠ, ক্ষুড়, বটের নাদ্‌না, জ্যৈষ্ঠমধু, সিমুলআটা, মুথা, সোহাগারখই, জীরা, রক্তচন্দন, ধাতুকী পুষ্প, আফিঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ লইয়া খলে মর্দ্দনপূর্ব্বক জামপত্র রসে তিন দিবস ভাবনা দিয়া এক রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

(৩) উশীরাদি পাচন। বেণারমূল, বালা মুথা, ধন্যা, শুণ্ঠি, বরাহ ক্রান্তা, ধাতুকীপুষ্প, লোধকাষ্ঠ, বেলশুঠা প্রত্যেক দ্রব্য ১৮ রতি পাকার্থ জল দেড় পোয়া, শেষ দেড় ছটাক।

(৪) কুটজাষ্টকপাচন। কুরচিছাল, লোধকাষ্ঠ, বালা, ধাতুকী পুষ্প, মুথা, বেলশুঠা, দাড়িমের খোসা, ধন্যা প্রত্যেক দ্রব্য ২০ রতি, পাকার্থ জল দেড় পোয়া, শেষ দেড় ছটাক।

শান্তি হইতে পারে। এরোগে নাভিমূলে বেদনা থাকিলে মিষ্ট আম্রবৃক্ষের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া নাভি বেষ্টনপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বেদনা নিবৃত্তি পায়। আর উদর কামড় থাকিলে আতপতণ্ডুলাম্নের পর্য্যুসিতফেণ ও থুলকুড়িররস প্রত্যেক অর্দ্ধ কাঁচ্ছা মাত্রায় মিশাইয়া পান করাইলে উদর যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। এরোগ পুরাতন হইলে বালকুটজাবলেহ(১) এক আনা হইতে দুই আনা পরিমাণে আতপ-তণ্ডুলোদক অনুপানে দিনমধ্যে দুইবার সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

(১) বালকুটজাবলেহ। কুরচিমূলের ছাল ৮ তোলা পাকার্থ জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা, আতইচ্, আকনাদি, জীরা, বেলশুঠা, আম্রাস্থি বা আমের কসি, লালুকা, ধাতুকীপুষ্প, মুথা, জায়ফল, প্রত্যেক দ্রব্য এক তোলা। পাকের নিয়ম পূর্ব্বোক্ত কুরচিকাথ ১৬ তোলা, মৃন্ময়কটাহে মৃদু জ্বালে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ ঘন হইলে তাহাতে আতইচ প্রভৃতি দ্রব্য সমূহের চূর্ণ নিক্ষেপপূর্ব্বক উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। মাত্রা এক আনা হইতে চারি আনা, অনুপান আতপ তণ্ডুলোদক মধু।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কলিক বা বাতিক শূল।

অন্ত্রেতে আক্ষেপসংযুক্ত যে এক প্রকার বেদনা হয়, তাহাকে ইংরাজি ভাষায় কলিক বলা যায়।

লক্ষণ। নাভি স্থলে অত্যন্ত বেদনা, তাহা চাপিলে স্বাস্থ্য বোধ হয়। শিশু সকল চীৎকার করিতে থাকে ও চরণদ্বয়কে ঊর্দ্ধ দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে। হস্ত পদাদির শীতলতা, বমন, বমনেচ্ছা, অন্ত্রমধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হওয়াতে উদর স্ফীত হয়। জ্বর ও প্রদাহ থাকে না, অন্ত্রের পথ রোধ হওয়াতে বমন দ্বারা মল নির্গত হয়।

কারণ। পাকস্থলীতে অজীর্ণ দোষ, শীতলতা অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ, উদরমধ্যে কঠিন মলের সংস্থিতি ইত্যাদি।

কলিক রোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

এরোগের প্রথমাবস্থায় একচা চামচ পরিমিত এনিসিডওয়াটরের সহিত স্পিরিট এমোনিয়া এরোমেটিক ২।৩ বিন্দু একত্র মিশাইয়া পান

করাইবেন। ইহাতে সুস্থ না হইলে উষ্ণ জলের টবে ২।৩ মিনিট কাল পর্য্যন্ত বসাইবেন, অনন্তর বয়স বিবেচনা পূর্ব্বক এরণ্ডতৈল ও লডেনম্ উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবেন, ইহার দ্বারা রোগের উপশম না হওয়াতে শিশু চীৎকার করিতে থাকিলে উক্ত বিরেচকভেষজ পুনরায় পান করাইবেন। আর দ্বাদশমাসের অধিক বয়স্ক বালকের এ পীড়া কঠিন হইলে অর্দ্ধ বিন্দু হইতে এক বিন্দু লডেনম্ অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

আফিঙ্গবিষাক্ত প্রযুক্ত পদেপদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব আফিঙ্গঘটিত ভেষজ অতি সাবধানে ব্যবহার করিবেন।

উদর বেদনা নিবারণ নিমিত্ত সর্ষপতৈল ১ ড্রাম ও লডেনম ২০ বিন্দু একত্র মিশাইয়া বেদনা স্থানে মর্দ্দন করিবেন। উদরে কুপিত মল জন্মিলে কলিকরোগ জন্মিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা বিরেচক ভেষজ দ্বারা উদর পরিষ্কার করাইবেন। যদি এরোগের সহিত জ্বর থাকে ও উদরে বেদনা বোধহয়, তবে তথায় প্রদাহ হইয়াছে ইহা স্থির করিবেন।

জ্বরযুক্ত কলিকরোগ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি কখন এরোগের সহিত জ্বর থাকে তবে ক্যালমেল সিকিগ্রেণ, ও ডোভর্স পাউডর অৰ্দ্ধ গ্রেণ একত্র মিশাইয়া প্রত্যেক দুই ঘণ্টায় দিবেন! দুই বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম হইলে ডোভর্স পাউডর ১ গ্রেণ ও ক্যালমেল সিকিগ্রেণ একত্র মিশাইয়া সেবন করাইবেন। উদরের বেদনা নিবারণ জন্য তথায় উষ্ণজলস্বেদ ও পূর্ব্বোক্ত মর্দ্দনীয়ভেষজ প্রয়োগ বিধেয়। বালকদিগের এরোগে উদরের কামড় থাকিলে ডল্বিজকার্মিনেটিবভেষজ সাবধানে ব্যবহার করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে, তজ্জন্য এ ঔষধ ৬ বিন্দু হইতে ১২ বিন্দু, কখন কখন ২০ বিন্দু কিঞ্চিৎ ডিল ওয়াটর অথবা জলের সহিত প্রত্যেক দুই ঘণ্টায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগকে পান করাইবেন। অনন্তর এরণ্ড তৈল, রেউচিনি ও কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া উপযুক্ত মাত্রায় দিবেন।

কলিক রোগের দেশীয় চিকিৎসা।

কলিক রোগকে এক প্রকার ঔদরিক বায়ু-শূল বলা যায়।

শিশুগণের এ রোগ উপস্থিত হইলে বায়ু ও বেদনা নিবারক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করিবেন তন্নিমিত্ত শুণ্ঠী ও ভেরেণ্ডার মূল প্রত্যেক এক তোলা পাকার্থ জল দেড় পোয়া, শেষ দেড় ছটাক থাকিতে বস্ত্রে ছাকিয়া তাহার সিকি কাঁচ্ছায় শোধিত হিঙ্গু ও সচল লবণ প্রত্যেক সিকি রতি পরিমাণে মিশাইয়া দিন মধ্যে দুই তিন বার পান করাইবেন।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে পরিমিত মাত্রায় এরণ্ড-তৈল ব্যবস্থেয়। বেদনা নিবারণ জন্য কর্পূর ৵০ দুই আনা, আফিঙ্গ ৵০ দুই আনা, সর্ষপ তৈল অর্দ্ধ ছটাক একত্র মিশাইয়া বেদনা স্থলে মর্দ্দন করিবেন। আর অর্দ্ধ রতি বা এক রতি মাত্রায় রস-সিন্দূর কিঞ্চিৎ ত্রিফলা জলের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক পান করাইলেও রোগের উপশম হইতে পারে। কেহ কেহ বেদনা নিবারণ নিমিত্ত পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন করিয়া থাকেন। এ রোগে

দ্রুত বেগে গমন, মদ্যপান, কাঁচা লবণ, লঙ্কা, মরিচ, দাল ইত্যাদি নিষেধ। পথ্য নিমিত্ত যব-মণ্ড, ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ইত্যাদি ব্যবস্থেয়।

থ্রস্ বা মুখমধ্য ক্ষত।

এ রোগে মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্র বর্ণ চিহ্ণ প্রকাশ পায় ইহা সচরাচর বাল্যা-বস্থায় ঘটিয়া থাকে।

কারণ। শরীর অপরিষ্কার ও অপরিমিত আহারজাত অম্ল, কোন প্রকার আঘাত অর্থাৎ বলপূর্ব্বক চামচ দ্বারা আহার করান অথবা ফিডিং বটল দ্বারা দুগ্ধাদি পান করান ইত্যাদি।

মুখমধ্য ক্ষতের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

এ রোগে ফটকিরি অথবা সোহাগার জলের কুলি দিন মধ্যে দুই তিন বার করাইবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এরণ্ড তৈল কিম্বা গ্রেগরিস পাউডর দ্বারা উদর পরিষ্কার করাইবেন। অনন্তর কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া, কার্ব্বনেট অফ সোডা ও বিসমথ ইত্যাদি অম্লনাশক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা

করিবেন। কখন কখন এ রোগের সহিত অতী-সার ও রক্তামাশয় ঘটিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় উভয় ব্যাধি নিবৃত্তি কারক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মুখমধ্য ক্ষতের দেশীয় চিকিৎসা।

শিশুগণের মুখমধ্যে ক্ষত হইলে বুড়িগো-পানের রস সিকি কাঁচ্ছা, খদির /০ এক আনা উভয় একত্র মিশাইয়া দিন মধ্যে দুই তিন বার ক্ষতের উপর লাগাইবেন কিম্বা জাতি পুষ্পের পত্র ঘৃতে ভাজিয়া ঐ ঘৃত অথবা ভেড়ীর দুগ্ধ ক্ষতের উপর সংলগ্ন করাইলে শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। আর এ রোগে * খদির বটিকার কিয়-

* খদির বটিকা প্রস্তুতকরণ। খদির ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের প্রক্ষেপ জৈত্রী, কর্পূর, সুপারি, কাকলা, জায়ফল প্রত্যেক ৮ তোলা উপরি উক্ত অবশিষ্ট খদিরের জল /৮ সের পাক করিয়া ঘন হইলে জৈত্রী প্রভৃতির চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ করিয়া বারম্বার খুন্তী দ্বারা নাড়িয়া বটিকা করণের যোগ্য হইলে অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবেন।

দংশ মুখে সর্ব্বদা ধারণ করিলেও ক্ষত আরোগ্য হয়। উদরে অম্লদোষ অনুভব হইলে কড়িভস্ম কিম্বা শঙ্খভস্ম উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবস্থেয়। ইহার সহিত অতীসার ও রক্তামাশয় থাকিলে তদুপযুক্ত ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মিজল্‌স বা হাম।

এ রোগ প্রকাশের পূর্ব্বে মুখমণ্ডল ভার, চক্ষু আরক্তিম ও চক্ষু নাসিকা হইতে জল স্রাব, হাঁচি, স্বরভার, কাস, অঙ্গ বেদনা, জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ দুই তিন দিন থাকিবার পর ত্বকের উপর মশক দংশনবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ চিহ্ন সকল প্রকাশ পায়। ইহা ক্রমশঃ একত্রীভূত হওয়াতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। হাম, জ্বরের চতুর্থ দিবসে ও কখন দ্বিতীয় দিবসে প্রথম কপালে ও মুখে পঞ্চম দিবসে বক্ষঃস্থলে ও সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয় ষষ্ঠ দিবসে মুখের হাম হ্রাস পায়, সপ্তম দিবসে হাম সকল

অদৃশ্য হইয়া থাকে। অতএব ইহাকে সাপ্তাহিক পীড়া বলা যায়।

এ রোগে কখন কখন ব্রঙ্কাইটিস্, নিমোনিয়া, প্লুরাইটিস্ ও উদরাময় ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে। কখন চক্ষু কর্ণে প্রদাহ উপস্থিত হয়। হাম সহসা অদৃশ্য হইলে শারীরিক যন্ত্রে রোগ জন্মাইতে পারে। ইহা যৌবন কাল অপেক্ষা বাল্যাবস্থায় অধিক জন্মিয়া থাকে। হামরোগ শীত ও বসন্ত কালে জন্মে, গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে অল্প দেখা যায়। হাম রোগ স্পর্শসংক্রামক প্রযুক্ত অন্যান্য বালকেরা হাম রোগীকে স্পর্শ করিলে ১০।১৫ দিনের মধ্যে এ রোগ জন্মে। হাম প্রকাশ পাইলে জ্বর থাকেনা।

হামরোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

এ রোগের লক্ষণানুসারে প্রতীকার করিবেন। শিরোবেদনা থাকিলে একখণ্ড বস্ত্র সীর্কা মিশ্রিত জলে বা বরফে ভিজাইয়া মস্তকের উপর স্থাপিত করিবেন। আর প্রবল জ্বর থাকিলে ঘর্ম্মকর ও মূত্রকর ভৈষজ্য প্রদান করা

কর্ত্তব্য। অতএব লাইকোয়ার এমোনিয়া এসিট্যাটিস ৫ বিন্দু, নাইট্রিক ইথর ৩ বিন্দু, ভাইনম ইপিকেক ওয়ানহা ১ বিন্দু, ক্লরেট অফ পটাস ২ গ্রেণ, ক্যাম্ফর মিক্শ্চার ১ ড্রাম একত্র মিশাইয়া প্রত্যেক দুই ঘণ্টায় দুই তিন বৎসরের শিশুকে দিবেন। আর হামরোগের সহিত নিমোনিয়া কি ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উষ্ণকর ও শ্লেষ্মনিঃসারক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া অর্দ্ধ গ্রেণ, স্পিরিট ক্লোরোফরম ২ বিন্দু, ভাইনম ইপিকেক ওয়ানহা ১ বিন্দু, সিরপ টোলু ৫ বিন্দু, ইণফিউজন সেনেগা ১ ড্রাম্ একত্র মিশাইয়া প্রতি তিন ঘণ্টায় উক্ত বয়স্ক বালককে পান করাইবেন। আর বক্ষঃস্থলে * লিনিমেণ্ট অফ এমোনিয়া মর্দ্দন বিধেয়।

হাম সকল সহসা অদৃশ্য হইলে ওয়ারম বাতের অথবা হট স্পঞ্জের ব্যবস্থা করিবেন এ রোগের সহিত আমাশয় জন্মিলে চক্ মিক্শ্চার অথবা

* লিনিমেণ্ট অফ এমোনিয়া। লাইকোয়ার এমোনিয়া ১ ভাগ ও ওলিভ অইল ৭ ভাগ একত্র উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবেন।

পল্‌ভ্‌ক্রিটা এরোমেটিক উপযুক্ত মাত্রায় দিবেন ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন।

হাম রোগের দেশীয় চিকিৎসা।

এ রোগের নিদানোক্তলক্ষণ। "রোমকূপোন্নতি সমা রাক্তিক কফপিত্তজাঃ কাসারোচক সংযুক্তা রোমন্তা জ্বর পূর্ব্বিকাঃ।" লোমাঞ্চ হইলে লোমকূপ সকল যেরূপ উন্নত হয় সেই প্রকার অল্প উন্নত ও রক্তবর্ণ পীড়কা বা ফুস্কুড়ি জন্মিলে এবং তাহাতে জ্বর, কাস ও অরুচি থাকিলে তাহাকে হাম রোগ বলিয়া থাকেন।

এ রোগের প্রতীকার জন্য কুড়, বাবুই তুলসী, বালা এই তিনখানি দ্রব্য প্রত্যেকে দশ আনা, চারি রতি লইয়া দেড় পোয়া জলে পাক করিয়া দেড় ছটাক থাকিতে নামাইয়া উপযুক্ত মাত্রায় দিন মধ্যে দুইবার পান করাইবেন। হামরোগে জলবৎ ভেদ বারম্বার হইলে অতীসারোক্ত ভৈষজ্য সকলের ব্যবস্থা করিবেন।

ভাক্‌সিনিয়া বা গো-বসন্ত ।

ইহার প্রকৃতি অতি মৃদু অতএব এ জাতীয় বসন্তের রস শরীরস্থ রসের সহিত সংযোগ হইলে সংক্রামক হইয়া ষষ্ঠ দিবসে একটী স্বচ্ছ ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে যে রস থাকে তাহাকে বীজ বলা যায়। উহা দ্বারা টীকা দেওয়াকে ইংরাজি ভাষায় ভাক্‌সিনেসন্‌ বলিয়া থাকে।

ইংরাজি মতে টীকা দিবার নিয়ম।

যাহাকে এরূপ টীকা দিবে তাহার শারীরিক কোন পীড়া আছে কি না পরীক্ষা করিবে, যদি পীড়া না থাকে তবে বলিষ্ঠ বালকের ছয় দিনের বীজ একখানি সরু বেলকারের অগ্রভাগে লাগাইয়া ডেলটয়েড্‌ মসলের বা ত্রিকোণ পেশীর নীচে দুই স্থানে ঈষৎ ক্ষত করিয়া লাগাইবেন যেন অধিক রক্তপাত না হয়, অধিক রক্তপাত হইলে বীজ ভাসিয়া যায়। তাহাতে কোন উপকার দর্শে না।

ভেরিসেলা বা পানীয় বসন্ত।

এ জাতীয় বসন্তের দানা সকল স্বচ্ছ ও আরক্তিম এবং সহসা প্রকাশ পায়। ইহা উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়া তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত সংখ্যাতে ও আকৃতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ইহার মধ্যে দুগ্ধের ন্যায় এক প্রকার ক্লেদ উৎপন্ন হয়। পানীয় বসন্ত সকল কতকগুলি শুষ্ক হয় ও কতকগুলি বহির্গত হইতে থাকে চতুর্থ দিবসে ইহার চারি ধারে রক্তবর্ণ রেখা জন্মে, পঞ্চম দিবস হইতে শুকাইতে আরম্ভ হয়, ষষ্ঠ দিবসে মামড়ি উৎপন্ন হইতে থাকে। এ জাতীয় বসন্ত, ধার হইতে শুকাইয়া ক্রমশঃ মধ্যস্থলে যায়। নবম কিম্বা দশম দিবসে মামড়ি পড়িয়া আরোগ্য হয়। এ পীড়া মারাত্মক ও বিশেষ কষ্টদায়ক নহে অতএব উহার চিকিৎসা অনাবশ্যক।

পানীয় বসন্তের দেশীয় চিকিৎসা।

নিদানোক্ত পানীয় বসন্তের লক্ষণ। "তোয়-বুদ্বুদ সংকাশাস্ত্বগ্‌গাতাস্তু মসূরিকাঃ স্বল্পদোষাঃ প্রজায়ন্তে ভিন্না স্তোয়ং স্রবন্তিচ।" পানীয়

বসন্তে জলবুদ্বুদসদৃশ শ্বেতবর্ণ পীড়কা বা ফুস্কুড়ি জন্মে, ফুস্কুড়ি বিদীর্ণ হইলে জলস্রাব হইয়া থাকে, এ রোগে দোষের অর্থাৎ বাতপিত্ত কফের প্রকোপ অতি স্বল্প লক্ষিত হয়। অতএব উহার বিশেষ চিকিৎসা অনাবশ্যক।

স্মল-পক্স বা ইচ্ছা বসন্ত।

এ জাতীয়বসন্ত, প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে আলস্য, শীতবোধ, ক্ষণে ক্ষণে দাহ, বমনেচ্ছা, বমন, উদরবেদনা, প্রবলজ্বর, নাড়ী বেগবতী ইত্যাদি লক্ষণ দুই দিন অবস্থান করিয়া তৃতীয় দিবসে মসূরের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরক্ত চিহ্ন, প্রকাশ পায়। পরে এই চিহ্ন সকল ক্রমশঃ প্রবল হইয়া আঁচিলের মত হইয়া থাকে।

এ জাতীয়বসন্ত প্রথম কপালে, গলদেশে, মণিবন্ধের পশ্চাদ্ভাগে প্রকাশ হয়। ইহার নির্গমন কালে জ্বরের লাঘব ও তাহার পক্কাবস্থায় জ্বরের বৃদ্ধি হয়।

ইচ্ছাবসন্ত দুই প্রকার হয়। যে বসন্তের দানা সকল এক একটী পৃথক পৃথক থাকে তাহাকে

অসংযুক্ত বসন্ত আর যাহার দানা সকল পরস্পর মিলিত হয় তাহাকে সংযুক্ত বসন্ত বলা যায়। সপ্তম দিবসে বড় বড় বসন্তের মধ্যভাগ অবনত হয়। একাদশ দিবসে বসন্ত সকল পূয় দ্বারা পরিপূর্ণ হইলে আর অবনতি বোধ হয় না। পরে ঐ পূয় শোষক শিরা দ্বারা শোষিত হওয়াতে বসন্ত সকল সহজেই আরোগ্য হয়। অতএব ইহাকে একাদশ দিনের পীড়া বলা যায়। এ রোগ অতিশয় সংক্রামক। ইহাতে অধিক বয়স্ক অপেক্ষা বালকের মৃত্যু অধিক হয়!

সাধ্যাসাধ্যজ্ঞান। অসংযুক্ত বসন্তসকল নির্ব্বিঘ্নে আরোগ্য হয়, আর সংযুক্ত বসন্তসকল অসাধ্য বা কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে।

মসূরিকা রোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

বসন্ত রোগে কোন উপদ্রব না থাকিলে রোগীকে সর্ব্বদা পরিষ্কাররূপে বায়ু সঞ্চারিত গৃহে রাখিয়া লঘু পথ্য দিবেন। এ রোগে শিরোবেদনা থাকিলে বরফ কিম্বা শীতল জলে একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া মস্তকের উপর সংস্থাপিত করি-

বেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিরেচক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। পরে বয়স বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় এণ্টিমনিয়েল মিক্শ্চার দুই কি তিন ঘণ্টা পরে পান করাইবেন। আর বসন্ত সকলের মধ্যে পূয় উৎপন্ন হইয়া কষ্টবোধ হইলে উক্ত মিক্শ্চারের সহিত বয়স বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় লডেনম্ মিশাইয়া দিবেন। মস্তক ঘূর্ণন ও প্রলাপ থাকিলে ক্যালমেল ঘটিত বিরেচক ভেষজ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ফুস্ফুসে প্রদাহ হইলে কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাসের বহন, জ্বর ও কাস ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরূপ অবস্থায় ক্যালমেল ও এণ্টিমনিয়েল মিক্শ্চার উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবস্থেয়। আর শিশু সকল অতিশয় দুর্ব্বল হইলে কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া ও কর্পূর প্রত্যেক অর্দ্ধগ্রেণ, কুইনাইন সিকি গ্রেণ, একত্র মিশাইয়া প্রতি ঘণ্টায় সেবন করাইবেন। সুরা ও মাংসের যূষ ব্যবস্থা করিবেন।

অনেকে এ রোগে ক্লরেট অফ পটাস, কিম্বা সাইট্রেট অফ পটাস, মস্ক, জাফরান ইত্যাদি উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অনেকে

বসন্তের পক্কাবস্থায় তাহার উপর লবণের জল, কর্পূর ও কার্ব্বলিক অইল * লাগাইয়া থাকেন। কেহ কেহ বসন্তের আরোগ্যের পর গহ্বর পূরণ জন্য টিঞ্চর আইওডিন, সংলগ্ন করাইয়া থাকেন। কেহ কেহ নারিকেলজল দ্বারা ধৌত করিয়া ফেলেন।

মসূরিকা রোগের দেশীয় চিকিৎসা।

নিদানোক্ত মসূরিকা রোগের উৎপত্তি কহিতেছেন। "কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষারদ্রব্য ভক্ষণ, বিরুদ্ধ আহার, অথবা অধ্যশন অর্থাৎ উপর্য্যুপরি ভোজন দ্বারা শিম্বিবীজ, ও শাকাদির অতি ভোজন দ্বারা দূষিত অন্ন, বায়ু, অথবা অম্বু সেবন দ্বারা এবং ক্রুদ্ধ গ্রহদিগের অশুভ দৃষ্টি দ্বারা কুপিত দোষত্রয় দুষ্ট রক্তকে সংসৃষ্ট করতঃ মানবগণের অঙ্গে মসূরি কলাই সদৃশ পিড়কা উৎপন্ন হয়। ইহাকে ইচ্ছাবসন্ত বলা যায়।"

মসূরিকা রোগীর কোন বিশেষ উপদ্রব না

* কার্ব্বলিক অইল। কার্ব্বলিক এসিড ১ অইল ৭ ভাগ একত্র মিশাইয়া লইবে

থাকিলে তাহাকে পরিষ্কার রাখিয়া বায়ুশূন্য স্থানে রাখিবেন ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন, যদি শারীরিক বেদনা থাকে ও শ্লেষ্মাধিক্য বোধহয়, তবে সিদ্ধিচূর্ণ সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রুদ্রাক্ষ ফল ও মরিচ প্রত্যেক /০ এক আনা হইতে ৵০ দুই আনা মাত্রায় পেষণ-পূর্ব্বক জলে মিশাইয়া পান করাইবেন ও নিম্বাদি পাচনের * ব্যবস্থা করিবেন।

বসন্ত সকল সহজে না উঠিলে কাঁচা হরিদ্রার রস, তুলি দ্বারা লাগাইবে অথবা মাখম্ বসন্তের উপর সংলগ্ন করাইবেন। এ রোগে বালক-দিগের অতিশয় দুর্ব্বলতা ও শ্লেষ্মাধিক্য হইলে মৃগনাভি, কর্পূর, ও রসসিন্দূর এই তিনখানি দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় মিশাইয়া মধু দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক সেবন করাইবেন।

* নিম্বাদিপাচন। নিমছাল, ক্ষেত্রপাপড়া, আক্নাদ, পলতা, কটুকী, বাসকছাল, দুরালভা, আমলা, বেণামূল, রক্ত চন্দন, শ্বেত চন্দন প্রত্যেক ১৪॥০ রতি, পাকার্থ জল দেড় পোয়া, শেষ দেড় ছটাক, অর্দ্ধ তোলা চিনি মিশাইয়া দিন মধ্যে দুই, তিনবার পান করাইবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কন্‌ভ্যালসন্‌ বা আক্ষেপকরোগ।

শরীরস্থ স্নায়ুপদার্থ সকল বিকৃত হইলে এ রোগ উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ। সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া আক্ষেপ জন্মে শারীরিক পেশী সকল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে না পারিয়া কখন সঙ্কুচিত কখন শিথিল হইয়া পড়ে। এ রোগ স্থানিক ও সর্ব্বাঙ্গিক ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে।

কারণ। বাল্যাবস্থা, দন্তোত্থিত সময়, কোন পীড়ার বৃদ্ধিকাল, অন্ত্রমধ্যে কোন প্রকার উত্তেজনা, ক্রিমিরোগ, ও মস্তিষ্কসম্বন্ধীয় পীড়া ইত্যাদি

আক্ষেপকরোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

এ রোগের উৎপত্তি মাত্রে বালককে উষ্ণ জলের টবে ক্ষণেক কাল উপবিষ্ট করাইবেন পরে তথা হইতে উঠাইয়া সিকি গ্রেণ হইতে অর্দ্ধ গ্রেণ পরিমাণে কালমেল সেবন করাইবার এক ঘণ্টা মধ্যে এরণ্ডতৈল, স্ক্যামনিপাউডর, অথবা শেনা মিকশ্চার উপযুক্ত মাত্রায় দিবেন।

প্রয়োজন বশতঃ বারম্বার দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু অন্যান্য বিরেচক ভৈষজ্য অপেক্ষা এ রোগের পক্ষে টার্পিন তৈল মিশ্রিত এরণ্ডতৈল অতি প্রশস্ত। বালক, এরণ্ড তৈল, পান করিতে অসমর্থ হইলে পিচকারি দ্বারা মলদ্বারে দিবেন। রোগীকে উষ্ণ জলের টবে বসাইবার সময় শীতল জল, অথবা বরফ মস্তকের উপরে প্রদান করা বিধেয়। দন্ত উঠিবার সময় হইলে দন্ত-মাঢ়ি ছেদন করা কর্ত্তব্য। এ পীড়ায় দুই চরণের ডিমে, স্কন্ধে, ও কর্ণের পার্শ্বে ব্লিষ্টর লাগাইবেন ইহার ক্ষত কিছু দিন রাখিবার জন্য ক্যান্থারাইডিসের কিম্বা টার্টারএমিটিকের মলম সংলগ্ন পূর্ব্বক অনাচ্ছাদিত রাখিবেন। কিন্তু শেষোক্ত মলম শিশুগণের পক্ষে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। এ রোগ আরোগ্য হইলেও পুনরায় হইবার সম্ভাবনা অতএব টার্টার এমিটীকের মলম মধ্যে মধ্যে লাগাইবেন।

এ পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি করতলের দিকে ঘূর্ণিত হয় এরূপ ঘটনায় শিশুকে অতি সাবধানে রাখিবেন। ক্রিমি জন্য

এ রোগ উপস্থিত হইলে স্যাণ্টনাইন উপযুক্ত মাত্রায় দিবেন। আর ব্রোমাইড অফ পটাস, ক্লোরিকইথর, উপযুক্ত মাত্রায় প্রদান করিলেও আক্ষেপক রোগের উপকার হইতে পারে।

আক্ষেপক রোগের দেশীয় চিকিৎসা।

এ রোগের নিদানোক্ত লক্ষণ। "ব্যানে পিত্তাবৃতে দাহ গাত্র বিক্ষেপনং ক্লমঃ। স্তম্ভনো দণ্ডকশ্চাপি শ্বাস শূলৌ কফাবৃতে।" পিত্ত কর্ত্তৃক ব্যান বায়ু আবৃত হইলে গাত্রদাহ, ও পেশী সকলের আকর্ষণ, পিপাসা এবং ব্যান বায়ু, কফ দ্বারা আবৃত হইলে শরীর, কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় অসাড়, শ্বাস, ও শরীরের বেদনা হইয়া থাকে। এ রোগ বাতব্যাধির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অতএব প্রসারক ও পরিবর্ত্তক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্ত চতুর্মুখ, (১) যোগেন্দ্ররস, (২)

---

১ চতুর্মুখ। হিঙ্গুলোত্থপারা, শোধিতগন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেকে সমভাগ আর পারার চতুর্থাংশ স্বর্ণ ভস্ম, এই সকল দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধান্য রাশির মধ্যে তিন দিবস রাখিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

২ যোগেন্দ্ররস। বিশুদ্ধরসসিন্দূর ১ একতোলা' স্বর্ণ

অথবা মকরধ্বজ (১) সিকি রতি হইতে একরতি পরিমাণে ত্রিফলার জলে অথবা পটোলেররসে মর্দ্দনপূর্ব্বক দিনমধ্যে দুইবার সেবনও মাষ তৈল (২) সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করাইবেন আর পুরাতন-

ভস্ম, লৌহ, অভ্র, মুক্তাভস্ম, বঙ্গ অর্দ্ধ তোলা, ঘৃতকুমারীর রসে এক দিবস ভাবনা দিবেন পরে ধান্য রাশি মধ্যে দিবসত্রয় রাখিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন।

১ মকরধ্বজ। সূক্ষ্ম স্বর্ণ পত্র ৮ তোলা শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারা ৬৪ তোলা শোধিতগন্ধক ১২৮ তোলা অগ্রে পারা ও স্বর্ণ একত্র মাড়িয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবেন অনন্তর ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া সমতল বোতলে বস্ত্র কুট্টিত মৃত্তিকার লেপ দিয়া তিন দিবস বালুকা যন্ত্রে বৃদ্ধ বৈদ্যের উপদেশানুসারে পাক করিবেন।

২ বৃহন্মাষতৈল। তিলতৈল /৪ সের, মাষ কলাই /২ সের, পাকার্থ জল।৬ সের, শেষ /৪ সের, নপুংসক ছাগমাংস /২ সের, পাকার্থ জল।৬ সের, শেষ /৪ সের, দুগ্ধ।৬ সের, কল্কার্থ রাস্না, আলকুশীবীজ, সৈন্ধবলবণ, শুলুফা, এরণ্ডমূল, মুতা, জীবনীয় বর্গ, বেড়েলা, ত্রিকটু, প্রত্যেক ২ দুই তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে হস্তকম্প, শিরঃ কম্প, বাহু শোথ ইত্যাদি অনেক রোগ ভাল হয়। জীবনীয়বর্গ—জীবক, ঋষিভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীর কাঁকলা, যষ্টিমধু, মাষাণি, মুগাণি, জীবন্তী, এই দশখানিকে জীবনীয় বর্গ বলা যায়।

ঘৃত আক্ষেপকস্থলে মর্দ্দন করিলেও উপকার হইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধ• থাকিলে বিরেচন জন্য এরণ্ড তৈল, ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।

ক্যাটার বা শ্লেষ্মা।

ট্রেকিয়া বা গলনলী ব্রঙ্কিয়া বা গলনলীর নিম্নস্থিত উভয় পার্শ্বস্থ উপনলীদ্বয় অর্থাৎ গল-নলীর যে অংশ দুই দিকে দুই শাখা হইয়া ফুস্-ফুস সহ সম্মিলিত হইয়াছে আর লেরিঙ্গস্ বা কণ্ঠ ও নাসিকা প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ হইলে এ রোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ। মস্তকের বেদনা ও ভার শীতাংশ ত্বক, উষ্ণ, ও শুষ্ক, চক্ষু, আরক্তিম, ও অশ্রুপূর্ণ, আস্বাদের বৈলক্ষণ্য, শুষ্ককাস, ক্ষুধার অল্পতা, মুহুর্মুহুর হাঁচি, নাসিকা হইতে জলস্রাব, নিঃশ্বাস, উষ্ণ, কখন জ্বর থাকে কখন থাকে না, নাড়ী বেগবতী, শ্লেষ্মস্রাব ইত্যাদি।

কারণ। উষ্ণাবস্থায় শীতল ক্রিয়া, আর্দ্রস্থানে অবস্থিতি, বাসস্থানের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি।

ক্যাটারের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

এ রোগে নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হইলে বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই অতএব তাহার কোন বিশেষ ঔষধ অনাবশ্যক। আর প্রবল জ্বর হয় ও নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হইতে না থাকে ও নয়ন যুগল হইতে জলস্রাব না হয় অত্যন্ত অস্থির, ও কষ্টে শ্বাস, প্রশ্বাসের বহন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ভাই-নম্ ইপিকেকওয়ান্হা ও ইপিকেকওয়ানহাচূর্ণ উভয় উপযুক্ত মাত্রায় মিশাইয়া বারম্বার ব্যবহার করিলে কোন অপকার ঘটে না। যেহেতু এ রোগের পক্ষে ইপিকেক ওয়ান্হা, অতি মহৌষধ জানিবেন।

আর কাস প্রবলতারূপে প্রকাশ পাইলে ক্যালমেল ও জেম্স্ পাউডর উপযুক্ত মাত্রায় মিশাইয়া দিবেন, তাহার চারি ঘণ্টা পরে এরণ্ড তৈল, ম্যাগ্নেসিয়া, ও রিউবার্ব্ব পরিমিত মাত্রায় দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি কাসের সহিত প্রবল জ্বর থাকে আর বালকের অধিক বয়ঃক্রম হয় তবে ইন্ফিউজনশেনা অর্দ্ধকাঁচ্ছা হইতে

অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে পান করাইয়া, কাস ও জ্বর নাশক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করিবেন।

বক্ষস্থলে বেদনা থাকিলে তথায় এমোনিয়া লিনিমেণ্ট মর্দ্দন বিধেয়। যদি কাসের সহিত জ্বর না থাকে তবে এক চা-চামচ পরিমিত কফমিক্শ্চার, দিনমধ্যে দুই তিনবার পান করাইবেন ও সুপথ্য দিবেন। সামান্য কাস নিশি যোগে কষ্ট দায়ক হইলে বয়স বিবেচনা পূর্ব্বক অর্দ্ধ হইতে এক চা-চামচ পরিমিত টিঞ্চর ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড কফমিক্শ্চারের সহিত মিশাইয়া কাসের প্রাক্কালে দিবেন। যদি নাসিকা হইতে জলস্রাব হয় ও জ্বর না থাকে অথবা কিঞ্চিৎ থাকে তবে ফ্ল্যানালের জামা ব্যবহার করাইবেন। কাস হ্রাস না হইয়া ক্রমাগত থাকিলে বক্ষঃস্থলে ব্লিষ্টার লাগাইবেন অথবা টার্টার * এমিটিকের মলম মর্দ্দন করিবেন।

কাসের সহিত শ্লেষ্মা থাকিলে ক্যালমেল সিকি গ্রেণ, ইপিকেকওয়ানহা চূর্ণ, ও সোরা

* টার্টার এমিটিকের মলম। টার্টার এমিটিক ১ ড্রাম, শকরের চর্ব্বি ১ আউন্স একত্র মিশাইয়া লইবেন।

প্রত্যেক অর্দ্ধ গ্রেণ, একত্রে মিশাইয়া দিনমধ্যে দুই তিনবার সেবন করাইলে ও বক্ষস্থলে ব্লিষ্টার লাগাইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে কিন্তু শিশুদিগের পক্ষে বায়ু পরিবর্ত্তন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভৈষজ্য নাই।

ক্যাটার বা শ্লেষ্মার দেশীয় চিকিৎসা।

শিশুগণের শারীরিক শ্লেষ্মানুবন্ধ হইলে চক্ষু নাসিকা হইতে জলস্রাব, সামান্য কাস, অঙ্গ বেদনা প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় শিশুগণের অঙ্গ সর্ব্বদা বস্ত্রদ্বারা আবৃত রাখিবেন এবং মস্তকের তালুর উপর হরিদ্রাচূর্ণ ও রসোনের কজ্জল, চক্ষুমধ্যে লাগাইবেন। আর তুলসী পত্ররস সিকি কাঁচ্চা, মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া পান করাইবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিরেচক ভেষজের ব্যবস্থা ও লঘু পথ্য দিবেন।

এ উপায়ে যদি শিশু সুস্থ না হইয়া অনবরত কাসিতে থাকে ও বক্ষস্থলে কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মা অনুভব হয় তবে মুক্তবর্শিপত্ররস সিকি কাঁচ্চা হইতে এককাঁচ্চা, মাত্রায় দিনমধ্যে একবার পান করা-

ইবেন, ইহাতে বমন ও বিরেচন হওয়াতে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। আর ময়ূর পুচ্ছাদি (১) ও কটফলাদিচূর্ণ (২) কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া দিনমধ্যে তিন চারিবার অবলেহ করাইবেন এবং সিংহাস্যাদি পাচনের (৩) ক্বাথ সিকি কাঁচ্চা হইতে এক কাঁচ্চা মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু ও পিপ্পলী চূর্ণ মিশাইয়া দিনমধ্যে দুইবার পান করাইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। যদি কাস আরোগ্য না হইয়া মাসাবধি ব্যাপিয়া থাকে তবে তালিশাদি চূর্ণ (৪) ৩ রতি কিম্বা

১। ময়ূরপুচ্ছাদি চূর্ণ। ময়ূরপুচ্ছভস্ম ৵০ দুই আনা, বীজ রহিত বহেড়া চূর্ণ দুই আনা ও পিপ্পলী বীজ চূর্ণ, অর্দ্ধ আনা, একত্র মিশাইবেন।

২। কটফলাদি চূর্ণ। কটফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেক চূর্ণ দুই আনা, পিপ্পলীবীজ চূর্ণ অর্দ্ধ আনা একত্র করিবেন।

৩। সিংহাস্যাদিপাচন। বাসকছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারি প্রত্যেক ৫৩ রতি পাকার্থ জল দেড় পোয়া, শেষ দেড় ছটাক।

৪। তালিশাদিমোদক। তালিশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুণ্ঠী ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, গুড়ত্বক ।০ তোলা, এলাইচ ॥০ তোলা.

শৃঙ্গারাভ্র (৫) অৰ্দ্ধ রতি হইতে এক রতি অথবা চন্দ্রামৃতরস (৬) অৰ্দ্ধ রতি হইতে ১ রতি মাত্রায়

চিনি অৰ্দ্ধসের। পাকের নিয়ম। একখানি মৃণ্ময় কটাহে চিনি, ও জল প্রত্যেক অৰ্দ্ধ সের দিয়া মৃদু সন্তাপে পাক করিবেন ও সর্ব্বদা তাড়ু দ্বারা নাড়িবেন এবং মধ্যে মধ্যে অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, যখন চিনির পাক উত্তমরূপে তার বাঁধিবে তৎক্ষণাৎ চুল্লী হইতে কটাহ নামাইয়া পূর্ব্বোক্ত তালিশাদি চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক নাড়িয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবেন। ইহা সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয় রোগাদি নিবৃত্তি পায়।

৫। শৃঙ্গারাভ্র। অভ্র ১ তোলা, কর্পূর, জইত্রী, বালা গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালিশপত্র, দারুচিনি নাগেশ্বর পুষ্প, কুড়, ধাইফুল প্রত্যেক ৪০ রতি, হরিতকী, আমলা, বহেড়া, শুণ্ঠি, পিপ্পলী, মরিচ প্রত্যেক ২০ রতি, এলাইচ, জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা, পারা অৰ্দ্ধ তোলা, গন্ধক ১ তোলা একত্র জলে মৰ্দ্দন পূর্ব্বক এক রতি হইতে ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবেন। অনুপান আদা পান।

৬। কাস চন্দ্রামৃতরস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেক ২ তোলা, সোহাগার খই ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, জীরা, শুণ্ঠি, পিপ্পলী, ধন্যা, চই, ত্রিফলা, সৈন্ধব প্রত্যেক ১ তোলা, ছাগী দুগ্ধের দ্বারা মৰ্দ্দন পূর্ব্বক নবগুঞ্জা প্রমাণ বটিকা করিবেন। অনুপান ছাগী দুগ্ধ, কুলথকলাইয়ের কাথ, কেশরাজরস, চন্দ্রামৃত রস সেবনে বাতজ, পিত্তজ, ত্রিদোষজ, ক্ষতজ কাস বিনষ্ট হয়

মধু অনুপানে দুই বেলা সেবন করাইবেন। এই সকল সদুপায়ে যদি কাস নিবৃত্তি না পায় তবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর (১) রস উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ক্রুপ বা গলৌঘ অর্থাৎ ঘুঙড়ি।

এ রোগ কণ্ঠনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ হইলে জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ। ধাতুবাদ্যের ন্যায় কাসের শব্দ সেই কাস, শুষ্ক, গলা সাঁই সাঁই করে, বারম্বার

১। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস। হিঙ্গুলোত্থ কজ্জলী ॥০ অর্দ্ধ তোলা, সোহাগার খই ॥০ অর্দ্ধ তোলা, মুক্তা, প্রবাল ও শঙ্খভস্ম প্রত্যেক দুই আনা, স্বর্ণভস্ম এক আনা, এই সকল দ্রব্য, নেবুর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক পিণ্ডিকাকার করিয়া রৌদ্রে শুকাইবেন। অনন্তর করীষাগ্নি দ্বারা গজপুটে পাক করিয়া কৌটা, শীতল হইলে উত্তোলিতপূর্ব্বক ঔষধকে বহিষ্কৃত করিয়া তাহার সহিত উত্তমলৌহ এক আনা ও শোধিতহিঙ্গুল অর্দ্ধ আনা, একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশাইবেন। পরিমাণ ২ রতি। অনুপান পিপ্পলী চূর্ণ অথবা পানের রস মধু। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার কাস ও যক্ষ্মা প্রশমিত হয়।

শ্বাস, প্রশ্বাস, অতি কষ্টে প্রবাহিত হয় ! চর্ম্ম উষ্ণ, নাড়ী বেগবতী। এ রোগ সহসা আক্রমণ করে এবং অবিলম্বে প্রবল হয়। কোন কোন রোগীর অবিলম্বে মৃত্যু হইয়া থাকে। যখন যত শীঘ্র আক্রমণ করে তত শীঘ্রই আরোগ্য হয়। ক্রুপরোগ পঞ্চদশ কি ষোড়শ বৎসরের মধ্যে বিশেষতঃ হৃষ্টপুষ্টবালকদিগের অধিকাংশ জন্মিয়া থাকে। কখন স্তন্যপায়ী শিশুগণকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। এ রোগ বালিকা অপেক্ষা বালকগণের অধিকাংশ জন্মে।

কারণ। শীতকাল, বসন্তকাল, শীতলতা ইত্যাদি।

ক্রুপ রোগেব ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

ডাক্তার গুডিব্ ও ডাক্তার বার্চ্চ সাহেবের মতানুসারে ক্রুপ রোগের প্রথমাবস্থায় বালককে উষ্ণ জলের টবে ১৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত উপবিষ্ট করাইয়া ও বস্ত্রের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া বক্ষঃস্থল ও গলদেশ পর্য্যন্ত শর্ষপতৈল মাখাইয়া উষ্ণ স্থানে শয়ন করাইয়া রাখিবেন, অনন্তর বমনকারক

ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করিবেন, তজ্জন্য ইপিকেক্ ওয়ানহা চূর্ণ ১ গ্রেণ, চিনি ৩ গ্রেণ একত্র মিশাইয়া ১৫ মিনিট কাল পরে এক কি দুই বৎসরের শিশুকে দিবেন। আর বিরেচন জন্য ক্যালমেল সিকি গ্রেণ, জ্যালাপ চূর্ণ ৫ গ্রেণ, শুণ্ঠীচূর্ণ অর্দ্ধ গ্রেণ, একত্র মিশাইয়া সেবন করাইবেন ও গলদেশের উপরিভাগে উষ্ণ জলস্বেদ দিবেন। অত্যন্ত গলা সাঁই সাঁই সময়ে বক্ষঃস্থলে ও পৃষ্ঠ দেশে পুল্‌টিস সংস্থাপিত করিবেন। ইহাতে উপশম না হইলে আইওডাইড্ অফ পটাস ১২ গ্রেণ, ব্রোমাইড্ অফ পটাস অর্দ্ধ ড্রাম, জল ১ আউন্স একত্র মিশাইয়া এক চা-চামচ পরিমাণে তিন ঘণ্টা পরে দিবেন। উক্ত রোগাক্রান্ত শিশুগণের শরীরে শ্লেষ্মান্নু বন্ধ হইতে না পায় এ প্রকার সাবধানে রাখিবেন কারণ শীতল স্পর্শে এ ব্যাধি বৃদ্ধি পায়। আর দন্ত উঠিবার সময় হইলে দন্তমাঢ়ি ছেদ করিয়া দিবেন।

ক্রুপরোগের দেশীয় চিকিৎসা।

এ রোগের নিদানোক্ত লক্ষণ। "শোথো মহানন্নজলা বরোধী তীব্র জ্বরো বায়ু গতে নিহন্তা

কফেন জাতো রুধিরান্বিতেন গলে গলৌঘস্তুভি-
দীয়তেতু।" গল দেশের অভ্যন্তরে বেদনাযুক্ত
শোথ, জন্মে পানীয়দ্রব্যপানে ও অন্নাদি ভক্ষণে
অসমর্থ, ভয়ানক জ্বর, বায়ুর গতি রোধ করে ইহার
সংস্কৃত নাম গলৌঘ, এ রোগ শোনিতযুক্ত কফ
দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এ রোগাক্রান্ত শিশুগণকে দশমূলের (১) ঈষ-
দুষ্ণ ক্বাথ পরিমিত মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া
পান করাইবেন ও ক্ষার গুড়িকাদির (২) ব্যবস্থা
করিবেন। কখন কখন মুক্তবর্শি পাতার রস
অর্দ্ধ কাঁচ্ছা হইতে এক কাঁচ্ছা, পরিমাণে দিন-
মধ্যে দুই তিন বার পান করাইলেও উপকার
হইতে পারে। কেহ কেহ আমরুলশাক ও
মাখন একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে ও তালুদেশে

১ দশমূলপাচন। ইহার প্রস্তুত করণ জ্বরাধিকারে
লিখিত হইয়াছে।

২ যবক্ষারাদিগুড়িকা। যবক্ষার, চই, আকনাদি, রসাঞ্জন,
দারুহরিদ্রা, পিপুল, এই ছয়খানি দ্রব্য সমভাগে সূক্ষ্মচূর্ণ
করিয়া মধুর সহিত গুড়িকা করিবেন। ইহা মুখে ধারণ
করিলে সর্ব্বপ্রকার গলরোগ বিনষ্ট হয়।

প্রলেপ দিয়া থাকেন। কেহ কেহ আমড়া-ফলের রস কিঞ্চিৎ মাখন সংযোগে বক্ষঃস্থলে মর্দ্দন করেন। কেহ কেহ পিপীলিকাটিপির রস ২০ বিন্দু হইতে ৩০ বিন্দু পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধু সংযোগে পান করাইয়া থাকেন।

হুপিং কফ বা আক্ষেপক কাস।

লক্ষণ। শ্বাস প্রশ্বাস কালীন কাসের সময় হুপ্ হুপ্ শব্দ প্রবল হয়। কাস, প্রবলতারূপে প্রকাশ পায়, ত্বকের উষ্ণতা, নাড়ীর চাঞ্চল্য, ঘর্ম্ম, মুখমণ্ডল, আরক্তিম, ইত্যাদি। পাঁচ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালকগণের এ রোগ উপস্থিত হইলে প্রায় সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য জ্ঞান। কেবল এ রোগ উপস্থিত হইলে বিপদের সম্ভাবনা নাই কিন্তু ইহার সহিত ব্রঙ্কাইটিস্ থাকিলে সন্দেহস্থল, জানিবেন। এ রোগে বিপদ ঘটিলে দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু ৬ সপ্তাহ কি ৮ সপ্তাহ অতীত হইলে বিপদের সম্ভাবনা নাই এ রোগের

এই মন্দ প্রকৃতি, যে নানা প্রকার মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পীড়া উপস্থিত করে, যথা হাইড্রোকেফেলস, বা মস্তক মধ্যে জল সঞ্চার, ক্যনভলসন্ বা আক্ষেপক রোগ ইত্যাদি।

আক্ষেপক কাসের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

ডাক্তার গুড়িব ও ডাক্তার বার্চ্চ সাহেবের মতানুসারে এ রোগের আরম্ভে জ্বর থাকিলে ভাইনমইপিকেক্ ও যান্‌হা মিশ্রিত ফিবর মিক্-শ্চার উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যেক দুই ঘণ্টায় দিবেন ও শিশুর শরীর, সর্ব্বদা বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিবেন। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এরণ্ডতৈল দ্বারা বিরেচন করাইবেন। কাসের সময় হুপহুপ শব্দ কালীন আক্ষেপ নিবারক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করি-বেন তজ্জন্য ব্রোমাইড অফ পটাস ২ গ্রেণ, অথবা ফটকিরি ১ গ্রেণ, জলের সহিত পান করাইবেন। আর নাইট্রেট অফ শিলভর অর্দ্ধ ড্রাম জল ১ আউন্স, একত্র মিশাইয়া তুলী দ্বারা গলদেশের অভ্যন্তরে সংলগ্ন করাইবেন।

বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকিলে ইপিকেক ওয়ান্‌হা চূর্ণ ১ গ্রেণ, ভাইনম ইপিকেক ওয়ান্‌-হা ১ ড্রাম, একত্র মিশাইয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত এককালে দিবেন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সময় কষ্ট বোধ হইলে বক্ষঃস্থলে মষ্টার্ড প্ল্যাষ্টর লাগাইবেন আর বক্ষঃস্থল ও মেরুদণ্ড, শীতল জলে মুছাইয়া টার্পিন তৈল ও কর্পূর, একত্রীভূত করিয়া মর্দ্দন করিবেন।

শ্লেস্ম দমনার্থ উষ্ণকরকফমিকৃশ্চার ব্যবস্থেয় অতএব কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া, ক্লোরিকইথর, টিঞ্চর সেনেগা, ইন্ফিউজন সেনেগা, উপযুক্ত মাত্রায় মিশাইয়া দিনমধ্যে দুই তিন বার প্রদেয় ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। এ রোগে বায়ুপরিবর্ত্তন অত্যন্ত আবশ্যক অতএব দুই ক্রোশ স্থানান্তরে যাইলে সহজেই এ রোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

আক্ষেপক কাসের দেশীয় চিকিৎসা।

এ রোগের নিদানোক্ত লক্ষণ। যথা “যস্তাম্য মানঃ শ্বসিতি প্রশক্তং ভিন্নস্বরঃ শুষ্কবিমুক্তকণ্ঠঃ

কফোপদিগ্ধেষ্বনিলায়নেষু জ্ঞেয়ঃ সরোগঃ শ্বসনাৎ স্বরঘ্ন।” সর্ব্বদা মোহ ও হাপবিশিষ্ট স্বরভঙ্গ, কণ্ঠের অবরোধ ও শুষ্কতা কফ দ্বারা বায়ুর পথরোধ হওয়াতে এ রোগের উৎপত্তি হয়। অত্যন্ত শ্বাস প্রযুক্ত ইহার নাম স্বরঘ্ন, এ রোগ অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য।

শিশুগণের এ রোগ উপস্থিত হইলে বিরেচন জন্য এরণ্ডতৈল, ব্যবস্থেয়। অনন্তর বাবুই তুলসী পত্ররস ঈষদুষ্ণ করিয়া অর্দ্ধ বা এক কাঁচ্ছা পরিমাণে প্রতিদিন পান করাইবেন এবং মুক্তবর্শি পাতার রস অর্দ্ধ কাঁচ্ছা, পরিমাণে পান করাইলে বমন ও বিরেচন হওয়াতে বিশেষ উপকার হইতে পারে! যদি এ উপায়ে রোগ শান্তি না পায়। তবে ফটকিরিরখই, একরতি হইতে দুই রতি মাত্রায় করলা পাতার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিন মধ্যে দুই তিন বার দিবেন। আর কৃষ্ণজীরা ৪ তোলা, কালমেঘের রস অর্দ্ধ পোয়া, গোরোচনা চারি আনা, সর্ষপতৈল ।০ এক পোয়া একত্র অগ্নিতে পাক করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবেন এবং বক্ষঃস্থলে ও কণ্ঠে, পুরাতন ঘৃত, মর্দ্দন করাইলেও বিশেষ উপকার হইতে পারে।

ইনফ্লামেটেড্ আইজ্ বা নয়ন প্রদাহ।

বালকগণের নয়ন স্ফীত হইয়া চক্ষু হইতে ক্লেদ, নির্গত হইলে দুই দিবস, উষ্ণ জলে ধৌত করিবেন ইহাতে আরোগ্য না হয় আর শিশু, চক্ষু উন্মিলিত করিতে অসমর্থ হয় এবং বলপূর্ব্বক চক্ষুকে উন্মিলিত করিলে পাতার নীচে রক্তবর্ণ স্ফীততা ও ক্লেদ, দৃষ্ট হইলে তাহার সদুপায় করিবেন তজ্জন্য নাইট্রেট অফ শিল্ভর ১ গ্রেণ, গোলাপজল ১ আউন্স, কিম্বা সল্ফেট অফ জিঙ্ক ২ গ্রেণ, গোলাপজল ১ আউন্স, একত্র মিশাইয়া ২।৩ বিন্দু, চক্ষু মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন।

প্রসিদ্ধ হেনেরি গুডিব সাহেব নাইট্রেট অফ-শিল্ভরের অধিক প্রশংসা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা চারি দিনের মধ্যে উপশম না হইলে ইহার সহিত অধিকাংশ ৩ গ্রেণ, নাইট্রেট অফ শিল্ভর মিশাইয়া দিবেন। এ উপায়ে চারি দিনের মধ্যে উপশম না হইলে আর ৩ গ্রেণ, নাইট্রেট অফ শিল্ভর মিশাইয়া দিবেন। এ সদুপায়ে আরোগ্য না হইলে কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে এক ইঞ্চ লম্বা ও দুই ইঞ্চ বিস্তৃত একখানি

ব্লিষ্টর, লাগাইবেন। এ রোগ যাবৎ আরোগ্য না হয় তাবৎ উদর পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। অতএব একদিন পরে রাত্রিকালে গ্রেপাউর ১।২ গ্রেণ, ইপিকেক ওয়ানহা চূর্ণ অর্দ্ধ গ্রেণ, একত্র মিশাইয়া মধুর সহিত সেবন করাইবেন।

নয়ন প্রদাহের দেশীয় চিকিৎসা।

শিশুদিগের এ রোগ উপস্থিত হইলে হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া জলে মর্দ্দনপূর্ব্বক নেত্র পার্শ্বে প্রলেপ দিবেন আর ঈষদুষ্ণ নিমপাতার জলে চক্ষু ধৌত করিয়া রসোনের কিম্বা সিজুপত্রের কজ্জল করিয়া দুই বেলা লাগাইবেন, কখন কখন সেয়াল কাঁটার আটা ২।৩ বিন্দু, চক্ষু মধ্যে প্রদান করিলেও আরোগ্য হইয়া যায়। এ উপায়ে আরোগ্য না হইলে চন্দ্রোদয়বর্ত্তি, * মধু

* চন্দ্রোদয়বর্ত্তি। হরিতকী, বচ, কুড়, মরিচ, বয়ড়া, পিপ্পলী, নাভিশঙ্খ, মনছাল, প্রত্যেক, সমভাগ দুগ্ধ দ্বারা খলে মর্দ্দনপূর্ব্বক বর্ত্তিকা করিবেন।

দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া পারাবতের পালক দ্বারা দিন মধ্যে দুই তিন বার লাগাইবেন।

ষ্ট্যাপেজ্ অফ ইউরিন্ বা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ।

লক্ষণ। শিশুগণের এ রোগ উপস্থিত হইলে কখন বহুকষ্টে প্রস্রাব হয়, কখন একেবারে রোধ হইয়া যায়।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

তলপেটে উষ্ণজল স্বেদ দিবেন ও নাইট্রিক-ইথর ৩ বিন্দু, অথবা স্পিরিট অফ জুনিপর ৩।৬ বিন্দু কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া প্রত্যেক দুই ঘণ্টায় পান করাইবেন।

মূত্রকৃচ্ছ্রের দেশীয় চিকিৎসা।

নিদানোক্ত এ রোগের উৎপত্তি। "অপরিমিত শ্রম, তীক্ষ্ণৌষধ, রুক্ষ দ্রব্য, মদিরা, এবং অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, এবং সর্ব্বদা ঘোটকারোহণে দ্রুতবেগে

গমন, জলপ্লাবিত দেশজাত মাংসভক্ষণ, অধ্যশন অর্থাৎ উপর্য্যুপরি ভোজন এবং অজীর্ণতা, এই সকল কারণে আট প্রকার মূত্র কৃচ্ছ রোগ জন্মিয়া থাকে। তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না।

বালকগণের মূত্র রোধ হইলে ৪।৫ রতি সোরা জলে মিশাইয়া পান করাইবেন, প্রয়োজন বশতঃ দিন মধ্যে দুই তিন বার দেওয়া যাইতে পারে। আর কলসের গাদ অর্থাৎ জলপূর্ণ কলসের নিম্ন-স্থিত মৃত্তিকা ও সোরা সমভাগে মর্দ্দনপূর্ব্বক বস্তি খাতের উপর অর্থাৎ পিড়িতে প্রলেপ দিবেন। অথবা তেলাকুচের মূল, কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া নাভি বেষ্টনপূর্ব্বক প্রলেপ দিবেন, এবং কর্পূর চূর্ণ মূত্র দ্বারে প্রবেশ করাইলেও নির্গত হইতে পারে।

ফস্ফেটিক্ ইউরিন বা ফস্ফেট মিশ্রিত মূত্র।

শিশুগণের অজীর্ণ পীড়া বশতঃ ফস্ফেট, উৎ-পন্ন হইয়া মূত্রের সহিত মিশ্রিত থাকাতে খড়ি মৃত্তিকা মিশ্রিত জলের ন্যায় শুভ্র বর্ণ মূত্র, নির্গত

হয়। ইহাতে বালকদিগের শরীর, শুষ্ক ও অগ্নি-মান্দ্য, কখন কখন প্রস্রাব কালে মূত্র দ্বার জ্বালা করিয়া থাকে।

ফস্‌ফেট মিশ্রিত মূত্রের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা।

এ রোগে ডাইলুট্ নাইট্রোমিউরেটিক এসিড্ অথবা ডাইলুট্ নাইট্রিকএসিড্ ৪।৫ বিন্দু, ইন্ফিউজন্ কলম্ব সিকি কাঁচ্ছা, একত্র মিশাইয়া পান করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

ফস্ফেট মিশ্রিত মূত্রের দেশীয় চিকিৎসা।

শিশুগণের এ রোগে অড়হরপত্ররস সিকি কাচ্ছা, মাত্রায় অথবা পর্য্যুসিত ইসবগুলের জল, উপযুক্ত মাত্রায় কিঞ্চিৎ শুভ্রচিনি মিশাইয়া পান করাইবেন। ইহাতে উপশম না হইলে ১।২ রতি জারিত বঙ্গ, মধুর সহিত সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

শারীরিক দুর্ঘটনা।

শরীরের কোন স্থান অধিক আহত হ

সেই স্থান স্থিরভাবে রাখিয়া তথায় উষ্ণজল স্বেদ দিবেন। পরে দিনমধ্যে দুই তিন বার সোপলিনিমেণ্ট, কিম্বা ব্র্যাণ্ডি, ও শর্ষপতৈল, সমভাগে মিশাইয়া পীড়িত স্থলে মর্দ্দন করিবেন।

শরীরের কোন স্থান, সামান্যরূপ কাটিয়া গেলে ষ্টিকিন্‌প্ল্যাষ্টর অথবা কোর্ট্‌প্ল্যাষ্টর দ্বারা ক্ষতের উভয়মুখ সম্মিলিত করিয়া রাখিবেন। অধিক আঘাত লাগিলেও এ প্ল্যাষ্টর, ব্যবহার করা যাইতে পারে। আহতস্থলে বেদনাধিক্য হইলে গুলাড্‌লোসন দ্বারা ভিজাইয়া গ্যাটা পার্চ্চা অথবা অইল সিল্ক দ্বারা আবৃত রাখিবেন কারণ এ উপায়ে লোসন, শীঘ্র শুকাইতে পারে না। যদি কাটা ক্ষত ছিন্ন ভিন্ন হয় তবে তথায় কেবল শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবেন, পরে প্রদাহ স্বল্প হইলে পূর্ব্বোক্ত প্ল্যাষ্টর সংলগ্ন করা যাইতে পারে। যাবৎ আহত স্থলের প্রদাহ নিবৃত্তি না পায় তাবৎ

গুলাডলোসন। লাইকোয়ার প্লম্বাই সব ড্রাম, রেক্‌টি ফায়েড্ স্পিরিট ২ ড্রাম, পরিস্রুত জল ১৯॥ সাড়ে উনিশ আউন্স, একত্র মিশাইয়া লইবেন

তথায় শীতল জল অথবা রুটীর পুল্টিস্ প্রদান করা কর্ত্তব্য। আর ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক না হইলে প্রতিদিন প্রাতে তুঁতের জল প্রদান করিবেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা জলের পটী অতি শস্ত।

নবম পরিচ্ছেদ।

ফ্র্যাকচর বা ভগ্নাস্থি।

বালকগণের কোন ঘটনায় হস্ত ও পদের অস্থি ভগ্ন হইলে সেই অঙ্গকে ও সমস্ত শরীরকে স্থির ভাবে রাখিবেন এবং ভগ্নাস্থির অঙ্গকে সম-ভাবে টানিয়া তথায় পাতলা বালিশ অথবা বস্ত্রের কোমল গদি দুইদিকে দিয়া উভয় পার্শ্বে এ প্রকার স্প্লীণ্ট অর্থাৎ কাষ্ঠের ফলক দিবেন যে, উভয় সন্ধিস্থল হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্প্লীণ্টের অন্ত বহির্গত হইয়া থাকে। যেমন পদের অস্থি ভগ্ন হইলে কাষ্ঠফলককে জানুসন্ধি ও গুল্ফ সন্ধির বাহির রাখা যায়। ভগ্নাস্থির অঙ্গের উপর সংস্থাপিত স্প্লীণ্টকে দুই তিন ইঞ্চ অন্তর দুই তিন গাছি ফিতা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবেন। অনন্তর অহিফেণ ঘটিত ভৈষজ্য ও লঘ্বাহার দিবেন।

আর এ অবস্থায় জ্বর হইলে বিরেচক ভৈষজ্য দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া ঘর্ম্মকারক ও বেদনা নিবারক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করিবেন।

ফ্র্যাক্‌চরের প্রথম দশ দিনের মধ্যে ফিতা ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবেন না। যেহেতু ভগ্নাস্থিস্থান স্বাভাবিক স্ফীত হইয়া থাকে। ভগ্নাস্থিস্থান নড়িতে না পায়, এরূপ ফিতা বাঁধিবেন। আর দশবার দিন পরে প্রদাহ দূরীভূত হইলে স্প্লীণ্টকে ব্যাণ্ডেজ দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিবেন ও বলকর পথ্য দিবেন।

হস্ত ও পদের অস্থি ভগ্ন হইলে মাসাবধি বাঁধিয়া রাখিবেন কিন্তু উর্ব্বস্থি ভগ্ন হইলে ছয় সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় বালককে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত শয্যায় অতি সাবধানে রাখিবেন, সপ্তাহ অতীত হইলে শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করান যাইতে পারে।

কোন প্রকার ঘটনায় বালকদিগের মস্তকে আঘাত লাগিলে বালককে স্থির ভাবে রাখিবেন ও আহত স্থলে শীতল জলে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া

সংস্থাপিত করিবেন। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে ক্যাল-মেল ঘটিত বিরেচক ভৈষজ্যের ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন। মস্তকে আঘাত লাগাতে অজ্ঞানাবস্থা উপস্থিত হইলে উক্ত উপায় করিবেন ইহাতে জ্বর হইলে শীতল জলে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া মস্তকের উপর সংস্থাপিত করিবেন। আর বিরেচন জন্য ক্যালমেল ঘটিত বিরেচক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা পূর্ব্বক লঘু পথ্য দিবেন ইহাতে উপশম না হইলে ফিবর মিকশ্চার ব্যবস্থেয়।

হেমরেজ বা রক্তস্রাব।

কোন আহত স্থান হইতে রক্তপাত হইলে তথায় শীতল জল অথবা বরফ প্রদান কিম্বা সেই স্থান অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরিলে রক্তপাত নিবৃত্তি পায়। আর ঝুল, টিকার গুড়া, অথবা কতকগুলি দুর্ব্বাঘাস মর্দ্দনপূর্ব্বক রক্তপাতস্থলে সংলগ্ন করাইলে রক্তরোধ হইতে পারে। এবং রক্ত পাত স্থলে একটী ব্যাণ্ডেজ দ্বারা বন্ধন করিলেও রক্ত বন্ধ হইয়া যায় কেবল ব্যাণ্ডেজ বন্ধন দ্বারা রক্ত বন্ধ না হইলে তাহার উপর শীতল জল অথবা

বরফ প্রদান করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে।

কোন আঘাত দ্বারা মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নির্গত হইলে ক্ষণেক কাল নিমিত্ত শীতল জল বা বরফের ব্যবস্থা করিবেন। যদি তাহাতে রক্তপাত বন্ধ না হয়, তবে তথায় টিঞ্চর ফেরিমিউরেটিক কিম্বা কষ্টিক লাগাইবেন আর সল্‌ফেট অফ জিঙ্ক, অথবা ফটকিরি উপযুক্ত মাত্রায় লোসন প্রস্তুত করিয়া ভিজাইয়া রাখিবেন। আর্টরী বা ধমনী হইতে রক্তপাত হইলে, তাহা রক্তিমা বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়; ঐ রক্তপাত ভগ্নধারে বেগে নির্গত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। আর ভেইন বা শীরা হইতে রক্তপাত হইলে রক্তের বর্ণ মলিন, ঐ রক্তপাত সমান ধারে নির্গত হয়। একটী ব্যাণ্ডেজ দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিলে তাহা নিবৃত্তি পায়। কোন প্রধান ধমনী হইতে রক্ত-পাত হইলে যে পর্য্যন্ত নিগেচর দ্বারা ধমনীর মুখ বন্ধ করা না যায় সে পর্য্যন্ত রক্তরোধ হয় না। কিন্তু সূক্ষ্মধমনী হইতে রক্তপাত হইলে তথায় শীতল জল অথবা বরফ প্রদান কিম্বা

ব্যাণ্ডেজ বন্ধন অথবা সেই স্থান টিপিয়া ধরিলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

বরন বা দাহ।

কোন স্থান সামান্যরূপ দগ্ধ হইলে ওলিম্ব-অইল, অথবা মসিনার তৈল ও চুনের জল, সমভাগে মিশাইয়া লাগাইবেন। কোন স্থান অত্যন্ত দগ্ধ হইলে সেই স্থান তুলা দ্বারা আবৃত রাখিয়া তাহার উপর একটা ব্যাণ্ডেজ শিথিলরূপে বন্ধন করিয়া রাখিবেন। দগ্ধস্থান হইতে রসাদি নির্গত হইতে থাকিলে গুলাড্ লোসন্ দ্বারা ভিজাইয়া তাহার উপর গ্যাটা পার্চ্চা দিয়া বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

ক্ষতের অবস্থানুসারে পুল্টিস্ অথবা সুগর্ অফ লেড অএণ্টমেণ্ট কিম্বা সিম্পল্ সিরেট্ দগ্ধ স্থানে লাগাইবেন। দেহের কোন অংশ অত্যন্ত দগ্ধ হওয়াতে শিশু, নিস্তেজ ও ম্লান হইয়া থাকিলে, উপযুক্ত মাত্রায় ব্র্যাণ্ডি, কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া পান করাইবেন। শারীরিক অত্যন্ত বেদনা থাকিলে অহিফেণ ঘটিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন,

কিন্তু তৎকালে বিরেচক ভৈষজ্য দ্বারা উদর পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। দগ্ধস্থান আরোগ্য হইতে আরম্ভ হইলে, শিশুকে বলকর পথ্য ও ভৈষজ্য প্রদান করিবেন।

দগ্ধ স্থানের পচনাবস্থা উপস্থিত হইলে, সেই স্থান উষ্ণজলে ধৌত করিয়া কার্ব্বলিক অইলে লিণ্ট ভিজাইয়া লাগাইবেন কিম্বা চার্কোল পুল্টিস্ প্রদান করিবেন। আর শিশুর এক বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, কুইনাইন অর্দ্ধ গ্রেণ, কার্ব্বনেট অফ এমোনিয়া ২ গ্রেণ, ডোবর্স পাউডর ১ গ্রেণ একত্র মিশাইয়া ছয় ঘণ্টা পরে সেবন করাইবেন। শিশুর বয়ঃক্রম এক বৎসরের অনধিক হইলে, উহার অর্দ্ধ মাত্রা আর দুই বৎসরের অধিক হইলে, উহার দ্বিগুণ মাত্রা সেবন করান বিধেয়।

একজিমা বা কাউর রোগ।

লক্ষণ। এ ব্যাধির উৎপত্তিকালে জানুর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি জন্মে, তাহা অতি চুল্কায়

---

* কার্ব্বলিক অইল। কার্ব্বলিক এসিড্ ১ ভাগ সুইট অইল ৭ ভাগ একত্র মিশাইয়া লইবেন।

ও রস নির্গত হয়, কখন কখন ফুস্কুড়ির রস, গাঢ় হইয়া ক্ষতের উপর বিস্তৃত মাম্‌ড়ি পড়িয়া লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহা তুলিয়া ফেলিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা। ক্ষতকে কার্ব্বলিক সোপ দ্বারা ধৌত করিয়া কার্ব্বলিক অইলে তুলা ভিজাইয়া লাগাইবেন কিম্বা ক্ষার সম্বলিত মলমের * ব্যবস্থা করিবেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিরেচক ভৈষজ্য সেবনের ব্যবস্থা। বালকগণের বিরেচন প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত মাত্রায় এরণ্ড তৈলের সহিত একবিন্দু, এনিমিড্ অইল মিশাইয়া সিরপ, অথবা জলের সহিত পান করাইবেন, উদরের স্ফীততা, কিম্বা কামড় থাকিলে এরণ্ডতৈলের সহিত ডলিজকার্ম্মিনেটিবমিক্শ্চার, মিশ্রিত করিয়া পান করাইবেন। আর রিউবার্ব্ব, কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া, অথবা রেডমিক্শ্চার, এরণ্ডতৈলের ন্যায় সকল

* ক্ষারসম্বলিত-মলম। কার্ব্বনেট অফ সোডা, কিম্বা কার্ব্বনেট অফ পটাস, প্রত্যেক ২০ গ্রেণ, চর্ব্বি ১ আউন্স, চর্ব্বি গলাইয়া সোডা কিম্বা পটাস মিশাইবেন।

রোগেই দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কখন কোন রোগের পক্ষে এরণ্ডতৈলই প্রশস্ত বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রেড্‌মিক্‌শ্চার প্রস্তুত করণ। কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া অর্দ্ধ ড্রাম, রিউবার্ভ ১৫ গ্রেণ, স্পিরিট এমোনিয়া এরোমেরিক অর্দ্ধ ড্রাম এনিসিডঅইল ৩ বিন্দু, জল ১: আউন্স একত্র মিশাইয়া লইবেন।

গ্রেগরিস্ পাউডর। পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অম্ল জন্মিলে ২০ গ্রেণ হইতে অর্দ্ধ ড্রাম, গ্রেগরিস পাউডর, ৫ গ্রেণ, সোডার সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে মৃদু বিরেচকের এবং অম্লনাশকের কার্য্য সম্পন্ন করে।

সেনা সিরপ্। ইহা মধুরাস্বাদ প্রযুক্ত বিরেচন জন্য শিশুগণকে অনায়াসেই সেবন করান যাইতে পারে।

শেনা মিক্‌শ্চার প্রস্তুত করণ। ইন্‌ফিউজন অফ শেনা ৪ আউন্স, ম্যানা, ২ আউন্স এক্‌সমসল্ট কিম্বা টার্ট্রেট অফসোডা অথবা টার্ট্রেট অফপটাস ১ ড্রাম, টিঞ্চর শেনা কিম্বা টিঞ্চর রিউবার্ভ অর্দ্ধ আউন্স এই সকল দ্রব্য একত্র করিলে সেনা মিক্‌শ্চার প্রস্তুত হয়। ইহা শিশুদিগের বয়স বিবেচনাপূর্ব্বক এই মিক্‌শ্চারের ৫ ড্রাম হইতে ২ আউন্স পরিমাণে ব্যবহার করিবেন।

স্ক্যামনি অথবা জ্যালাপ। এই দুই প্রকার ঔষধ শিশুগণের যান্ত্রিক রোগে বিশেষতঃ মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

স্ক্যামনি অথবা জ্যালাপ নিম্নলিখিত রূপে ব্যবহৃত হয়।

স্ক্যামনি অথবা জ্যালাপ ৪ গ্রেণ, রিউবার্ভ ২ গ্রেণ, দারুচিনি চূর্ণ ২ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া যে পর্য্যন্ত ভেদ না হয়, তত-ক্ষণ চারি ঘণ্টা পরে সেবন করাইবেন ইহার পরিবর্ত্তে কখন কখন ১০ গ্রেণ, হইতে ৩০ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড জ্যালাপ অথবা কম্পাউণ্ড স্ক্যামনি পাউডর, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করান যায়। কখন কখন উক্ত ঔষধের সহিত ৪ কিম্বা ৮ গ্রেণ পরিমাণে সল্‌ফেট অফ পটাস্ মিশাইয়া ব্যবহার করা যায়। অতিশয় বিরেচক ভৈষজ্যের আবশ্যক হইলে, জয়পাল তৈল ও টার্পিন তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রোটন অইল বা জয়পাল তৈল। ইহা সেবনে অতিশয় ভেদ হয়, অতএব ইহার এক বিন্দুর চারি অংশের একাংশ হইতে একবিন্দু পর্য্যন্ত সিরপ্ অথবা এরণ্ড তৈলের সহিত প্রয়োজন বশতঃ বালককে ছয় ঘণ্টা পরে পান করাই-বেন, যাবৎ ভেদ না হয়। আক্ষেপকরোগে ও জ্বরকালীন মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে এবং মস্তকে জল জন্মিলে, এক চাচা-মচ পরিমিত এরণ্ড তৈলের সহিত অর্দ্ধ বিন্দু জয়পালের তৈল মিশাইয়া পান করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। যদি অধিক বিরেচক ভৈষজ্য সেবনে অতিশয় ভেদ হওয়াতে বাল-কেরা অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ এক চাচা-মচ পরিমিত চক মিক্‌শ্চার, পান করাইবেন। ইহাতে ভেদ বন্ধ না হইলে, শিশুর বয়স বিবেচনাপূর্ব্বক উক্ত মিক্‌শ্চরের সহিত এক বিন্দুর তিন অংশের একাংশ হইতে দুই বিন্দু পর্য্যন্ত লডেনম মিশাইয়া পান করাইবেন। যখন বালকদিগের মল শুভ্র ও মৃত্তিকাবর্ণ দৃষ্ট হইবে, তখন এক অথবা দুই টেবল

চামচ পরিমিত কম্পাউণ্ড ডিককসন অফ এলোজ, পান করান কর্ত্তব্য। নূতনরোগে ক্যালমেল সেবন দ্বারা বিরেচন হওয়াতে উপকার লাভ হয় কিন্তু সচরাচর বিরেচন জন্য ব্যবহার করা অনুচিত। কোন কোন রোগের পক্ষে গ্রেপাউডর অত্যুৎকৃষ্ট ভৈষজ্য বলা যায়। যেহেতু ক্যালমেল অপেক্ষা মৃদুবীর্য্য, কিন্তু বিরেচন জন্য সর্ব্বদা ব্যবহার করা নিষেধ জানিবেন।

এমিটিক্স্ বা বমনকারক ভৈষজ্য সকল। শিশুগণের বমন জন্য সচরাচর উপযুক্ত মাত্রায় ভাইনম্ ইপিকেক ওয়ানহা, ব্যবহৃত হয় কিন্তু ইহার সহিত ইপিকেক ওয়ানহা চূর্ণ ২০ গ্রেণ, মিশাইয়া একচা চামচ মাত্রায় প্রত্যেক ১০ মিনিট পরে সেবন করাইলে বমনাক্রিয়া উত্তমরূপ হইতে পারে। অথবা ইপিকেক ওয়ানহা চূর্ণ ২০ গ্রেণ, উষ্ণজল ১ আউন্স, একত্র মিশাইয়া একচা চামচ মাত্রায় ১০ মিনিট পরে পান করাইলেও বমনক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতে পারে। তীক্ষ্ণবীর্য্য বমনকারক ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইলে, টার্টার এসিটিক ১ গ্রেণ, উপরিউক্ত মিকশ্চারের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা যায়, কিন্তু ইহা সেবনে বমন বিরেচন হওয়াতে বিসূচিকার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। অতএবপীড়া কঠিন ও নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে ইহা অব্যবহার্য্য।

টার্টার এমিটিক। ক্রুপ ও ফুস্ফুস্ প্রদাহ রোগে বিশেষ উপকার করে। অতএব ইপিকেক ওয়ানহার সহিত ব্যবহার করিবেন।

বলকর ঔষধ সকল। বালকেরা কোন কঠিন

পীড়া প্রযুক্ত শারীরিক দুর্ব্বল হইলে যাবৎ স্বাভাবিক বল প্রাপ্ত না হয় তাবৎ বলকর ভৈষজ্যের ও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন। তজ্জন্য মাংসের যূষের সহিত এরারুট কিম্বা স... দানা অতি শিশুকে দিন মধ্যে দুই তিন বার দিবেন। শিশু-দিগের বয়ঃক্রম অধিক হইলে উক্ত পথ্য তিন চারি ঘণ্টা পরে দেওয়া কর্ত্তব্য।

বালকেরা অতিশয় দুর্ব্বল হইলে পোর্ট ওয়াইন অথবা উৎকৃষ্ট বিয়ার উপযুক্ত মাত্রায় কখন কখন সাবধানপূর্ব্বক পান করান যাইতে পারে। অপিচ দুর্ব্বল বালক সকলের বলকর ভৈষ-জ্যের মধ্যে লৌহঘটিত ভৈষজ্য, অতি প্রশংসনীয়। আর প্লীহা প্রভৃতি পুরাতন যান্ত্রিক রোগে যদি কুইনাইন, সেবন করাতে উদরাময়, উপস্থিত না হয় তবে উহা সিকি গ্রেণ হইতে ১ গ্রেণ মাত্রায়, এরোমেটিক পাউডরের সহিত প্রদান করিলে বিশেষ বলাধিক্য হইয়া থাকে। বার্ক। যদি কুইনাইন, সেবন দ্বারা উদরাময়, অথবা শিরো বেদনা, উপস্থিত হয় অথবা উহা, শিশু-গণের সহ্য না হয় তবে কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বার্কের চূর্ণ, কিম্বা কাথ, উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবস্থা বিধেয়।

কলম্ব। ইহা বলকর ও আগ্নেয় প্রযুক্ত ২।৩ গ্রেণ পরিমাণে দুর্ব্বলাবস্থায় দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সোডা ও রিউবার্ভ সংযোগে প্রদান করিলে শিশুগণের দৌর্বল্য দূর ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

কফ মিক্শ্চার। নিম্নলিখিত কএক প্রকার কাসের ঔষধ দ্বারা বালকগণের আশু উপকার দর্শে। প্রথম। ভাইনম্ ইপিকেক্ ওয়ানহা ২ ড্রাম, নাইট্রিক ইথর ২ ড্রাম, টিঞ্চর

ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড ৪ ড্রাম, মধু কিম্বা জল অথবা সিরপটোলু ২ চাউন্স একত্র মিশাইয়া এক চা-চামচ পরিমাণে তিন কিম্বা চারি ঘণ্টা অন্তরে পান করাইবেন। দ্বিতীয়। ভাইনম ইপিকেক্ ওয়ানহা ২ ড্রাম, প্যারেগরিক ৪ ড্রাম, কার্ব্বনেট অফ পটাস্ ২ ড্রাম, মধু ১ আউন্স একত্র মিশাইয়া এক চা-চামচ পরিমাণে দুই কিম্বা তিন ঘণ্টা পরে ব্যবহার্য্য। আর কাসের প্রবলতা থাকিলে প্যারেগরিকের পরিবর্ত্তে ২।৩ বিন্দু পর্য্যন্ত লডেনম্, শেষোক্ত কফমিক্শ্চরের সহিত মিশাইয়া পান করাইবেন।

ব্লিষ্টর ফোস্কাকারক ঔষধের ব্যবস্থা। বালক-দিগের পক্ষে লাইকোয়ার লিটি উত্তম ফোস্কাকারক ঔষধ। ইহা ব্যবহার করিতে হইলে একটী তুলি অথবা পারাবত পুচ্ছ দ্বারা পীড়া স্থলে পাঁচমিনিট কাল পর্য্যন্ত লাগাইবেন, পরে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় একবার লাগাইবেন। ফোস্কা হইলে তাহার চর্ম্মকে কাঁচি দ্বারা ছেদ করিয়া এক ইঞ্চি পরিমাণে স্থূল তুলা, ক্ষতের উপর সংস্থাপিতপূর্ব্বক ব্যাণ্ডেজ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবেন। ঐ প্রকার ঔষধের প্ল্যাষ্টর বা পটি ব্যবহার করিতে হইলে ত্বকের উপর বসাইবার পূর্ব্বে পাঁচমিনিট কাল পর্য্যন্ত উষ্ণ জলের ধূমের উপর ধারণ করিয়া ত্বকের উপর প্রদান করিবেন। কিন্তু চারি ঘণ্টার অতিরিক্ত কাল পর্য্যন্ত তথায় রাখিবেন না। তৎপরে ফোস্কা হইলে উপযুক্ত মতে প্রতিকার করিবেন। তুলার পরিবর্ত্তে কখন কখন কোল্‌ডক্রুম অথবা স্পর্মাটিসাই অএণ্টমেণ্ট ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বালকগণের পক্ষে তুলাই অত্যুৎকৃষ্ট জানিবেন। তুলাকে বারম্বার পরিবর্ত্তন না করিয়া দুই দিবসের মধ্যে একবার পরিবর্ত্তন করিবেন।

অহিফেণ ঘটিত ভৈষজ্যের ব্যবস্থা। বালক দিগের পক্ষে অহিফেণ ঘটিত ভৈষজ্য স্বল্প মাত্রায় অতি সাবধানে সেবন করাইবেন। ছয় মাসের শিশুকে লডেনম্ ১ হইতে ২ বিন্দু পর্য্যন্ত অথবা ডোবর্স পাউডর সিকি গ্রেণ হইতে ১ গ্রেণ পরিমাণে সেবন করান যায়। ইহা দুই ঘণ্টা পরে পুনরায় সেবন করান যাইতে পারে। অধিক বয়স্ক শিশুর পীড়া কঠিন হইলে লডেনম্ ৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু ও ডোবর্স পাউডর ২ গ্রেণ হইতে ৮ গ্রেণ পর্য্যন্ত সেবন করাইবেন।

যে সকল অহিফেণ মিশ্রিত ঔষধ সেবনার্থ সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহার কত পরিমাণে কত পরিমিত অহিফেণ আছে, তাহা নিম্নলিখিত হইয়াছে। যথা কম্পাউণ্ড ইপিকেক্ ওয়ানহা পাউডর, ইহাকে ডোবর্স পাউডর, বলা যায়। ইহার ১০ গ্রেণে, ১ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড কাইনো পাউডরের ২০ গ্রেণে ১ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড পাউডর চক্‌উইৎওপিয়ম, ও পল্বক্রিটা এরোমেটিক কম্পাউণ্ড কম্‌ওপিয়াই এই উভয় ভৈষজ্যের প্রত্যেক ৪০ গ্রেণে, এক গ্রেণ অহিফেণ আছে। আর টিঞ্চর ওপিয়মের ১৫ বিন্দুতে ১ গ্রেণ, ও টিঞ্চর ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ডের এক আউন্সেতে ২ গ্রেণ, অহিফেণ আছে। এ সকল ব্যতিরেকে অন্যান্য কতকগুলি অহিফেণ ঘটিত ঔষধ আছে, তাহাদিগের বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না, অলমতি বিস্তরেণ। সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।